রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী

৪ পর্ব্ব, ৪৭ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

চতুর্থ পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত মিষন্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২৩।

সূচী।

এতৎ পর্ব্বে প্রকটিত চিত্রের সূচী।

CONTENTS OF VOL. IV.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪১ খণ্ড

মৎস্য ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য।
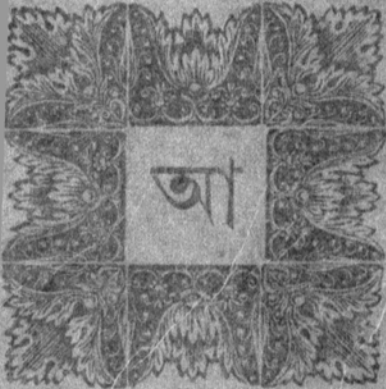
আমাদিগের দেশে যত জাতি আছে তন্মধ্যে যাহাদিগের যে বৃত্তি প্রায় সেই সেই ব্যবসায়ের অনুসারে তাহাদিগের নামকরণ হইয়াছে; এবং বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্যেরা পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে; কদাপি এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনোপায় সংস্থান করে না। সেই রূপ যে জাতি মৎস্য ধারণ পূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষীয়েরা সেই জাতিকে মৎস্যজীবী বা জালজীবী অথবা ধীবর কহিয়া থাকেন। তাহাদিগের ব্যবসায়ের নাম মৎস্যধারণ। ঐ ব্যবসায়ের নামোল্লেখে রহস্য-সন্দর্ভের অনেক পাঠক মনে করিতে পারেন যে এক্ষণে আমাদিগকে কল্ক স্বীকার করিতে হইয়াছে। অতএব এই পত্র পাঠ করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদিগের সেই বৃহদ্ ভ্রমের নিরাকরণ নিমিত্ত অধিক আয়াস করিতে হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্যক্ত হইবে জগতের যে কিছু মহত কার্য্য সাধিত হইয়াছে ও হইয়া আসিতেছে তৎসমুদায়ই সামান্য বস্তুহইতে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সামান্য বস্তুদ্বারা যে সমুদায় অসামান্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কোন্ মহান্ ব্যক্তি বস্তু-বিশেষকে সামান্য ও বস্তু-বিশেষকে অসামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন? তাঁহারা সমুদায় বস্তুকেই বিবেচনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা বাষ্পদ্বারা যন্ত্র পরিচালন করিয়াছিলেন তিনি কি তপ্ত জলের ধূঁয়াকে সামান্য দ্রব্য জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন? যে ধীমান ব্যক্তি তাড়িত বার্ত্তাবহের প্রথম প্রক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন তিনি কি বিদ্যুৎকে সামান্য দ্রব্য-সম্ভূত বস্তু জানিয়া হেয় করিয়াছিলেন? যিনি দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি কুদৃশ্য যৎসামান্য চুম্বককে সামান্য দ্রব্য বলিয়া অবক্ষেপ করিয়াছিলেন? তিলার্দ্ধ পরিমাণ ক্ষুদ্র ডুমুর-বীজ অপেক্ষা সামান্য দ্রব্য কি আছে, কিন্তু তাহাই তরুরাজ অশ্বত্থের আদিম পদার্থ। ছাগ অতি সামান্য জীব, তাহাহইতেই রাজ-পরিচ্ছদ শাল প্রস্তুত হয়। তুতপোকা দেখিতে বিষ্ঠার কৃমির ন্যায় হেয়, তথাপি তাহাই প্রিয়তম সাটিন মখমলের আকর। ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে সামান্য বিষয়হইতে যে

ক্ষুদ্র-মৎস্য ধারণে যাত্রা।

অসাধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ও ভূমণ্ডলের অনেক উপকার সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মৎস্য, সামান্য পদার্থ বটে; তথাপি ইহাদ্বারা জনসমাজের যে সমূহ উপকার হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন। যেমন তণ্ডুল, দ্বিদল, তৈল, স্বর্করা, দুগ্ধাদি জীবনের অবলম্বন মধ্যে পরিগণিত, সেই রূপ মৎস্যও তন্মধ্যে সর্ব্বতোভাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। এবং যে পদার্থ জীবনের অবলম্বন তাহাকে কি প্রকারে সামান্য বলিয়া অবজ্ঞা করা যায়?

অপর তাহার ব্যবসায় কোন মতে সামান্য নহে। প্রত্যুত তণ্ডুলের ব্যবসায়ে যে পরিমাণে লভ্য হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কোন অংশে অল্পতা দেখা যায় না। এক একটী সামান্য মৎস্যের ব্যবসায়ে এক এক জেলার রাজস্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত কটক জেলার রাজস্ব ১৩॥ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। আর এক পদ্মার ইলিস মৎস্যের মূল্যে বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। এই রূপ এতদ্দেশে সমুদয় মৎস্যের গড় ধরিলে বৎসরে এতদ্দেশে ২ দুই কোটি মণ মৎস্য ও ১০ দশ কোটি টাকার আয় হইতেছে বলিতে পারা যায়। ইহার তুলনায় প্রতি বর্ষে যে তণ্ডুল বিলাতে প্রেরণ করা যায় তাহা যৎসামান্য বোধ হয়, কারণ তাহার মূল্য এক কোটি টাকার অধিক হইবে না। অপর ইহাও যে অত্যন্ত অধিক হইল এমত নহে। বিলাতে এক এক মৎস্যের দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর আয় হইতেছে। ইউরোপ দেশে লিঙ নামক এক প্রকার মৎস্য বিক্রয়দ্বারা বৎসরে ৪ কোটি টাকা আয় হয়। তাহা গড়ে দশ লক্ষ মণ ধৃত হইয়া থাকে। ঐ দেশে কড মৎস্য নামক এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহার প্রায় ১০ দশ কোটি মণ ধৃত হইয়া থাকে; তাহার মূল্য প্রায় ৮০ আশী কোটি টাকা। এতদ্ভিন্ন এই ব্যবসায়ের সাহায্যার্থ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। তাহাদিগের সকলের উপজীব্য এই মৎস্যে উৎপন্ন হয়। উহাদের ব্যবসায়ের নিমিত্ত লক্ষ খানা নৌকা তাহাদিগের অধীনে থাকে। তাহাতে নৌকাজীবিরা বৎসরে এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়। অপর কর্ম্মকারেরা নৌকা ও মৎস্য ধারণের লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণদ্বারা বৎসরে এক কোটির অধিক টাকা পায়। ঐ মৎস্যের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বৎসরে দশ হাজার মণ লবণ বিক্রয় হয়; তাহার মূল্য প্রায় ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা। অপর তাহা ধরিবার নিমিত্ত বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ মণ শণসূতা লাগিয়া থাকে; তাহার মূল্য প্রায় ৩ তিন লক্ষ টাকা। অধিকন্তু এই কড় মৎস্য ধৃতকরণার্থে প্রায় ৩ তিন লক্ষ টাকার লৌহাস্ত্র বিক্রয় হয়। যে ব্যবসায়দ্বারা এত লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে—যাহাদ্বারা বৎসরে এতাদৃশ বহু অর্থ উপার্জ্জিত হইতেছে—যাহাতে কোট্যধিক মনুষ্য আহার প্রাপ্ত হইতেছে—তাহাকে কোন্ বিবেচক ব্যক্তি সামান্য বাণিজ্য মধ্যে গণনা করিবেন? আর কড মৎস্যই যে এবিষয়ে অসাধারণ দৃষ্টান্ত এমত নহে; ইহার সহিত হেরিং মৎস্য, সামন্ মৎস্য, ঈল মৎস্য প্রভৃতি নানা মৎস্যের তুলনা হইতে পারে ও তৎসমুদায়ে মনুষ্যের যে মহান্ উপকার হয়, তাহার সহিত অন্য কোন ব্যবসায়ের তুলনা হইতে পারে না।

অনুমিত হইয়াছে যে মৎস্য-বিক্রয়দ্বারা পৃথিবীর এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ মনুষ্য লোকসমাজে অবস্থান করিতেছে। আর ইহার নিমিত্ত মনুষ্যের লালসাই বা কত? শুষ্ক মৎস্য এক বৎসরের পথ হইতে আনয়নপূর্ব্বক লোকেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই লালসা চরিতার্থ করে। কেহ কেহ দুই

তিন মাসের বিকৃত লবণাক্ত আর্দ্র মৎস্য উপাদেয় জ্ঞানে ভোজনের সময় সাদরে গ্রহণ করে। মনুষ্যের রুচিভেদে ইহার কিছুই উপাদেয় অনুপাদেয় নাই। ব্যক্তি-বিশেষের নিকট দুর্গন্ধময় ঘৃণিত শুষ্ক মৎস্যও উপাদেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অপর ঐ মৎস্য ধৃত করণেও লোকে যৎপরোনাস্তি সুখবোধ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের কি ধনী, কি নির্ধন, কি দরিদ্র, কি আমিষভোজী, কি হবিষ্যাশী, কেহই মৎস্য সঙ্ক্রয়কালে দুঃখিত হয়েন না; প্রত্যুত সকলেই আমোদ অনুভব করিয়া থাকেন। ধনীগণ সম্যক্ মার্ত্তণ্ডতাপে পরিতাপিত হইয়াও আপনার ঐ আমোদ চরিতার্থ করণের নিমিত্ত এক দৃষ্টে তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্ব্বক চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাদিগের গাত্রহইতে শোণিতসমূহ ঘর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হইলেও আপনাকে ক্লিষ্ট বিবেচনা করেন না। সেই সকল বিলাসিদিগকে আবার দুগ্ধফেণসন্নিভ শয্যায় শয়িত হইয়া অশেষ ক্লেশ অনুভব করিতে দেখা যায়।

পঞ্চতন্ত্র।

এতদ্দেশের প্রাচীন উপন্যাসসকল সঙ্গ্রহ করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা 'পঞ্চতন্ত্র' নামক এক নীতি-গ্রন্থ প্রকটন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের উপন্যাসসকল অতীব মনোরম্য এবং সদ্ভাব-কল্পিত। পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ডে ঐ গ্রন্থের উপাদেয়তা বহুকাল পরিচিত আছে, এবং ইউরোপ ও আশিয়ার সকল সভ্য ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। পরন্তু এক ভাষার গ্রন্থ অন্য ভাষায় অনুবাদিত করিলে তাহার কোন কোন স্থান পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। তৎপ্রযুক্ত অনুবাদকেরা প্রয়োজনমত স্থল বিশেষ পরিত্যাগ এবং পরিবর্ত্তন করাতেই প্রস্তাবিত গ্রন্থ এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহার সংশোধন ব্যতীত মূলের সহিত ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অনুবাদেই এই দশা ঘটিয়াছে এমৎ নহে; সংস্কৃত ভাষার মূল পঞ্চতন্ত্রেও অনেক রূপান্তর দেখা যায়। হিতোপদেশ গ্রন্থই তাহার উদাহরণ। অনেকের ভ্রম আছে, পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পদার্থতঃ বিষ্ণুশর্ম্মার সহিত হিতোপদেশের কোন সম্পর্কই ছিল না, এবং যৎকালে হিতোপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছিল তৎকালে বিষ্ণুশর্ম্মা জীবিতই ছিলেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল। পঞ্চতন্ত্রহইতে সঙ্কলন করিয়া হিতোপদেশের সৃষ্টি হয়, তৎপ্রমাণ হিতোপদেশের প্রথম প্রকরণের নবম শ্লোকেই ব্যক্ত আছে। পরন্তু কোন মহাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত পঞ্চতন্ত্রের চারি পাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া পাদৈক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি উদ্দেশে ইহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য স্থলহইতে ভাবালঙ্কারাদি কুড়াইয়া ইহাতে বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। ফলতঃ ইহা বলা বাহুল্য যে পঞ্চতন্ত্রের অকারণ চারি ভাগ সঙ্কলন করিয়া তাহাতে অন্য গ্রন্থের ভাব ও অলঙ্কার বিন্যস্ত করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত গ্রন্থের গৌরবের হানি কখনই করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ সর্ উইলিয়ম জোন্স ও সর্ চার্লস উইল্‌কিন্স সাহেব হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পাঠকবর্গের মহোপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মূল গ্রন্থ দেখিয়া অনুবাদ করাই ভদ্র ছিল; যেহেতু মূলের সহিত

হিতোপদেশের এতাদৃশ অল্প প্রভেদ-সম্বন্ধ যে তন্নিমিত্ত আবার পঞ্চতন্ত্রের স্বতন্ত্র রূপে অনুবাদের আবশ্যক করে না। পরন্তু তৎকালে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ ঐ সাহেবদিগের নিকট বিদিত ছিল না।

প্রায় ৯ শত বৎসর গত হইল এতদ্দেশে "বৃহৎ কথা" নামে আর এক খানি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। হিতোপদেশে ও পঞ্চতন্ত্রে যে রূপ অল্পই প্রভেদ-সম্বন্ধ আছে পঞ্চতন্ত্রে এবং তদ্গ্রন্থেও প্রায় সেই রূপ সম্বন্ধ। ইহার কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত এবং আরবী অনুবাদদ্বারা পঞ্চতন্ত্র ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষায় প্রচারিত আছে। আশিয়ার পশ্চিম খণ্ডে উক্ত গ্রন্থ "পিল্পের উপন্যাস" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আরবী অনুবাদক বিদ্পের নামাপভ্রংশে পিল্পে শব্দ ব্যবহার করায় তাহাই প্রচারিত হয়। এতদ্গ্রন্থ কি রূপে অন্য দেশে প্রচার হয় তদ্বৃত্তান্ত জানিতে পাঠকবর্গ অবশ্যই উৎসুক আছেন। তৎপ্রযুক্ত এই স্থলে তাহার সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

পারস্য দেশের জগদ্বিখ্যাত অধিপতি নৌসেরবাঁ ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে পারস্য জাতীয়েরা অগ্নিপূজা করিত, সুতরাং নৌসেরবাঁও যে তেজোপাষক ছিলেন, তাহা বলিবার আর অপেক্ষা রাখে না। মুসলমানেরা বিদ্বেষী হইলেও নৌসেরবাঁকে অগ্নিপূজক জানিয়াও "ন্যায়পরায়ণ" ও "শ্রেষ্ঠ" উপাধিদ্বারা সম্বোধন করিত। অধিকন্তু উক্ত জাতীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মুহম্মদ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে "তাদৃশ পুণ্যাত্মা রাজার সময়ে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মাকে শ্লাঘ্য করিয়া মানিতেছি।" গোলেস্তাঁ এবং অন্যান্য গ্রন্থে নৌসেরবাঁর অপরিসীম যশঃকীর্ত্তি বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক পারস্য দেশের নৌসেরবাঁ ও অস্মদ্দেশের বিক্রমাদিত্য উভয়ে তুল্যরূপে স্বদেশহিতৈষী, বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ছিলেন; অতএব অল্পমাত্র লিপিবিন্যাসে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের কিছুই পরিচয় হইতে পারে না। একদা উক্ত অশেষ গুণান্বিত রাজচূড়ামণি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষস্থ কোন রাজার গ্রন্থাগারে "পঞ্চতন্ত্র" নামক এক অতি চমৎকার গ্রন্থ আছে; তদ্দ্বারা নীতিজ্ঞানবিষয়ে বিবিধার্থ লাভ হয়। রাজা এতৎ শ্রবণ মাত্র মন্ত্রিকে উক্ত গ্রন্থ আনয়নার্থ আদেশ করিলে তিনি বুজরচিমিহর নামা এক সংস্কৃতাভিজ্ঞ বৈদ্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। উক্ত পারসী এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক রাজার অজ্ঞাতে কোন ব্যক্তিদ্বারা গ্রন্থাগারহইতে পুস্তক আনাইয়া দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অল্পদিবসের মধ্যে তাহার অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া পারস্য দেশে যাত্রা করেন। পারস্য-রাজসভায় সেই গ্রন্থ পঠিত হইলে সভাস্ত সকলেই চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুবাদে বুজরচিমিহরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও তল্লাভ প্রসঙ্গে যে যে আপদ ঘটিয়াছিল তৎ সমস্ত লিখিত আছে।

বুজরচিমিহর এতদ্গ্রন্থ পারস্য দেশের প্রাচীন পহলবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবী অনুবাদক বিদ্পে তাহার কোন কোন স্থান প্রত্যাখ্যান এবং পরিযোজনাদ্বারা তাহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা এরূপ চমৎকার ও সুমধুর হইয়াছিল যে পারস্য দেশের পহলবী ভাষা বিলুপ্ত হইলে তদ্দেশ-বাসিরা উক্ত গ্রন্থ পুনর্বার আরবী ভাষাহইতে অনুবাদ করিয়াছিল। পরন্তু উক্ত গ্রন্থ এই রূপে বহুবার অনুবাদিত ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও তাহার চমৎ-

কারিত্বের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। অদ্যাপি তাহার বিশেষ আদর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

ইংরাজীতে মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ নাই; কিন্তু তাহার স্থূলমর্ম্মের অনেক গুলি অনুবাদ আছে। তন্মধ্যে চারি খানি অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা,

১ হ্যারিস্ সাহেবের কৃত পারশির অনুবাদ।

২ সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ কৃত সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ।

৩ সর্ চার্লস্ উইলকিন্স্ কৃত ঐ অনুবাদ।

৪ নচখুল্ কৃত আরবীয় অনুবাদহইতে অনুবাদ।

মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ইংরাজীতে না হইলেও পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বিলাতের "রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটী" নাম্নী সভার কার্য্য-প্রকাশিকায় মূল গ্রন্থের চূর্ণক অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করাতেই তদভাবের লাঘব হইয়াছে।

আশিয়া খণ্ডের উপন্যাসমাত্রেই সর্ব্বাদৌ একটী-মাত্র গল্প আরব্ধ হয়। তদনন্তর পর পর তাহা শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া এরূপ নিবিড় ভাব ধারণ করে যে অল্পায়াসে তন্মধ্যে কাহারও প্রবেশের পথ থাকে না। "আরব্য উপন্যাস" এবং "পঞ্চতন্ত্র" তাহার উদাহরণ। পঞ্চতন্ত্র উপন্যাসের আদি প্রকরণ ভাগীরথীতীরে পাটলীপুত্র নগরে সুদর্শন নামা সর্ব্বগুণোপেত রাজা ছিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা তাঁহার পুত্রদিগের নীতিশিক্ষার্থে পাঁচটী গল্প বলেন। তৎ শ্রবণে রাজপুত্রেরা ৬ মাসের মধ্যে বৈদগ্ধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলতঃ ৬ মাসের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্প শেষ করা বিষ্ণুশর্ম্মার পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় হউক বা না হউক ঐ কাল মধ্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা রাজপুত্রদিগের অসাধারণ অভ্যাস-বিষয়ে সকলেই সন্দেহান্বিত হইবেন।

প্রথম উপন্যাস সুহৃদ্ভেদ। এক বৃষের প্রাণ বধের নিমিত্ত করটক ও দমনক নামক দুই শৃগালের এক সিংহের সহিত পরামর্শ। আরবী অনুবাদক ঐ দুই শৃগালের নামহইতেই স্বগ্রন্থের "কলিলাও দিম্না" নামকরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উপন্যাস মিত্রলাভ। এতৎ প্রকরণে কাক, কূর্ম্ম, মূষিক, ও হরিণের দৃঢ়বন্ধুত্ব-স্থাপন। এই অধ্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোধ হয় তজ্জন্যই হিতোপদেশ-সঙ্গ্রহকার সর্ব্বাগ্রেই তাহা গ্রন্থের আদ্যংশে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রকরণ বিগ্রহ। এই অধ্যায় কাক ও পেচকের যুদ্ধে বিনিযুক্ত। এতদধ্যায়ের ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের গল্প ইংরাজী সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের উপন্যাসের আদর্শ।

চতুর্থ প্রকরণ প্রাপ্তবস্তুর অপহ্নব। এতৎ পরিচ্ছেদে আরবী অনুবাদক বৃদ্ধ কপি ও মকরের গল্পে কূর্ম্মের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম উপাখ্যানের উদ্দেশ্য অবিবেচনা। এতৎ অধ্যায়ের অনেক গুলি উপন্যাস ইংরাজী উপকথা সদৃশ। ইহার অপোগণ্ড শিশু ও নকুলের গল্প ইংরাজী বাৎজিহাট নামক উপন্যাসের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরব্য-উপন্যাসের আলনস্করের গল্প পারস্য অনুবাদের অপর এক গল্পের তুল্য; এবং সহরে ইন্দুর ও পল্লীগ্রামের ইন্দুর, তথা উদ্যানপাল, ভাল্লুক, এবং মক্ষিকার গল্প, ইউরোপে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মূল-গ্রন্থে ইন্দুরের স্থলে বিড়াল এবং মালীর স্থলে রাজার নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ অনুবাদকেরা ইচ্ছামত এই রূপ করাতেই পঞ্চতন্ত্র ভিন্নদেশে বহুরূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোম্বাই।

ম্বাই নগর স্বনাম প্রসিদ্ধ দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই দ্বীপ উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় চারি ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য সার্দ্ধেকক্রোশ। এই দ্বীপের পার্শ্বে একটী বন্দর আছে। ঐ বন্দর উক্ত দ্বীপ ও ভারতবর্ষীয় ভূমির মধ্যস্থলে থাকাতে আরব সাগরের ভীষণ তরঙ্গমালা ইহার কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বন্দরের দক্ষিণদিকে উভয় পার্শ্বে দুইটী পাহাড় আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন জগদীশ্বর ঐ স্থানকে নিরাপদ ও নিরতিশয় সুদৃঢ় করিবার নিমিত্তই উহার উভয় পার্শ্বে দুইটী প্রস্তরময় ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণাংশে আরও দুইটী দ্বীপ আছে। তাহার একের নাম ওলড উমান্ দ্বীপ, ও অপরের নাম কোলাবা কিম্বা লাইট্ হাউস দ্বীপ। ঐ দ্বীপদ্বয়ের উপর সেতুনির্ম্মিত থাকাতে উহারা পরস্পর সংযুক্ত। জুয়ারের সময় ঐ সেতুদ্বয় জলমগ্ন হইয়া থাকে।

বোম্বাই দ্বীপের উত্তরদিকে আর একটী বৃহত্তর দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপের নাম সাল্‌সেট। তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকার সেতু-পথদ্বারা বোম্বাই নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কোম্পানী বাহাদুর সর্ জমসেটজী জিজি-ভাইর সাহায্যে মাহিমহইতে বাণ্ডোরা পর্য্যন্ত একটী প্রস্তরময় প্রকাণ্ড সেতুনির্ম্মাণ করাইয়াছেন। জমসেটজী জিজিভাই এক জন পারস্য দেশীয় বণিক্ ছিলেন। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যে কুবেরের তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহার বদান্যতাই তাঁহার প্রশংসার প্রধান উদ্দেশ্য; এবং তন্নিমিত্ত বোম্বাই নগর তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু যে কোন কার্য্য উপলক্ষে হউক তাঁহার নাম স্মরণ না করিলে বোম্বাই নগরকে অকৃতজ্ঞতাদোষে লিপ্ত হইতে হইবে। আমাদিগের ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট উক্ত মহাত্মাকে "বারোনেট" নামক ইউরোপীয় কুলীন পদ-প্রদান করেন। এই পদ প্রাপ্তিতে তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় উপাধিধারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ক্ষণে সেই পদ পাইয়াছেন।

সমুদ্রহইতে বোম্বাই নগরাভিমুখে যাইবার সময় দূরহইতে এই নগর দেখিতে অতি রমণীয়। পশ্চিমঘাট-গিরি ইহার অভ্যন্তরে থাকাতে বন্দরের উপরিস্থিত ভূভাগসকল উন্নত, বিচিত্র ও লোচনলোভনীয়। ইতিপূর্ব্বে এই নগরের মধ্যভূভাগসকল সর্ব্বদাই সমুদ্রজলে প্লাবিত হইত; কিন্তু এক্ষণে পুল ও পোস্তাবন্দীদ্বারা তাহা প্রায় নিবারিত হইয়াছে। তথাপি বর্ষাকালে নিম্নভূমিসকল প্লাবিত ও জলাকীর্ণ হয়; সুতরাং এখানকার বাটী সমুদায় বর্ষার কয়েক মাস পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। পরন্তু বোম্বাই দ্বীপমধ্যে কএকটী ক্ষুদ্র পাহাড়ী স্থান আছে, তন্মধ্যে যে স্থানে মালাবার পাহাড় বিস্তৃত হইয়াছে,সে স্থান ক্রম-নিম্ন। কেবল ঐ পার্ব্বতীয় প্রদেশটাই অপেক্ষাকৃত উন্নত ও বৃক্ষপরিপূর্ণ। এই স্থানে অনেকগুলি শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ এবং এই দ্বীপের উত্তর দিক্‌স্থিত "মাজগন" পাহাড়ের নিকটে পতাকাযুক্ত একটী স্তম্ভ আছে। ঐ স্থান তাদৃশ উচ্চ নহে বলিয়া বন্দরের নিকটবর্ত্তী না হইলে ঐ পতাকাযুক্ত স্তম্ভটী নয়নগোচর হয় না। এই দ্বীপের উত্তর-প্রান্তে আর একটী গোলাকার পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের নাম পারল্। পারল্ পর্ব্বত বৃক্ষে পরিপূর্ণ; এবং উহার উপরেও আর একটী পতাকা আছে, তাহা বন্দরের উপরিভাগে কিয়দ্দূর না উঠিলে দৃষ্টি-

গোচর হয় না। "সুরী" নামক দুর্গ এই সকল পর্ব্বতের সমীপে অবস্থিত।

বোম্বাই নগরের পরিমাণ ফল ৯॥ বর্গক্রোশ; অত্রত্য বন্দরের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপদ স্থান ধরিলে ২৫ বর্গক্রোশ; আর সাল্‌সেট দ্বীপের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত ধরিলে প্রায় ৪০ বর্গক্রোশ হইবে। সে যাহা হউক একতঃ বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্ববর্ত্তী জলভাগ স্বভাবতই অতি মনোহর, তাহাতে আবার সম্মুখে করাঞ্জা, এলিফাণ্টা ও ডরউইড দ্বীপ থাকাতে এই স্থান পরম রমণীয় হইয়াছে। ডরউইড দ্বীপকে ব্রিটিষ নাবিকেরা বুচর দ্বীপ কহিয়া থাকে।

কোলাবা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে একটী আলোক-গৃহ আছে। নৌ-নেতাদিগকে সাবধান করিবার জন্য রজনীযোগে ঐ গৃহে আলোক প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই আলোটী ভূমিহইতে প্রায় এক শত হাত উর্দ্ধে অবস্থিত এবং তাহা অনেক দূরহইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখানকার বন্দরের প্রবেশদ্বারে ৩০ হস্ত পরিমিত জল থাকে। সেতু-পথদ্বারা যে স্থানে ওলড্ উমান দ্বীপ ও কোলাবা দ্বীপ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে তাহার নিকটে একটী পোত-নির্ম্মাণের স্থান আছে। জুয়ারের সময় ঐ স্থান জলপূর্ণ হয়। এখানে অনেক রণ-তরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তজ্জন্য, এবং এই স্থান বাণিজ্যের পক্ষে সর্ব্বাধিক সুবিধাশালী বলিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় স্থান অপেক্ষা এই নগর প্রশংসনীয়। সার্দ্ধৈক বৎসরের মধ্যে এখানে দুই খানি বৃহৎ কিংবা এক খানি বৃহৎ ও দুই খানি ক্ষুদ্র ব্রিটিষ রণতরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মলাবার ও গুজ-রাটের অরণ্যহইতে বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং অপরাপর স্থানহইতে প্রচুর পরিমাণে পাট এই স্থানে সমানীত হয়। প্রতি বৎসরেই এখানে রণতরির সংস্কার হইয়া থাকে। এখানকার সেগুণকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অর্ণবপোত ১৪-১৫ বৎসর পরিচালিত হইয়া পরিশেষে রণতরির নিমিত্ত ক্রীত ও সমধিক সুদৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হয়। "সার এডওয়ার্ড হজেস্" নামক একখান অর্ণবপোত আট বার পরিভ্রমণের পর পরিশেষে রণতরির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া-ছিল। ১৮৩৯ সালে যে রণতরিদ্বারা করাচী প্রদেশ উৎসন্ন হয়, তাহা এখানকার নির্ম্মিত। অল্পদিন হইল "যমুনা" ও "নর্ম্মদা" নামে দুই খানি অর্ণবপোত এখানে প্রস্তুত হইয়াছে।

বাণিজ্যোপযোগী বিবিধ দ্রব্য, অনুপম বন্দর, ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসকল থাকাতে এই নগর ইউরোপীয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে কত দূর উপকারী হইয়াছে তাহা বর্ণন করা দুষ্কর।

বোম্বাই দ্বীপের দক্ষিণ-প্রান্তে ওলড্ উমান দ্বীপের নিকট দুই ক্রোশ বিস্তৃত এক দুর্গ সংস্থাপিত আছে। ঐ দুর্গ দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত এবং পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি কামান-স্থান-বিশিষ্ট হও-য়াতে ইহার উপকূল-ভাগ বিশেষরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই দ্বীপের অপর দিক্-হইতে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিলে আর কোন নিবারণের উপায় ছিল না। তাহারা ক্ষণকাল গোলাবর্ষণ করিলেই এই নগর ভস্মীভূত হইয়া যাইত; কারণ এই নগরের গৃহ-সমুদায় ঘনসন্নি-বেশিত, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও উন্নত, এবং বারুদ-গৃহ সকল তাহার মধ্যস্থলে অবস্থিত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এই দুর্গের নিকট প্রকাণ্ড এক মাঠ, কামান-পথ ও অন্যান্য সদুপায়সকল পরিকল্পিত হওয়াতে আর কোন দিক্‌হইতে ইহাকে আক্রমণ করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে এই পুরাতন দুর্গের রাজপথ-সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল; কিন্তু এক্ষণে সমুদায় পরিষ্কৃত এবং সর্ব্বত্র উত্তম পয়ঃ-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে; তথা পরিশুদ্ধ পানীয় জল দূর-হইতে প্রণালীদ্বারা আনীত হওয়াতে ইহার অস্বা-স্থ্যকরত্ব দোষ অনেকাংশে পরিশোধিত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণরের বাটী তথাকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা। ঐ অট্টালিকার এক পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড স্তম্ভ, নানাবিধ কার্য্যালয়, সুবিস্তীর্ণ সভাগৃহ ও অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় আছে। দুর্গের মধ্যে অত্যুন্নত পূর্ব্বতন একটী উপাসনা-গৃহ আছে। তদ্ভিন্ন সম্প্রতি কোলাবা-দ্বীপের নিকট আর একটী চমৎকার গির্জা প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও দুইটী গবর্ণমেণ্ট বাসস্থান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার একটী পারেল পর্ব্বতের উপর ও অপরটী মলবার পর্ব্বতের উপর স্থাপিত।

১৮৪৫ সালের অক্‌টোবর মাসে এই নগরে একটী অগ্নিদাহ উপস্থিত হয়। ঐ অগ্নিদাহে প্রায় ৭০,০০,০০০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি এবং ১৯০ টা বাটী ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এড্‌ওয়ার্ড ডান্‌বর্‌স্ নামক তথাকার এক জন মাজিষ্ট্রেট প্রাণপণে অগ্নি-নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিলে, এই নগরকে আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর রণতরিহইতে নাবিকগণ এবং ঐ বন্দরস্থ পোত সমুদায়হইতে ইউরোপীয় নাবিকগণ প্রাণপণ-যত্নে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়া কত দূর মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ঐ ভয়ানক অগ্নিদাহের সময় একটী গৃহের নিম্নতল ভূরি-পরিমাণ বারুদে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ গৃহের উপরিতলে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে এই সমাচার শ্রবণমাত্র একদল খালাসী তৎক্ষণাৎ তথায় গমনপূর্ব্বক সেই বারুদরাশি বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিল। তাহা না করিলে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিত তাহা অনায়াসেই প্রতীতি হইতে পারে।

কলিকাতায় যে প্রকার হাই কোর্ট নামক বিচারালয় আছে, বোম্বাই নগরেও সেই রূপ একটী সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় আছে। ঐ বিচারালয়ে পার্লিয়ামেণ্টের মতানুসারে মহারাণীর নিযুক্ত পঞ্চ জন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্যাপি এক জনও এতদ্দেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েন নাই। পরন্তু প্রত্যাশা আছে যে কলিকাতায় পূর্ব্বে যেমত ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, ও সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র নিযুক্ত হইয়াছেন সেই রূপ বোম্বাই দেশীয় কোন হিন্দু তথায় বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইবেন।

এই নগর বিবিধ জাতিতে পরিপূর্ণ। ১৮৪৮ সালের গণনায় স্থির হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ব্রাহ্মণ, মুসল্‌মান, হিন্দু, পার্‌সী, ইহুদী, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, ইণ্ডোব্রিটন্, ইণ্ডোপোর্তুগীজ্, ইউরোপীয়, নিগ্রো, ও অন্যান্য জাতি সমুদায়ে ৫,৬৬,১১৯ লোক বিদ্যমান আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক থাকাতে এখানকার ব্যবসাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ভয়ানক দস্যুবৃত্তি প্রচলিত ছিল। দস্যুগণ অর্ণবযানহইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া অনায়াসে সাধারণ জনসমাজে বিক্রয় করিত। প্রায় ৩০—৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই রূপ অত্যাচার করিবার পর পরিশেষে ১৮৪৩ সালে দস্যুদিগের বিবরণ প্রকাশিত হয়, ও তাহারা ধরা পড়ে। সেই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

এখানকার জলবায়ু পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত্ত হওয়াতে এখানকার মৃত্যুসঙ্খ্যা প্রায় ইংলণ্ডের তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই নগর কলিকাতাহইতে পশ্চিমে ৫২০ ক্রোশ; মান্দ্রাজহইতে উত্তর-দক্ষিণে ৩২২ ক্রোশ; দিল্লীহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩৩৫ ক্রোশ, হাইদরাবাদহইতে উত্তর-পশ্চিমে ১২৫ ক্রোশ, এবং পুনাহইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

সর ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের জীবন-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে যিনি গবর্ণর্ জেনেরল পদে প্রথম অধিরূঢ় হইয়া অযোধ্যার বেগমদিগের সম্পত্তি অপহরণে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বীয় নাম চিরনিন্দনীয় করেন, যিনি রাজা নন্দকুমারের ফাঁসীর মূলীভূত হইয়াছিলেন, যিনি একাদশ বৎসর ভারতবর্ষ শাসনান্তর স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া বহুবিধ দোষে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির নাম ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্। তদীয় শাসন-কালে এতদ্দেশে গবর্ণর জেনেরলের যে এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়, সেই সভায় যিনি হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বনদ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিলেন, সেই সভ্যের নাম সর ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্।

আয়ার্লণ্ডের অন্তর্গত ডব্লিন্ নগরীতে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, ডাক্তর ফ্রান্সিস্, এক জন সুবিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত চিকিৎসক ছিলেন। ফ্রান্সিস্ উক্ত নগরীতে এক সামান্য বিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে সেণ্ট পোল নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংলণ্ডীয় প্রধানামাত্য হেনরি ফক্সের সাহায্যে সেক্রেটরি অফ ইষ্টেটের আফিসে এক সামান্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাদৃশ অপর কএকটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, অবশেষে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডীয় যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যালয়ে একটী চিরস্থায়ি-কর্ম্মে নিযুক্ত হন। নয় বৎসর পরে মিষ্টর্‌চামস্ ঐ কার্য্যালয়ে ডেপুটি সেক্রেণ্টরি পদে নিযুক্ত হইলে, ফ্রান্সিস্ আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া, এবং ক্রোধ ও ঈর্য্যার পরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারিকে ঘৃণা ও অমান্য করায় তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল, ইহা এস্থলে নির্ণয় করা সুকঠিন। পরন্তু তিনি যে কর্ম্মচ্যুত হওনভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ইহাই অধিকতর সম্ভাব্য।

ফ্রান্সিস্ যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যালয়হইতে নিঃসৃত হইয়া দেশ-বিদেশ-পরিভ্রমণ-মানসে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে গড্‌ফ্রে নামক এক জন প্রধান ব্যক্তির সমভিব্যাহারে স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, ও বেলজিয়ম, সুইজরলণ্ড, জরমনি এবং ইটালি প্রভৃতি কতিপয় দেশ ভ্রমণ করিয়া উক্ত সালের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন। তৎকালে পার্লিয়মেণ্ট নামক মহাসভার সভ্যেরা ভারতবর্ষে সুশাসন ও সুনিয়ম সংস্থাপন করণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বহুবিধ বাদানুবাদের পর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থ সাহেবের কল্পিত এক আইন প্রচলিত হয়। উক্ত আইনানুসারে বঙ্গদেশের গবর্ণর সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্ পদে নিযুক্ত হন, এবং তদীয় ক্ষমতা

লাঘব করণাভিপ্রায়ে এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়। উক্ত সভায় জেনেরল্ ক্লাবরিং, কর্ণেল মন্‌সন, মিষ্টর ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এবং মিষ্টর বারওএল, এই সভ্যচতুষ্টয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ফ্রান্সিস্ যদিও অপরিণত-বয়স্ক ছিলেন, তথাপি তদীয় বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পরিণেতার ন্যায় সতত প্রতীয়মান হইত, এবং চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি সভ্যগণ-মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

সভ্যগণ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দুস্তর জলধি অতিক্রম করত নিরাপদে ভাগীরথী-তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের নিকটস্থ হইবামাত্র দুর্গহইতে সম্মান-সূচক একোনবিংশ তোপ-ধ্বনি তাঁহাদিগের শ্রবণ কুহরে ক্রমশঃ নিনাদিত হইতে লাগিল। পরন্তু সম্মানসূচক তোপ-ধ্বনির সঙ্খ্যা ন্যূন বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ফ্রান্সিস্ দুর্নিবার ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদবধি তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের এক বিষম নির্দ্দয় শত্রু হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সম্মান এবং সুখ্যাতি নষ্ট করিবার মানসে অনুক্ষণ তাঁহার দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্বে ও আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হইয়া ফ্রান্সিস্ আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া হেষ্টিংসকে আপনাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচনায় সতত ঘৃণা ও অবহেলা করিতেন। ক্লাবরিং, মন্‌সন এবং ফ্রান্সিস্ এই সভ্যত্রয় একত্র মিলিত হইয়া হেষ্টিংসের দোষ সংস্থাপনজন্য বহুবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ এবং তৎপক্ষীয় বারওয়েল, প্রায় শৈশবাবধি এতদ্দেশে কালযাপনদ্বারা দেশীয় আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতি জ্ঞাত হইয়া যে সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম ছিলেন, ইহা তাঁহারা এক বারও মনোমধ্যে আন্দোলন করেন নাই।

হেষ্টিংসের দোষানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ফ্রান্সিস্ অনায়াসে নানাবিধ গুরুতর দোষ প্রকাশে সক্ষম হইলেন; এবং রাজ্যশাসন-জন্য হেষ্টিংস্ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ফ্রানসিস্ তৎসমুদায়কে প্রতারণাপূর্ণ বলিয়া সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফ্রান্সিস্ এবং তদীয় সহযোগী সভ্যদ্বয় প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি মিডিলটন্ সাহেবকে তৎকর্ম্মহইতে অপসারিত করিয়া, রোহীলার যুদ্ধ-প্রসঙ্গে হেষ্টিংস্ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই বিবাদ দৃষ্টে কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি অভিযোগের উপায় করিল। রাজা নন্দকুমার কএকটী দোষপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া কৌন্‌সলে পাঠ করিতে প্রার্থনা করিলেন। সভ্যগণ সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি তদীয় সম্মুখে গম্ভীরভাবে উক্ত লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ ইহাতে বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক নন্দকুমারকে ভর্ৎসনা করিয়া, সভ্যেরা তদীয় ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

হেষ্টিংস্ এবং ফ্রান্সিস্ এই উভয়ে যে তুমুল বিবাদ হইয়াছিল, তাহার সমুদয় বর্ণনে প্রয়োজন নাই। ফলতঃ হেষ্টিংস্ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন না, সুতরাং যে কোন মতে অভীষ্ট চরিতার্থ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না, এবং তাহাতেই ফ্রান্সিস্ তাঁহাকে বিরক্ত করিবার যথেষ্ট উপায় পাইতেন। অধিকন্তু ফ্রানসিস্ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তদীয় সপক্ষ সভ্যদ্বয়ের সাহায্যে হেষ্টিংসের হস্তহইতে

রাজ্যভার গ্রহণে সক্ষম হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে মনস্কামনা কোন মতে সিদ্ধ হয় নাই। হেষ্টিংস্ দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্য্য সহকারে পূর্ব্বমত রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন, সুতরাং তদীয় বিপক্ষ-পক্ষের চেষ্টাসকল নিষ্ফল হইল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনেরল্ ক্লাবরিং মানবলীলা সংবরণ করেন, এবং তদীয় মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কর্ণেল মনসনও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আয়ার কুট্ নামক সুবিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ ক্লাবরিঙের পদে নিযুক্ত হন। তিনি নিরপেক্ষ হইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জনজন্য সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন। তদনুসারে ফ্রান্সিস্ এবং হেষ্টিংস্ উভয়ে বিবাদ-পরিহারপূর্ব্বক সম্মিলনে সম্মত হন।

কিন্তু তাঁহাদের ঐ মিলন অত্যল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ফ্রান্সিস্ ও হেষ্টিংস্ পুনরায় পরস্পর বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। হেষ্টিংস্ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ফ্রান্সিসের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখের লিপির উত্তর পশ্চাদ্রূপে প্রদান করিয়াছিলেন—"আমি ফ্রান্সিসের অঙ্গীকারে কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, কারণ তিনি আপন অঙ্গীকার আপনি রক্ষা করিতে অক্ষম; তাঁহার গার্হস্থ্য ব্যবহার যেরূপ নিন্দনীয়, তাঁহার সাধারণ স্বভাবও তদ্রূপ।" ফ্রান্সিস্ এতাদৃশ উত্তর প্রাপ্তিতে ক্রোধানলে হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইলেন, এবং এক দিন কৌন্সলের সভা ভঙ্গের পর হেষ্টিংস্‌কে নির্জ্জনে ডাকিয়া, স্থান ও সময় নিরূপণ-পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আগষ্ট মাসের ১৭ই অরুণোদয়-কালে আলিপুরের বেল্‌বিডিয়র উপবন-নিকটবর্ত্তী স্থানে হেষ্টিংস্ এবং ফ্রান্সিস্ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ফ্রান্সিস্ হেষ্টিংসের পিস্তলদ্বারা আহত হইয়া অচেতন-প্রায় ভূতলে পতিত হইলেন। ঐ আঘাতে তিনি অতিশয় ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অবশেষে ভিষগ্দিগের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের পর, তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে অর্ণবপোতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে কিয়দ্দিন আবদ্ধ ছিল, তজ্জন্য তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। রাজা এবং রাজ্ঞী তদীয় আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সাদরসম্ভাষণ পুরঃসর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ডাইরেকটর্গণও তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া ভারতবর্ষীয় শাসনবিষয়ক সকল সমাচার অবগত হইলেন। ভারতবর্ষে যে সকল অনিয়ম ও অব্যবস্থাদ্বারা বিশৃঙ্খলতা ও অহিতাচার হইত, এবং হেষ্টিংসের শাসনসময়াবধি প্রজাবর্গের যে সকল ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, তৎসমুদায় এক বিস্তীর্ণ পত্রে প্রকটন করিয়া ফ্রান্সিস্ তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। ফলে তিনি ইংলণ্ডে নরপতির, তথা সর্ব্বসাধারণ জনগণের, বিশেষতঃ মিষ্টর বর্কের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন।

ফ্রান্সিস্ স্বদেশে হেষ্টিংসের বিপক্ষতাচরণে বিরত হইতে পারিলেন না। তিনি মেকিণ্টস্ নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের অত্যাচার এবং কুশাসন সম্বন্ধীয় এক পুস্তক প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। মেকিণ্টস স্কটলণ্ড দেশীয় এক সামান্য কৃষকের সন্তান ছিলেন। তিনি ফ্রান্সিসের অনুরোধে "ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত" নাম এক পুস্তক প্রচার করেন। তাহাতে হেষ্টিংসের নিন্দাবাদ এবং ফ্রান্সিসের প্রশংসাবাদ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সিস্ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়মেণ্ট মহাসভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং যদিও বাক্পটুতা ও সদ্বক্তৃতাতে সক্ষম ছিলেন না, তথাপি চতুরতা-প্রকাশ-পূর্ব্বক উক্ত গুণসকলের অভাব গোপন করিয়া সর্ব্বদা সদ্বক্তার অভিমান রক্ষা করিয়াছিলেন। পার্লিয়মেণ্ট সভায় প্রবেশ করিবার কিছু দিন পরেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ ও সদ্বক্তা পিট সাহেবের বিরক্তির ভাজন হন, এবং তৎপ্রযুক্ত সেই মহাশয় ব্যক্তির জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কোন রূপ রাজকীয় সম্মান লাভে সক্ষম হন নাই।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি এক ঘোর বিপদে পতিত হন। পার্লিয়মেণ্ট মহাসভার কতিপয় সভ্যেরা তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার মানসে এক কমিটী স্থাপন করেন। উক্ত কমিটীদ্বারা দোষানুসন্ধানের পর হেষ্টিংসের নামে পার্লিয়মেণ্ট সভায় অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ-সম্বন্ধে বর্ক সাহেব এবং অন্যান্য সভ্যেরা যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ফ্রান্সিস্ তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি সাহায্য করেন। ফ্রান্সিস্ যদিও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে সক্ষম ছিলেন না, তথাপি অনেক বিষয় সুচারুরূপে বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের বাদানুবাদ হইলে তাঁহার মত সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি দাস-ক্রয়-বিক্রয়-বিষয়ে নিতান্ত বিরোধী ছিলেন; এবং স্বয়ং ক্ষতি স্বীকার করিয়াও উক্ত নির্দয় বহুদোষাকর প্রথা নিবারণ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্ পদ-প্রাপ্তির জন্যও বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। পরন্তু তিনি ফক্স্ এবং বর্কের সহিত বন্ধুতাভাবে সহবাস করিতেন, এবং ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড গ্রেন্‌বিলের অনুরোধে নরপতির নিকটহইতে "নাইট অব্ দি বাথ" নামক এক সম্মান-সূচক পদ প্রাপ্ত হন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সিস্ ক্লেশকর পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। সমাধি-ক্রিয়া মর্টলেক নামক গির্জ্জার প্রাঙ্গণে অতি গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি দুইটী কন্যা ও একটী সন্তান রাখিয়া তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সিস্ কোন মতে মহৎ নামের অধিকারী নহেন। তিনি আত্মাভিমানে স্ফীত ও মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শঠতা ও প্রবঞ্চনা তাঁহার সঙ্গীস্বরূপ এবং ন্যায় বিরুদ্ধতা তাঁহার পন্থা স্বরূপ হইয়াছিল। পরন্তু তিনি চতুরতা ও কার্য্য-দক্ষতা গুণে সকল কর্ম্ম উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম ছিলেন; এবং এতদ্দেশে হেষ্টিংসের অত্যাচারের প্রতিরোধদ্বারা প্রজাদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে হেষ্টিংসের অভিযোগের তিনি একটি প্রধান কারণ ছিলেন, এবং সেই অভিযোগে হেষ্টিংসের দুশ্চরিত্রের কথা ও এখনকার রাজকার্য্যের দোষসকল প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতে রাজ্য-প্রণালীর অনেক দোষ সংশোধিত হয়। তাঁহার স্বপক্ষেরা কহে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অত্যাচারী শঠ ও ধূর্ত্ত ছিল, এবং তাহাদিগের দমনের নিমিত্ত তিনিও তাহাদের অস্ত্র স্বীকার করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ভদ্রের কর্ত্তব্য নহে। যদি তিনি ঐ সাধুবিগর্হিত অসদুপায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা সৎপথের পান্থ হইতেন, তাহা হইলে প্রগাঢ় অনুরাগের পাত্র হইয়া সকলের মনোমন্দিরে দেদীপ্যমান রহিতেন।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

"পুরাণ রত্নাকর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বিষ্ণুপুরাণ। শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন-কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।" আমরা এই অভিনব পুস্তকের প্রথম তিন খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ সম্পূর্ণ আছে। ঐ পুরাণের অবশিষ্টাংশসকল মুদ্রিত হইলে অনুবাদক মহাশয় ক্রমশঃ অপরাপর পুরাণ প্রকটন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থের নাম বিষ্ণুপুরাণ না রাখিয়া "পুরাণ রত্নাকর" রাখিয়াছেন। পরন্তু তিনি অষ্টাদশ পুরাণের সমুদায় ছাপাইতে না পারিয়া কেবল দুই চারি খানি পুরাণ বঙ্গভাষায় প্রকটিত করিতে পারিলে সাধারণের বিশেষ উপকার করিবেন, সন্দেহ নাই; তদভাবে কেবল বিষ্ণুপুরাণ খানি সম্পূর্ণ করিলেও প্রশংসার ভাজন হইবেন, অতএব আমরা তাঁহার অনুমোদন করিতেছি, এবং বিদ্যানুরাগী সর্ব্বসাধারণ জনগণ এই পুস্তক গ্রহণদ্বারা অনুবাদকের শ্রম সফল করুন এই অনুরোধ করিতে প্রস্তুত আছি। পরন্তু এই স্থলে বক্তব্য হইয়াছে যে বিদ্যারত্ন মাহাশয় গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ না করিলে তাঁহার পুস্তক কদাপি সমাদরণীয় হইবেক না। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি এই খণ্ডের অনুবাদ কালে মূলগ্রন্থের অন্যথা না করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সমন্বয় রাখিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই, এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, সর্ব্বপ্রধান পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন ও দুরূহ স্থলসমুদায়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।" পরন্তু আমাদিগের বক্তব্য হইয়াছে যে বিদ্যারত্ন তর্কবাগীশ মহাশয়দিগের সমবেত-পরিশ্রম তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহাদের অনুবাদ অনেক স্থলে মূলগ্রন্থের ভাষ্য বলিলে বলাযায়, কোন মতে অবিকল অনুবাদ বোধ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা তাঁহাদের প্রথম তিন পঙ্ক্তির উল্লেখ করিতে পারি; তাহাতে লিখিত আছে—

"পুরাণকর্ত্তা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সনাতন বিষ্ণুর স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে কহিয়াছিলেন" ইত্যাদি। পরন্তু ঐ বাক্যগুলি কোন প্রাচীন পুস্তকে নাই, এবং প্রতীত হইতেছে যে তাহা অনুবাদকের স্বকপোল কল্পিত আভাস; উহা মূলের সহিত একত্র করা কোন মতে বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই। এই ক্ষণকার পাঠকেরা প্রাচীন গ্রন্থের অবিকল প্রতিরূপ দেখিতে চাহেন; তদন্যথায় কাশীদাসী অনুবাদের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রাচীন কিঞ্চিৎ আধুনিক বাক্য একত্র করিয়া ছাপাইলে সমুদায়ই হেয় হইয়া উঠে। অপর এই আভাসই যে দূষণীয় হইয়াছে এমত নহে। শ্লোকের অনুবাদেও বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক অপ্রয়োজনীয় স্বকপোলকল্পিত কথার যোজনা করিয়াছেন তাহা মূলের অনুযায়ীও নহে ও কোন মতে বিহিতও নহে। ইহার প্রমাণার্থে আমরা প্রথম শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিতে পারি, তদ্যথা—

জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ ॥ ১ ॥

যদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্ম্মি-সৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদিজগৎপ্রপঞ্চঃ স নোঽস্তু বিষ্ণুর্মতিভূতিমুক্তিদঃ ॥ ২ ॥

ইহার অবিকল অনুবাদ এই রূপ হইলে প্রকৃতের রক্ষা হয়; যথা—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমার জয় হউক। হে বিশ্বভাবন, তোমাকে নমস্কার।

হে হৃষীকেশ, হে মহাপুরুষ, হে পূর্ব্বজ, তোমাকে নমস্কার।"

"যিনি সৎ ও ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম, যিনি ঈশ্বর, যিনি পুরুষ, যিনি ত্রিগুণের ঢেউদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের লয়স্বরূপ, যিনি প্রধান-বুদ্ধ্যাদি জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমাদিগের বুদ্ধি ধন ও মুক্তিদাতা হউন।"

এই স্বল্প কথা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যারত্ন লেখেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই চরাচর-সম্বলিত সমুদায় জগৎ তোমাহইতে সৃষ্ট হইয়া তোমারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে; তুমি বিশ্বভাবন, হৃষীকেশ, নিত্য, অক্ষর, পরব্রহ্ম, ঈশ্বর ও প্রধান পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। তুমিই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিতেছ, এবং তোমাহইতেই চতুর্বিংশতি-তত্ত্বসম্বলিত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব তুমি আমাদিগের বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি প্রদান কর।"

এই রূপ অনুবাদে প্রকৃতের হানি বই কদাপি উপকার হইতে পারে না? পুস্তকের অন্যত্র এই রূপ সন্দেহ জনক অযথাযথ অনুবাদ অনেক আছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার পরিহার-পূর্ব্বক সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করিলে সহৃদয়দিগের প্রীতিভাজন হইবেন, এবং তাঁহার গ্রন্থ দেশের উপকারজনক হইবেক। তদন্যথায় তাঁহার পরিশ্রম অনেকাংশে বিফল হইবে। এ বিষয়ে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত আপনার আদর্শ স্বীকার করুন; তাহা হইলে আর তাঁহার ভ্রমের আশঙ্কা থাকিবে না।

২। "কাব্যমঞ্জরী। প্রথমভাগ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।" ৫১ পৃষ্ঠা পরিমিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—

"এই পুস্তকে চতুর্দ্দশটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তৃতীয়, দশম ও একাদশ, এই তিনটী কবিতা এবং চতুর্থের কোন কোন অংশ ইংরাজিহইতে সঙ্কলিত; অবশিষ্টগুলি নূতন রচিত হইয়াছে। এই পুস্তক যে বিদ্যালয়স্থ বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। এক্ষেণে যদি কাব্যমঞ্জরী সহৃদয় পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদায়িনী হয়, তাহা হইলে আমি সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।" কবিতা গুলি পাঠে বোধে হয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কাব্য-রচনায় নূতন রতি; পরন্তু তাঁহার পদ্য গুলি যে নিতান্ত অপ্রিয় নহে তাহা পাঠকবৃন্দ নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তে বিজ্ঞাত হইবেন।

কাব্য দেবী।

"জননী গো ঠেলনা চরণে।
কৃপাদৃষ্টি কর অকিঞ্চনে।
তব পদাশ্রিত দাস, হইতে সর্ব্বদা আশ,
এ মূঢ় পামর করে মনে॥
শিশুকাল হোতে সাধ মনে,
সুরেন্দ্রবন্দিনী বরাননে!
পূজিয়া বিমলপদ, জিনি ফুল্ল কোকনদ,
লভিব মা বাঞ্ছিত রতনে॥

গাঁথি নব মালা সুকৌশলে।
দোলাইব তব চারু গলে।
ভ্রমর ভ্রমরী সহ, গুঞ্জরিবে অহরহ,
মোহিত হইয়া পরিমলে।
ধন্য ধন্য তোমার মহিমা।
কার সাধ্য দিতে পারে সীমা।
তব কৃপাবলোকনে, কাতর দরিদ্রগণে,
রচিয়াছে কাব্য মধুরিমা॥

তব কৃপা হয় যেই জনে।
বল তার কি ভয় মরণে।
সে জন অমর ভবে, চিরকাল যশ রবে,
অবহেলি দুরন্ত শমনে ॥

বরদে! দেহ গো বর দাসে।
বাঁধে যেন মন প্রেমপাশে,
ও অতুল পাদপদ্ম, সুখ মধুরতাসদ্ম,
মাতঙ্গ যেমতি লতা ফাঁসে ॥

কৃপাময়ী বচন ঈশ্বরী।
পদছায়া দেহ কৃপা করি।
আমি মা পামর অতি, আপনার গুণে সতী,
দূর গো দুর্গতি শুভঙ্করী ॥"

৩। "কর্ত্তব্যোপদেশ। শ্রীনরনারায়ণ রায় প্রণীত।" এই পুস্তকখানি গদ্যপদ্যে মিশ্রিত, এবং বালকদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে ইহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী অধীন প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের প্রতি কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে কএকটি কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ করা হইয়াছে। ঐ উপদেশ গুলি বালকদিগের সুপাঠ্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিলাম। অধিকন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ঐ যন্ত্রে ইদানীন্তন অনেক গুলি সুপুস্তক প্রকটিত হইতেছে, অতএব তাহারও প্রশংসা কর্ত্তব্য। ফলে সম্প্রতি ঢাকা কালেজে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষার বিশেষ অনুমোদন করিতেছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে প্রেসিডেন্সী কালেজে শিক্ষিত এতন্নগরীয় মহাশয়দিগকে শিথিল বলিলে বলা যায়; এবং যেহেতু মাতৃভাষায় অনুরাগ প্রকৃত সভ্যতার এক প্রধান চিহ্ন, অতএব আমরা ঢাকাস্থ সহৃদয়দিগের ধন্যবাদ করিতেছি।

৪। "চীনের ইতিহাস; অতীব প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।" এই গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদরণীয়, যেহেতু অতি প্রাচীন ও জগদ্বিখ্যাত চীন-রাজ্যের ইতিহাস-বিষয়ে বঙ্গভাষায় এই প্রথম গ্রন্থ, এবং ইহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছে। অপর ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের অবহেলা করিয়া থাকেন বলিয়া সভ্য-সমাজে তাঁহাদিগের এক গুরুতর নিন্দা আছে। তাহার অপনোদন করা হিন্দু সুশিক্ষিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, এবং ইতিহাস রচনা ও তৎপাঠে অনুরাগই তাহার অপনোদনের একমাত্র উপায়; সুতরাং বঙ্গভাষায় যত ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, ততই মঙ্গল; এই বিবেচনায়ও আমরা এই গ্রন্থের বিশেষ অনুমোদন করি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪২ খণ্ড
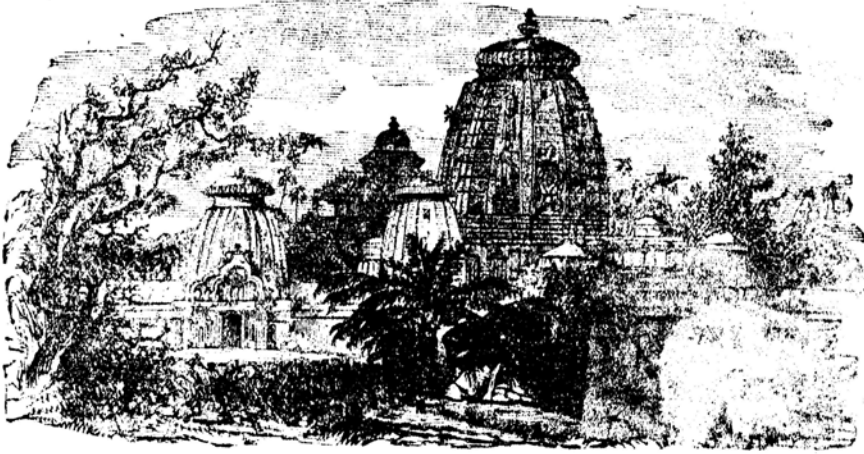
ভুবনেশ্বরের মন্দির।

ভুবনেশ্বর নগর।

উৎকলদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতে পবিত্র প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত আছে। এই প্রদেশে অসঙ্খ্য দেবালয় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে হরক্ষেত্র, বিষ্ণুক্ষেত্র পদ্মক্ষেত্র ও পার্ব্বতীক্ষেত্র, এই চারি স্থান দেবালয়ে পরিপূর্ণ ও সমধিক কৌতুকাবহ। এই সমুদায় স্থান দর্শন বা ইহার সমালোচন করিলে পূর্ব্বকালের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গৃহনির্ম্মাণাদি বিষয়ের শিল্পনৈপুণ্য বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত চারি ক্ষেত্রের মধ্যে হরক্ষেত্রে এক মহাদেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম, "লিঙ্গরাজ-ভুবনেশ্বর।" ঐ নামানুসারে যে প্রদেশে তাহা আছে তাহাও ভুবনেশ্বর নগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই নগরে প্রাচীন ভূপতিদিগের সংস্থাপিত অত্যুন্নত ও প্রাচীন মন্দিরসকল অদ্যাপি ইহার সমৃদ্ধির সাক্ষী প্রদান করিতেছে। ললাটেন্দুনামা এক জন কেশরিবংশীয় নরপতি এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি খ্রীষ্টীয় ৬১৭ অব্দহইতে ৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত এখানকার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কেশরি-

বংশীয় ভূপালগণের শাসন-সময়ে এই নগর এত অসঙ্খ্য দেবালয়ে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল যে ভারতবর্ষমধ্যে ইহা একটী প্রধান জনপদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরই এখানকার প্রধান দেবালয়। এই মন্দিরের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে. একেবারে ৪০-৫০ টীরও অধিক দেবালয় নেত্রপথে নিপতিত হয়। এখানকার অধিবাসিরা কহিয়া থাকে যে, পূর্ব্বকালে এই ভুবনেশ্বর নগরের মধ্যে সপ্ত সহস্র অপেক্ষা অধিক সঙ্খ্যক মহাদেব-মন্দির নির্ম্মিত ছিল। এক্ষণে সমুচিত যত্ন না থাকাতে যদিও ঐ সকল দেবালয় ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে, তথাপি অবশিষ্টাংশ অবলোকন করিলে বোধ হয় যে এককালে এই নগরের সমৃদ্ধির সময় ইহাতে অসঙ্খ্য শিবলিঙ্গ ও শত শত দেবমন্দির [illegible] ছিল। জগতের কি আশ্চর্য্য গতি! [illegible] য নগরে সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং যে সকল দেবালয় অত্রত্য সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত, তাহাও এক্ষণে স্তূবাকার প্রস্তর-রাশিতে পরিণত ও নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে!

এই নগরে কেবল অধিক সঙ্খ্যক দেবালয় থাকাতেই ইহা বিশেষ বিখ্যাত ও বিস্ময়াবহ হইয়াছে তাহা নহে; এখানকার মন্দিরের শিল্প নৈপুণ্যও অতি চমৎকার। ঐ সকল মন্দিরের আকৃতি, গঠনপ্রণালী, ও বিবিধ বিভূষণ দর্শন করিলেও মন একেবারে বিস্ময় ও হর্ষরসে আর্দ্র হয়। মন্দিরগুলি এই নগরের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-হইতে আনীত বিবিধ প্রকার প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, এবং সকলেরই শিখরদেশ গোলাকার। ঐ দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর ছিল, তাহা এক্ষণে গতপ্রায় হইয়াছে। অত্রত্য সাধারণ মন্দিরের ঔন্নত্য ৩০-৪০ হাত এবং অপেক্ষা কৃত বৃহৎ গুলির উচ্চতা এক শত হস্তের ন্যূন নহে। কোন কোন-টীও বা এক শত বিংশতি হস্ত পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক এই দেবালয় গুলি এত উন্নত ও প্রশস্ত, তথাপি ইহার মধ্যে একটাও কাষ্ঠের কড়ী নাই। যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কেবল সে স্থানে লৌহকড়ী বা লৌহস্তম্ভ প্রদত্ত হইয়াছে; নতুবা সমুদায়ই প্রস্তরময়। এখানকার পূর্ব্বতন স্থপতিগণ খিলান করিবার প্রণালী অবগত ছিল না; এই জন্য দুই পার্শ্বহইতে উপর্য্যুপরি একটু একটু বহিষ্কৃত করিয়া প্রস্তর সাজাইয়া পরিশেষে যখন শিখরদেশ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিত তখন তাহার উপর একখানি বৃহৎ প্রস্তর প্রদান করিয়া খিলানের কার্য্য সমাধা করিত। নির্ম্মাণের এরূপ চমৎকার কৌশল যে মন্দির গুলির চতুষ্পার্শ্বে পর্য্যায় ক্রমে একটী বৃহৎ ও একটী করিয়া ক্ষুদ্র পল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া শিখরদেশের নিকট পরস্পর সংযুক্তপ্রায় হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভুবনেশ্বরমন্দিরের বহির্ভাগ নানাপ্রকার খোদিত মূর্ত্তিদ্বারা বিভূষিত; এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাঙ্গণভূমি সমুদায় বৃষ, শিবলিঙ্গ, গণেশ, হনুমান, হরপার্ব্বতী, দুর্গা, কালী ময়ূরারোহী কার্ত্তিক, কুমারী, নরসিংহ ও বামন অবতারের মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। এই মন্দিরের ভিত্তির মধ্যভাগের প্রস্তর পরিষ্কৃত নহে; কিন্তু ঐ ভিত্তির গাত্র চিক্কণীকৃত; তাহার উপর কোন স্থানে একটী কোন স্থানে বা কতগুলি অপ্সরোমূর্ত্তি, কোথায়ও বা হরপার্ব্বতী দণ্ডায়মান ও কোথায়ও বা উপবিষ্ট; কোন স্থলে বা হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধৃগণ খোদিত আছে; দেখিলে বোধ হয় যেন যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে অথবা রাজকীয় মঙ্গল

কার্য্যোপলক্ষে সুসজ্জিত হইয়াছে। কোথায় বা অতি কৌতুকাবহ মুখশ্রী-সম্পন্ন কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তিসকল বিন্যস্ত হইয়াছে; এবং কোন কোন স্থলে বা গম্ভীরাকৃতি শান্তস্বভাব মুনিগণ শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রত্যেক মন্দিরের দ্বারদেশোপরি নবগ্রহের মূর্ত্তি খোদিত আছে।

এই ভুবনেশ্বর নগর কিংবা এই প্রদেশের সমুদায় মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী একরূপ। এই জন্য ভুবনেশ্বরের একমাত্র বৃহন্মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিলেই, অপরাপর সমুদায় মন্দিরের আকার অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব এই প্রস্তাবের শিরোভাগে কেবল লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চিত্র মুদ্রিত করা গেল। ঐ দেবালয় বাটী চতুষ্কোণ; এবং ইহার চতুর্দ্দিকেই প্রাচীর আছে। প্রত্যেক দিকের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য চারি শত হস্ত। ইহার পূর্ব্বদিকে যে প্রবেশদ্বার আছে তাহার উভয় পার্শ্বে পক্ষযুক্ত দুইটী ভীষণাকার সিংহমূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে। ঐ মন্দিরের ঔন্নত্য এক শত বিংশতি হস্ত। ইহার ভিত্তিতে অর্দ্ধ গোলাকৃতি অতি বিস্তীর্ণ ১৬ যোলটী পল আছে। ঐ পল গুলি পর্য্যায় ক্রমে একটী বৃহৎ ও একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং একেবারে অলিন্দের উপরহইতে মন্দিরের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া সকল গুলি বক্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে; কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত হয় নাই। উহার গলদেশ গোলাকার তদুপরি আটটী সিংহমূর্ত্তি আছে। ঐ সিংহের পৃষ্ঠদেশে শিরোবেষ্টনের ন্যায় গোলাকার এক খণ্ড প্রস্তর অবস্থাপিত হইয়াছে। সেই প্রস্তরের উপর আবার আর এক খণ্ড গোলাকার প্রস্তর প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ প্রস্তরখণ্ডের আকৃতি আমলকী ফলের ন্যায় বর্তুল বলিয়া উহাকে "আমলা শিলা" কহে। অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা-সম্পাদনের নিমিত্ত ঐ আমলা শিলার উপর আবার দুই খানি শানকির মত প্রস্তরখণ্ড উপর্য্যুপরি বিপরীত ভাবে আছে। অপরাপর মন্দিরে তাদৃশ কএক খানি প্রস্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ প্রস্তর খানির যে রূপ বিস্তার হয়, তদনুসারে কখন উহার উপর একটী লৌহ শলাকা কখন বা বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। উৎসবের সময় উপস্থিত হইলে ঐ শলাকা বা বিষ্ণুচক্রের উপর পাণ্ডারা পতাকা প্রদান করিয়া থাকে। লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিম্নভাগহইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে সিংহের আকৃতি সকল খোদিত আছে। তাহাদিগের আস্যদেশ অতি অদ্ভুত। পৃথিবীর কোন প্রাণীর সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। সিংহমূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তরগুলির মূল মন্দিরের ভিত্তির সহিত সংযুক্ত; কিন্তু মূর্ত্তি গুলি অসংলগ্ন ও বহির্ম্মুখ আছে। পাঠকগণ অস্মদ্দেশের রথযাত্রার সময় অশ্ব যেরূপে রথে সংযুক্ত থাকে তাহা স্মরণ করিলেই ঐ প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দেবালয়ের পূর্ব্বদ্বারে দুইটী সিংহমূর্ত্তি আছে; ঐ মূর্ত্তিদ্বয় অতিশয় বৃহৎ ও ভীষণাকার, এবং উহার পদদ্বয়ের মধ্যে মাতঙ্গের মূর্ত্তি আছে।

ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের অভিমুখে আর একটী অট্টালিকা আছে তাহাও মন্দিরের ন্যায় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত ও নানাপ্রকার দেবমূর্ত্তিতে সুসজ্জিত। সন্ন্যাসিগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তিরও পূজা করিয়া থাকে। উৎকলদেশের ঐ সকল মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখস্থিত লাটমন্দিরসকল অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। সম্মুখস্থ অট্টালিকাকে উড়েরা "জগন্মোহন" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। জগন্মোহনের সম্মুখে যে আর একটী চতুষ্কোণ গৃহ আছে তাহার নাম "ভোগমণ্ডপ।" ঐ গৃহে ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণের ভোগ

প্রস্তুত হইয়া নিবেদিত হইলে পাণ্ডা ও আগন্তুক লোকসকল ভক্তিসহকারে তাহা ভোজন করে।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ভুবনেশ্বরের বাটীর মধ্যে অন্যান্য অনেক মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরস্থিত দেবগণেরও পূজা হইয়া থাকে। তাহার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ সমুদায় মন্দিরই কার্ণিস, স্তম্ভ, মনুষ্য, সর্প, পশু, পুষ্প ও দেবতাপ্রভৃতি বিবিধ ভাস্কর কার্য্যে পরিপূর্ণ। তৎসমুদায় দর্শন করিলে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া বা কি উদ্দেশে সে সকল খোদিত হইয়াছে তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বৃহন্মন্দিরের মধ্যদেশে ভিত্তির গাত্রে একত্র কতগুলি সুসমৃদ্ধ চিহ্ন খোদিত আছে। এখানকার ব্রাহ্মণেরা সে সকলকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

যাহা হউক ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী অতি চমৎকার ও প্রাচীন। ইতিহাসগ্রন্থে এবং লোক পরম্পরা ইহার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বহুকাল পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। অপর উহার গাত্রে এক বিজক খোদিত আছে তাহাতে লিখিত আছে যে উহা ললাটেন্দুকেশরী রাজার আজ্ঞায় ৫৮৮ শকাব্দে (৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বিজক যথা,

“গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসদঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥”

ভুবনেশ্বরের মন্দির ভিন্ন আর সমুদায় মন্দিরই উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে। খুরদার রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা এখানকার ব্রাহ্মণগণকে যে ভূমি প্রদান করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে তাহার উপসত্ত্বেই অতি সামান্যরূপ সেবাকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রহইতে এই নগর অতি দূরবর্ত্তী নহে। অস্মদ্দেশীয় যাত্রিকগণ যখন পুরুষোত্তম-দর্শনে গমন করে তখন অনেকে ভুবনেশ্বর-দর্শন করিতেও গমন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে বহুসঙ্খ্যক দেশীয় লোক সমবেত হইয়া এখানে একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটে কেশরিবংশীয় দুইটী বিস্তৃত রাজভবন ছিল, তাহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের উত্তরদিকে একটী সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা আছে, তাহাকে “বিন্দুসাগর” বলিয়া লোকে উল্লেখ করে। দীর্ঘিকাটী দেখিতে অতি মনোহর। ইহার এক দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরশ্রেণী। মন্দিরগুলি উর্দ্ধে এত উন্নত যে তাহার মধ্যে একটী লোক অনায়াসে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারে। বহুকাল অতীত হইল ৬০ ষটি সঙ্খ্যক সন্ন্যাসিনী ঐ সকল ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দেবীর উপসনায় জীবিতকাল ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের অপরাপর আশ্চর্য্যের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যক। ঐ মূর্ত্তির নাম “ভাস্করেশ্বর।” ভাস্করেশ্বরের মূর্ত্তি একখানি বৃহৎ প্রস্তরহইতে খোদিত। উহার কিয়দংশ গহ্বরের মধ্যে কিয়দংশ উর্দ্ধে অবস্থিত, কিন্তু তাহা তাদৃশ আশ্চর্য্যজনক নহে।

কটকস্থ

উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায়
শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের
বক্তৃতা।

“আমাকে এ সভার প্রধান আসনে আহূত করা শোভনীয় হয় নাই, যেহেতু আমি এ-দেশীয় মনুষ্য নহি; বিশেষতঃ এ সভার উদ্দেশ্য উৎকল ভাষার উদ্দীপন, সুতরাং তদ্ভাষাতেই ইহার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হওয়া বিধেয়; আমি বিদেশীয়

লোক, উৎকল-ভাষা-কথনে আমার তাদৃশ পটুতা নাই, অতএব এরূপ স্থলে অযোগ্য-পাত্রে নিরতিশয় সম্মান প্রদত্ত হইতেছে। পরন্তু যদ্যপি আপনারা আমাকে আমার মাতৃভাষায় কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করণে অনুমতি দেন. তবেই আমি এ গৌরবাস্পদ-আসন-গ্রহণে সাহস করিতে পারি।”—

(উপস্থিত সভ্যেরা বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করণে অনুমতি দিলেন)

বক্তৃতা।

“উৎকল-ভাষা এবং বঙ্গভাষার মধ্যে তাদৃশ বিভিন্নতা নাই, একথা সকলেই অবগত আছেন। সকল ভাষারই ভিত্তি এবং পত্তন স্বরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়া,—এই চতুর্ব্বিধ ভাষামূল উৎকল এবং বঙ্গভাষায় প্রায় একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিগত প্রত্যয়সকল এক প্রকার না হইবাতে প্রভেদ বোধ হইয়া থাকে। অপর, বিশেষণ ও বিশেষ্য বাচক শব্দসকলের উচ্চারণও প্রায় এক প্রকার, তবে এদেশে অদন্ত শব্দাবলী যথাক্রমে উচ্চারিত হয়, আমাদের দেশে ঐ অদন্ত স্থলে হসন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর উৎকলে বহুতর শব্দের অন্তে বা মধ্যে ‘ল’ বর্ণ বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হয়। পরন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার ‘ল’ কিছু উৎকল দেশে সৃষ্ট হয় নাই; দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণ দেশে তাহা প্রচলিত আছে, এবং ফ্রান্সীয় কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত বর্ণ বেদ-মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অধুনা আর্য্যাবর্ত্তে অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর ও মধ্য দেশের অনেকাংশে ইহার লোপ হইয়াছে, সুতরাং উৎকলীয় লোকের মুখে উক্ত বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া উত্তরস্থ লোকেরা “উড়িয়া কড় মড়” বলিয়া উপহাস করেন। ফলতঃ উপহাসের কোন বিষয় দেখা যায় না। ললিত অর্থাৎ শ্রুত মধুর বর্ণমধ্যে ‘ল’ বর্ণটী প্রধান, তাহার অন্যতর উচ্চারণ দেশভেদে বিলুপ্ত; সুতরাং ললিত বোধ হয় না। যে বর্ণ আমাদিগের কণ্ঠ শ্রেষ্ঠে উচ্চার্য্য তাহাই কঠোর বোধ হয়। বিশেষতঃ ‘ল’ বর্ণের আদ্যতালব্য, উচ্চারণ-সুমধুর এবং অনায়াসে রসনাদ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে; এই জন্যেই আমাদিগের শ্রুতি-বিবরে উৎকলে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণ মিষ্ট বোধ হয় না, গীতগোবিন্দে বর্ণিত “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,” এই পদ আবৃত্তি-সময়ে কবির অভিপ্রেত অনুপ্রাস ভঙ্গ করিয়া উৎকলীয় পণ্ডিতেরা তিনটী ল এক প্রকার এবং অপর চারিটী ল অন্য প্রকারে উচ্চারণ করিবেন, ইহা বিশুদ্ধ হইলেও আমাদিগের নিকট ললিত বোধ হয় না।

পরন্তু উৎকলীয় সর্ব্বনাম-সমূহ যেরূপ সংস্কৃতমূলহইতে উৎপন্ন, বঙ্গীয় সর্ব্বনামসকলও তন্মূলহইতেই প্রজাত;-বরং উৎকলীয় ‘আম্হ’ ‘তুম্হ’ প্রভৃতি সর্ব্বনাম অবিকল প্রাকৃত; বঙ্গীয় সর্ব্বনাম ‘আমি’ ‘তুমি’ সবিশেষ অপভ্রংশ-দশাপ্রাপ্ত। তৃতীয় পুরুষের এক বচনে সংস্কৃত ‘সঃ’ হইতে ‘সে’ উৎপন্ন হয়; ইহা উৎকল এবং বঙ্গভাষায় একাকারেই বর্ত্তমান; কিন্তু বঙ্গভাষাতে ইতরাভিধান স্থলেই ব্যবহৃত, গৌরবোক্তি স্থলে বাঙ্গালায় তৎহইতে তিনি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অপর, কৃ; ভু, স্থা, এবং গম্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতুহইতে উৎকল ও বঙ্গভাষায় অশেষবিধ ক্রিয়ার বিশেষার্থ প্রকাশ করে; কিন্তু বঙ্গাপেক্ষা উৎকলে ক্রিয়ার বিভক্তিসকল অনেকাংশে অদ্যাপি পূর্ব্বরীতির অনুসারে সংযোজিত হইয়া থাকে, যথা সংস্কৃত ‘ভবন্তি,’ প্রাকৃত ‘হোন্তি’ উৎকল ‘হুঅন্তি।’ বাঙ্গলা ভাষায় কেবল গৌরব সূচনার সময়ে ‘তি’ লুপ্ত হইয়া হন্ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ‘স্থা’ ধাতু স এবং থ এই দুই বর্ণে সং

যুক্ত,-বাঙ্গলাতে স স্থলে 'ছ' হইয়াছে; যথা, ছিলা, উৎকলে 'থ' মাত্র ব্যবহৃত; সুতরাং 'ছিলা' স্থলে "থিলা" হয়। এই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-গত প্রত্যয়-বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। আদৌ সংস্কৃত-জাত-ভাষাসমূহে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের এক বচনে ক্রিয়া-সকল স্ব স্ব কর্ত্তার প্রকৃতির অনুসারে ইকার উকার এবং একার প্রত্যয় যুক্ত হইত এমত অনুভব হয়; কিন্তু কালক্রমে এ নিয়মের বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে; যথা, কৃ ধাতুর অন্তর্গত ক্রিয়ার প্রথমা বিভক্তিতে এক বচন ও ভবিষ্যৎকালে কোন দেশে 'করিব' কোন দেশে 'করিমু' এবং দেশান্তরে 'করিমি' হইতেছে। কিন্তু শেষোক্ত বিভক্তির আকারই প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ, যেহেতু সংস্কৃত করিষ্যামির অপভ্রংশে 'করিমি' বিহিত বোধ হইতেছে। বলা বাহুল্য উৎকলে এতদাকারেই উহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

এই রূপে ষট্‌কারক সম্বন্ধে উৎকলে এবং বঙ্গ-ভাষায় যে সকলে বিভক্তি হয়, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ বক্তব্য। প্রথমার এক বচনে সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অকার বিসর্গান্ত হয়; এ নিয়ম উৎকলে ও বঙ্গভাষায় বিলুপ্ত হইয়াছে। উৎকল ভাষার কর্ত্তৃবাচ্যে শব্দ সকল অদন্ত হয়,-বঙ্গ ভাষায় সে স্থলে হসন্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীতে উৎকলে 'কু' এবং বাঙ্গলায় 'কে' প্রত্যয় হয়। তদ্রূপ তৃতীয়া এবং সপ্তমীতে উৎকলীয় 'রে' প্রত্যয় স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় 'তে' প্রত্যয় হয়। তদ্ভিন্ন উভয় ভাষাতেই 'এ' প্রত্যয় একাকারেই আছে। পঞ্চমীতে উৎকলের 'রু' ও 'বু' স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় 'হইতে' 'থেকে' ইত্যাদি প্রত্যয় হয়। ষষ্ঠীর চিহ্ন 'র' উভয় ভাষাতে এক প্রকার, কোন ভেদ নাই। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন, এই সকল প্রত্যয়চিহ্ন কিছুই সংস্কৃত অনুযায়ী নহে। হিন্দু জাতি এই সকল প্রত্যয় বিশেষতঃ তৃতীয়া এবং সপ্তমীর চিহ্ন 'কু' এবং 'কে' ভারতবর্ষীয় আদিম জাতীয়দিগের স্থানে পরিগৃহীত করিয়াছেন, যেহেতু তাহাদের ভাষাতে 'কু' প্রত্যয় আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অপর এক সম্প্রদায় বিদ্যাবিশারদ-দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে; তন্মধ্যে আমার সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্রবিৎ বন্ধু বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করি। ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ রএল আশিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্য-পুস্তক-বিশেষে লিখিত হইয়াছিল, সংস্কৃত অধিকরণ কারক বিশেষে "কৃতে" প্রত্যয় হয়; এই প্রত্যয় প্রাকৃত ভাষায় 'কি তো' তদনন্তর অপভ্রংশে 'কি ও' এবং পরিশেষে 'কো' হইয়াছে। হিন্দীভাষায় অদ্যাপি ইহা এতদাকারেই আছে। উৎকলে 'কু' এবং বাঙ্গলাভাষাতে 'কে' হইয়াছে। এই রূপ সংস্কৃত 'ঋতে' স্থলে 'রে' ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার অসেচনক মিত্র এ সিদ্ধান্তে সন্তৃপ্ত হন নাই। তাঁহার মতে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষার্থে বা স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইবার রীতি আছে, তাহা হইতেই হিন্দী 'কোং', উৎকলীয় 'কু' এবং বাঙ্গালা 'কে' সৃষ্ট হইয়াছে। এই রূপ অপরাপর প্রত্যয়ের প্রভিন্নতা ও স্থিরীকৃত হইতে পারে, তদ্বিস্তার বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। ফলে এই কতিপয় প্রত্যয়ের ভিন্নতায় বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার মধ্যে ঔদাসীন্য প্রতিপন্ন করা অনভিজ্ঞতা মাত্র; তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষাকে এক স্বতন্ত্র ভাষা বলা কর্ত্তব্য হয়; যেহেতু তথায় 'করিব' স্থলে 'করিমু' হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কলিকাতার বাঙ্গলা এবং চট্টগ্রামের বাঙ্গলার মধ্যে যত প্রভেদ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা এবং উৎকলীয় সাধুভাষার মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে।

আমি বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার একজাতিত্ব এবং নিকট-সম্বন্ধ বিষয়ে এতাবন্মাত্র অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম; এবং উৎকলে সর্ব্ব-গৌরবাধান সংস্কৃত ভাষানুযায়িনী নিয়মাবলীর যে প্রাচুর্য্য আছে তাহাও সঙ্ক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বাঙ্গলাদেশ সার্দ্ধ ৬ শত বর্ষ যবনাক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দেশীয় ভাষায় বিজাতীয় অর্থাৎ পারস্য আরব্য শব্দের যে পরিমাণে সংস্রব দেখা যায়, তদপেক্ষা উৎকল ভাষায় তাহা সমধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত এমত বোধ হয়, অথচ উৎকল দেশে মুসলমানদিগের সমাগম সার্দ্ধ ৩ শত বৎসরও সম্পূর্ণ হয় নাই। সত্যবটে মুসলমানেরা যে সকল দেশ অধিকৃত করে, সে সকল দেশে আপনাদিগের ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি প্রচলিত করণে অতিমাত্র সোৎসুক, তথাপি পরাভূত দেশীয়দিগের তত্তাবৎ অবাধে অঙ্গীকার করা উচিত নহে। মুসলমানদিগের অধিকারের পূর্ব্বে উৎকল-প্রদেশে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যপ্রণালী স্থাপিত ছিল। এখানে দেশের বিভাগ সকল "খণ্ড" এবং "বিচ্ছিত্তি" (অপভ্রংশ বিসী) নামে খ্যাত হইত। মুসলমানেরা তৎপরিবর্ত্তে 'পরগনা' ও 'চাক্‌লা' শব্দ প্রচলিত করে, কিন্তু অদ্যাপি 'খণ্ড' এবং 'বিসী' শব্দ অনেক স্থলে অন্তর্হিত হয় নাই; যথা, কেরবাল খণ্ড, তপন খণ্ড, বালু বিসী, ডেরা বিসী ইত্যাদি। অপর এদেশে ভারতবর্ষের সনাতন নিয়মানুসারে দেশাধিকারী এবং গ্রামাধিকারী পদের প্রচলন ছিল; অদ্যাপি "দেশপণ্ডা" এবং "গ্রামপণ্ডা" শব্দের তিরোধান হয় নাই। মুসলমানেরা তৎপরিবর্ত্তে "মোকদ্দম" এবং "সরবরাহকার" প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করে। অদ্যাপি "স্থানপতি" এবং "পদপতি" এতদুভয় প্রকার প্রজার আখ্যা "থানী" এবং "পাহী" শব্দদ্বয়ে জাগরূক আছে। অনেক স্থলে এই ক্ষণেও চৌকীদারকে 'দণ্ডবাসী' কহে। এই রূপ প্রীতিকর উপাদানসকল সত্ত্বেও উৎকল-ভাষায় মুসলমানী শব্দের প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করা অতীব পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদেশীয় শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষ নহি, যে স্থলে কোন বিদেশীয় শব্দ ব্যতীত মানসিক ভাব বিশেষ ব্যক্ত করণের উপায় নাই, সেই স্থলেই তাহা ব্যবহার করা বিধেয়; নতুবা দুই ছত্র উৎকল বা বাঙ্গলা লিখনে শতকরা ৫০-৬০ পারস্য শব্দের ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। এই রূপ কুরীতি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশেও অবলম্বিত হইত। কিন্তু এই ক্ষণে তাহা অপসারিত হইয়াছে। আর কেহ এক্ষণে মুসলমানী বাঙ্গলার প্রিয় নহেন। তবে বিচারালয়সমূহে অদ্যাপি কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু স্বদেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত লোকসকল যত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন, ততই তাহা দিনদিন অশ্রদ্ধেয় হইয়া আসিতেছে। উৎকলদেশেও তদ্রূপ সঙ্ঘটনের বাধা কি? হালিডে সাহেবের সময়হইতে অদ্যাবধি গবর্ণমেণ্ট বারংবার অনুজ্ঞা করিতেছেন, সুশিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্য কেহ তাইদ্ এবং আমলা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেক না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাপি এই রুচির রাজাদেশ ফলবান হইতেছে না। প্রধান পদস্থ আম্‌লাগণ প্রকৃতপক্ষে রাজদ্বারে প্রবল; তাহারা আপনাদিগের নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে অধীন আম্‌লা পদে সর্ব্বথা প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে, তৎপ্রযুক্ত এই কুরীতির উচ্ছেদ করা সুকঠিন হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই সভা সময়ে সময়ে ইহার নিরাকরণনিমিত্ত বিহিত চেষ্টা পাইবেন। আম্‌লাদিগের মূর্খতম জ্ঞাতিগোষ্ঠীজ কোন ব্যক্তি রাজকার্য্যে যখন প্রবিষ্ট হইবেক, সভা তৎক্ষণাৎ তাহা রাজপুরুষদিগের সুগোচর করিবেন, এবং যাহাতে

সুশিক্ষিত লোক প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহাতে যত্নশীল হইবেন। তবে ইহাও লজ্জার বিষয়, এদেশীয় লোকেরা বিশুদ্ধ নিয়মে শিক্ষা প্রাপণে তাদৃশ উদ্যোগ পরায়ণ নহেন, সুতরাং সুশিক্ষিত লোকের সঙ্খ্যা নিতান্ত অল্প। সভা এ-বিষয়ের প্রতীকারপক্ষে প্রয়াস পাইবেন, যাহাতে দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব সন্তানগণকে রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তৎপক্ষে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিবেন।

আমি অতঃপর ভাষার উৎকর্ষ-সাধন-বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা নিতান্ত অল্পকালমধ্যে কি রূপে শারদীয়-পদ্মবন-বৎ সৌষ্ঠবান্বিত হইয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্থিরীকৃত হয়, যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এবং কোন কোন ধর্ম্ম-প্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রযত্নেই তাহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণকর্তৃক উক্তধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী সংরচিত হয়। তদনন্তর শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সময়ে তাহা বিপুলীকৃত হইয়া আইসে। অপর শ্রীরামপুরের মিশনরি এবং মহাত্মা রামমোহন রায় যে সকল সংবাদ পত্র এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তৎসমুদায়ের মূলাভিপ্রায় স্ব স্ব ধর্ম্মের বা মতের প্রকৃষ্ট প্রচার মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রকৃত অভিসন্ধি যত সিদ্ধ হউক বা না হউক বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনপক্ষে তাহাদিগের প্রয়াস বিশেষ হিতকর হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা লিখনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক আদর্শ; ইহাও উক্ত-ধর্ম্ম-প্রচার উদ্যোগের এক ফলমাত্র। ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ভাষার উৎকর্ষ সাধনের হেতু এই যে প্রচরণীয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম যত সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় ততই ফল-লাভের সম্ভাবনা; সুতরাং সহজে আন্তরিক প্রগাঢ় ভাবসমূহের স্ফূর্ত্তি করিবার প্রয়াস হইলেই ভাষার প্রসাদ এবং ওজঃ গুণ প্রভৃতি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই রূপে ধর্ম্ম-প্রচার সঙ্কল্পে ভাষার শ্রী সাধিত হইলেও তাহা উপায়ান্তরদ্বারাও অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাতে গ্রন্থাদি রচনার রীতি নিতান্ত আধুনিক নহে। ৯০০ বৎসর হইল, ত্রিপুরার রাজবংশীয়দিগের বিবরণ "রাজমালা" গ্রন্থে লিপি করণারম্ভ হয়। পরন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের বয়স ৪০০ বৎসরের ন্যূন নহে। তদনন্তর কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাশীদাসী মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। এক শত বৎসর হইল ভারতচন্দ্রকর্ত্তৃক অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রণীত হইয়াছে। মুদ্রা যন্ত্রের প্রসাদাৎ এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইলে পর আমাদিগের দেশে গ্রন্থাধ্যয়নের পিপাসা প্রবল হইল। এই সকল গ্রন্থপ্রচারে শ্রীরামপুরের মিশনরি সাহেবেরা এবং রামমোহন রায়ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। উক্ত মিশনরিদল রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ আপনাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের পিপাসা এক বার প্রবল হইলে আর তাহা সহজে পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যেরূপ প্রাকৃত পিপাসায় আতুর হইয়া মনুষ্য অতি কলঙ্কিত পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীস্থ সলিলকেও সুধাজ্ঞানে পান করিতে থাকে, কিন্তু পানান্তে তৃপ্তি লাভ হয় না, সে তখন নির্ঝরস্থ স্ফটিক-সন্নিভ নির্ম্মল বারি অন্বেষণ করিতে থাকে, সেই রূপ বিদ্যাপিপাসাতুর মনুষ্য প্রথমতঃ যাহা সমক্ষে প্রাপ্ত হয়, তাহাই পরম মধুর জ্ঞানে আস্বাদন করিতে থাকে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাহার পরিজ্ঞান জন্মিতে থাকে; তখন ঘৃণা সহকারে অতৃপ্তি আ-

সিয়া সমুদিত হয়। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি তখন বিমলবিদ্যাবারি অনুসন্ধান করিতে থাকেন। উৎকলদেশে এক্ষণে কথঞ্চিদ্রূপে সেই পিপাসা জন্মিয়াছে। অতএব যে সকল পুরাতন কাব্য গ্রন্থাদি তালপত্রে বর্ত্তমান আছে, তত্তাবৎ মুদ্রিত করা আবশ্যক। এই সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে উৎকলে ভাষা রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতাদি গ্রন্থ বহুকালহইতে প্রচলিত আছে; কিন্তু তত্তাবতের প্রণয়নের কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থ প্রণেতাগণ কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন, ইত্যাকার শুশ্রূষণীয় বিষয়সকলও এই সভার যত্নে নিরূপিত হইতে পারে। গ্রন্থসকল নিতান্ত অশুদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের পঙ্কোদ্ধার হইলে সমধিক প্রতিষ্ঠার কার্য্য হইবেক। অপর রাজা প্রতাপরুদ্রের সময়ে দীনকৃষ্ণদাস নামক এক কবিকর্ত্তৃক "রস কল্লোল" আদি কাব্য বিরচিত হয়। তদ্ব্যতীত অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের সমকালে ঘুমসরাধিপতি উপেন্দ্রভঞ্জকর্ত্তৃক "বৈদেহীশ বিলাস", "সুভদ্রাপরিণয়", "কাঞ্চনলতা" এবং "প্রেমসুধানিধি" প্রভৃতি বহুতর কাব্যকলাপ বিকাশমান হয়। যদিও এই সকল কাব্যে ভাবালঙ্কার অপেক্ষা শব্দালঙ্কারের অতিশয় প্রাচুর্য্য, তথাপি তত্তাবৎ পাঠে প্রণেতাগণের অসাধারণ ক্ষমতা প্রতিপন্ন হইতে থাকে। অতএব এই সকল গ্রন্থ অতি সুলভমূল্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রদেশমধ্যে প্রচারিত করা প্রয়োজন। অধন সধন সর্ব্বসাধারণ সকল প্রকার শ্রেণীস্থ লোক তত্তাবৎপাঠ করিতে করিতে ক্রমে তাহাদিগের মনে সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্য প্রভৃতির কথঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইতে থাকিবেক; তখন তাহারা তদাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থকরণার্থ উদ্যোগ পাইবেক। সেই সময়ে বিসদভাবপূর্ণ ললিত ভাষায় ভাষিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়নের প্রয়োজন হইবেক। পরমেশ্বর কোন অভাব চিরদিনজন্য প্রাদুর্ভূত রাখেন না, সর্ব্বপ্রকার অভাব নিরাকরণ-নিমিত্তে মনুষ্যের মনে সমুচিত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন; অবশ্যই অকুলানে সঙ্কুলান হয়। অত্রত্য বিদ্যালয়-নিকরে অধুনা যে সকল বালক অধ্যয়ন করিতেছে, কালে তাহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং সুকবি হইয়া উঠিতে পারে। কোন ইংলণ্ডীয় কবি কহেন, "কাননে অনেক মনোহর পুষ্প বিকসিত হইয়া জাঙ্গলীয় সমীরে আপনাপন মধুর সৌরভ-ভার বিধ্বংস করিতেছে, এবং কত কত সুবিমল জ্যোতির্ম্ময় রত্নাবলী রত্নাকরের নিয়ত-তিমিরপূর্ণ তরঙ্গমালামধ্যে নিহিত রহিয়াছে;" সেই রূপ আমাদিগের বিদ্যালয়-সমূহে অনেক ছাত্র থাকিতে পারে, যাহারা কালক্রমে বিদ্যাবিষয়ে ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যশস্বান হইবে, এবং তাহাদিগদ্বারাই অনাদৃত উৎকল-ভাষা বিমলবিভায় সন্দীপিত হইবেক। কিন্তু যেরূপ কোন পুত্তলিকা গঠন করিতে হইলে প্রথমে তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে, সেই রূপ সদ্ভাষার সৃষ্টি কল্পে তাহার প্রধান উপাদান পূর্ব্ববিরচিত গ্রন্থাদির আবিষ্কার। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে এই সভা উৎকল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থসকল সংগ্রহ-করণ-পূর্ব্বক যথাক্রমে এবং যথানিয়মে মুদ্রিত ও প্রচারিত করুন।"

আসফ্ উদ্দৌলা।

বিখ্যাত মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তদীয় সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া দুরবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল। তদীয় হীনবল উত্তরাধিকারীদিগের শাসন-সময়ে

রাজ্যান্তর্গত প্রদেশস্থ প্রতিনিধিরা সম্রাট্দিগের দুর্ব্বলতারূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, স্বাধীনতা-লাভে সবিশেষ সচেষ্টিত হইয়াছিল। তৎকালে সয়াদৎ খাঁ দিল্লীর অধীশ্বর মুহম্মদ শাহকর্ত্তৃক অযোধ্যা নামক প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশের প্রতিনিধিপদে নিযোজিত হইয়া নিজ বুদ্ধি ও কৌশল-প্রভাবে আপনি প্রায় স্বাধীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সফ্দর জঙ্গ অযোধ্যায় নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; এবং দিল্লীর সম্রাট্ অহমদ শাহ তাঁহাকে 'উজীর' অর্থাৎ মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। তদবধি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তারা "নবাব উজীর" উপাধিদ্বারা খ্যাত আছেন। সফ্দর জঙ্গ মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিখ্যাত সুজা উদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর প্রবল-পরাক্রমে রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে তদীয় জ্যেষ্ঠাত্মজ মির্জা আমিন্ পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আসফ্ উদ্দৌলা নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া আসফ্ উদ্দৌলা দিল্লীশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে বহুল অর্থ ও সৈন্য সামন্ত উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া পরম আহ্লাদিত হন, এবং আপনাকে সাতিশয় উপকৃত বিবেচনা করিয়া আসফকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আসফ্ উদ্দৌলা এজন্য তৃতীয় নবাব উজীর বলিয়া পরিগণিত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বেই তিনি নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।

তদীয় পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্যেরা পূর্ব্বসন্ধিচ্ছেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বহুবিধ বাদানুবাদের পর প্রতিনিধি ব্রিষ্টো সাহেব ২১ শে মে মাসে নবাবের সহিত এক নূতন সন্ধি সংস্থাপন করেন। ঐ সন্ধির অনুসারে নবাব বারাণসী ও গাজীপুর নামক ঋদ্ধিমন্ত নগরদ্বয় ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন; এবং তদীয় রাজ্য-রক্ষার্থে ইংরাজদিগের যে এক সৈন্যদল অযোধ্যায় উপস্থিত থাকিবে, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক ২,৬০,০০০ দুই লক্ষ ষষ্টি সহস্র টাকা প্রদানে সম্মত হইলেন; আর বিদেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে স্বীয় অধিকারহইতে দূরীকৃত করিয়া, ইংরাজদিগের বিষম শত্রু সমরু এবং কাসম আলীকে ধৃত করিয়া তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন; এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তাঁহার পিতা যে সকল ঋণে আবদ্ধ ছিলেন তৎসমুদায় পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এতদ্বিনিময়ে ইংরাজেরা অযোধ্যা-রাজ্য এবং তদন্তর্গত প্রদেশসকল রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এইরূপে পৈত্রিক সিংহাসনের অধিকারী হইবামাত্রেই পৈত্রিক রাজ্যের কিয়দংশহইতে বঞ্চিত হইয়াও নূতন নবাবের আপৎ শেষ হইল না। তিনি অনতিবিলম্বে আর এক বিষম বিপদে

পড়িয়াছিলেন। হেষ্টিংসের্ বিপক্ষ পক্ষীয় সভ্যেরা মৃত নবাবের ধনসম্পত্তি তদীয় বিধবা স্ত্রী বহু-বেগমকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিধি ব্রিষ্টো সাহেবকে আদেশ করেন। এই আজ্ঞায় নব্য নবাব আসফ্ উদ্দৌলার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইয়াছিল; কারণ নবাবকে তদীয় পৈত্রিক ধন-সম্পত্তিহইতে বঞ্চিত করা ইংরাজদিগের কোন রূপ ক্ষমতা ছিল না। হেষ্টিংস্ এতদ্বিষয়ে কোন মতেই সম্মতি প্রদান করেন নাই। যাহা হউক গবর্ণর জেনেরল এবং তদীয় সভার সভ্যেরা পরস্পর বিরোধী না হইলে অযোধ্যার রাজপুরীতে গৃহবিচ্ছেদ হইত না, এবং আসফ্ উদ্দৌলাও মাতৃধন লুণ্ঠন-দোষে অপরাধী হইতেন না।

ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি অনুসারে আসফ্ উদ্দৌলা পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে পৈত্রিক ধনসম্পত্তিহইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি নিজ অঙ্গীকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন; রাজকরসকল যথাসময়ে না সঙ্গৃহ হওয়াতেও তিনি অর্থাভাবে সমধিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং রাজ্যের ব্যয়াধিক্য-প্রযুক্ত তিনি উত্তরোত্তর ঋণে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। নবাবের এতাদৃশ দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তদীয় মাতা বহুবেগম ইংরাজ প্রতি-নিধির অনুরোধে, সন্তানের সাহায্যার্থে ৫৬ লক্ষ টাকা প্রদান করেন, এবং তদ্দ্বারা আসফ্ উদ্দৌ-লাকে আসন্ন বিপদহইতে মুক্ত করিলেন।

নবাব ঐ অর্থ পাওয়াতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সৈ-ন্যগণের তদানীন্তন অবস্থা উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যদলমধ্যে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা প্রচলিত করিবার মানসে তিনি ব্রিটিষ গবর্ণমে-ণ্টের নিকটে কতিপয় ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীর সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানু-সারে কতিপয় সুশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হয়, এবং তাঁহারা অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক সুচারু-রূপে সৈন্য-শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগি-লেন। তৎপরে কতকগুলিন অশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে, একত্র সমবেত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। বিদ্রোহীদিগের সহিত নবাবের সৈন্যের এক ঘোরতর সঙ্গ্রাম হয়; তা-হাতে বিস্তর শোণিতপাতদ্বারা উভয় পক্ষেরই অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। অযোধ্যায় এবম্প্র-কার অনিয়ম ও অব্যবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে, দুই দল ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হয়, এবং তাহা-দের সাহায্যে সর্ব্বত্র পুনরায় নিয়ম ও কুশল সংস্থাপিত হইল।

সৈন্যদিগের এতাদৃশাবস্থা অবলোকন করিয়া, নবাব কোনরূপে ভীত বা উদ্বিগ্নচিত্ত হন নাই। কেবল সুরাপানে মত্ত হইয়া ও ইন্দ্রিয়সুখে ব্যা-পৃত থাকিয়া অহর্নিশি কালাতিপাত করিতেন। দুর্ন্নিবার ইন্দ্রিয়দিগের পরতন্ত্র হইয়া নবাব রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা প্রায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং তদীয় অমাত্য মুর্ত্তজা খাঁর হস্তে প্রায় সমস্ত রাজ্যভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন ঐ ভারবহন করিতে হয় নাই। খোজা বসন্ত নামক এক জন অসা-ধারণ পরাক্রমশালী সৈনিক, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও সাধারণের অসন্তোষ সন্দর্শন করিয়া, নবাবের অনুজ সাদৎ আলীকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইল। একদা উক্ত নপুংসক কোন মহোৎসবের উপলক্ষে নবাব এবং তদীয় মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলে, তাঁহারা রজনীযোগে তাহার আবাসে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীতোদ্ভব সুখানুভব করিতেছিলেন, এমত সময়ে বসন্ত গুপ্ত-বেশধারী হত্যাকারীর প্রতি মন্ত্রিবরের প্রাণ-নাশের আজ্ঞা প্রদান করিয়া তথাহইতে প্রস্থান

করিল। হত্যাকারী আদেশানুসারে মন্ত্রির মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক, উন্মত্ততা প্রযুক্ত, নবাব-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রগল্‌ভ বাক্যে ঐ গর্হিত কর্ম্মের ব্যাখ্যান করিতে লাগিল। নবাব তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া হত্যাকারীর শিরশ্ছেদন করিতে তৎক্ষণাৎ আদেশ এবং স্বয়ং পলায়ন পরায়ণ হইয়া দেহ রক্ষা করিলেন।

কিন্তু ইহাতে নবাবের কোন জ্ঞানোৎপন্ন হইল না; ও তাঁহার চরিত্রের কিঞ্চিৎ মাত্রও সংশোধন হয় নাই। তিনি তাদৃশ আসন্ন বিপদহইতে মুক্ত হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত রাজ্যভার হস্তান্তরে অর্পণ করিয়া, ইন্দ্রিয় সুখভোগে স্বয়ং সতত ব্যাপৃত থাকিতেন। সুতরাং রাজ্যের প্রায় সকল স্থানেই অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। এতাদৃশ সময়ে হেষ্টিংস্ নবাবের নিকটহইতে প্রাপ্য টাকার প্রাপ্তির মানসে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং বারাণসী নগরাধিপতি চৈত্র সিংহের সহিত বিবাদ-ভঞ্জন-পূর্ব্বক চুনার নগরে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় এক নূতন সন্ধি সংস্থাপন-পূর্ব্বক হেষ্টিংস্ নবাবকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকারে তদীয় মাতা এবং পিতামহী বেগম্‌দিগের অগাধ ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে তাঁহাকে আদেশ দেন। নবাব ঐ অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগকে ৫৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন, এবং অবশিষ্ট ২২ লক্ষ টাকা ক্রমে২ পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু পরে তিনি স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে, হেষ্টিংস্ ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে পামর সাহেবকে অযোধ্যায় প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহার বাঞ্ছিত অভিপ্রেত কোনমতে সিদ্ধ হয় নাই। প্রত্যাশিত ধনলাভে নিরাশ হইয়া হেষ্টিংস্ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পাঁচ মাস অবস্থিতি করিয়া সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন-পূর্ব্বক নবাবের নিকটহইতে কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিলে, নবাব তদীয় প্রধানতম অমাত্য হাইদার বেগ খাঁকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ-পূর্ব্বক পুনরায় সন্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কর্ণওয়ালিস্ অযোধ্যা-রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন-মানসে ঐ প্রার্থনায় সদয় হইয়া নবাবের সহিত এক নূতন সন্ধি নির্দ্ধারিত করেন। তদ্দারা নবাব পূর্ব্বের ঋণহইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যমধ্যে স্বাধীনের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সর্ জন্ শোর গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অযোধ্যা রাজ্যের অবস্থা উন্নতি করিতে সমধিক সচেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু কোন রূপে সিদ্ধমনস্কাম হইতে পারেন নাই। নবাব সর্ব্বদা ভোগসুখে রত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে ধনাগার শূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশাবস্থা অবলোকন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। এতাদৃশ সময়ে সর জন শোর্ অযোধ্যায় আগমন করিয়া নবাবকে নানাবিধ সদুপদেশ-প্রদান-পুরসরঃ তফজ্জল হোসেন্ নামক এক সুবিজ্ঞ পারদর্শী কর্ম্মচারীকে নবাবের মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। যেহেতু তাঁহার প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মানবলীলা সংবরণ করেন।

আসফ্ উদ্দৌলা আশিয়া খণ্ডস্থ নরপতিদিগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি ইন্দ্রিয়দিগের পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বদা ভোগসুখে রত থাকিতেন; রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি-

লেন। মন্ত্রিদিগের উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দিবানিশি স্ত্রী-সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। কতিপয় সদ্গুণ সত্ত্বেও তিনি একেবারে কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। পরন্তু তিনি বহুব্যয়ী ছিলেন, এবং সর্ব্বদা উৎসব ও অর্থব্যয় করিয়া লোককে পরিতুষ্ট রাখিতেন; তন্নিমিত্ত তিনি সাধারণের প্রিয় ছিলেন।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

১। "কবিতালহরী। শ্রীরামদাস সেনকৃত।" বঙ্গবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অনেকেই বিদ্যানুশীলনে নিতান্ত বিমুখ; তাঁহারা সহচরগণ-পরিবৃত হইয়া অনর্থক চাটুবাক্য শ্রবণ ও হীন-ক্রীড়ার অবলম্বনে কালক্ষেপ করেন, এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি। দীনাবস্থায় থাকিলে লোক সম্যক্ স্বেচ্ছামত অনুশীলনে পরাঙ্মুখ হইতে প্রণোদিত হয়, কারণ উদরপূর্ত্তি ও পরিবার-প্রতিপালন-জন্য তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। ধনবানেরা বিদ্যানুশীলনে প্রবর্ত্ত হইলে উদরের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, সুতরাং সমধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। এজন্য কোন ধনবান ব্যক্তি বিদ্যামোদী হইলে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হই। সম্প্রতি বহরমপুর নিবাসী সুবিখ্যাত সেনবংশজ শ্রীযুক্ত রামদাস সেনকৃত যে কয়েকটী নানাবিষয়িণী কবিতা "কবিতালহরী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি। রচয়িতা কবিতাগুলিন ইতিপূর্ব্বে প্রভাকর, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পাদকগণের কোন সাহায্য না পাওয়াতেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক রচনার দোষসকল অসংশুদ্ধ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাবমাধুর্য্য ও রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে, এবং সাবধানতা ও বিবেচনা সহকারে রচনা করিলে গ্রন্থকার যে পরিণামে উত্তম লেখক হইবেন তাহার সম্যক্ সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থকারের ভাষায় সম্যক্ অধিকার হয় নাই, কারণ যোগ্য শব্দ-বিন্যাস-বিষয়ে অপটুতাবশতঃ রচনার দোষ অনেক রহিয়াছে। পুনরুক্তি দোষ গ্রন্থের অনেক স্থানে আছে, এবং ছন্দঃপতনও দুষ্প্রাপ্য নহে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক চরণে তাহার প্রমাণ অনায়াসেই দৃষ্ট হইবে।

"সুধাংশু কিরণে যত, তরু লক্ষ শত শত,
শোভিত হইল সবিশেষ।"
"যেমন প্রসূতি কোলে যত শিশুগণ।
নিদ্রাভরে রয় সবে হয়ে অচেতন॥"
"ঝিঁঝিঁ পোকাগণ সকলেতে গান করে।"
"কিঙ্খাপ মখমলের পরিচ্ছদ যত।
বিঁধে মোর অঙ্গে লৌহ শলাকার মত॥
গলকণ্ঠার হীরকের বহুমূল্য হার।"
"গন্ধরাজ মল্লিকা মালতী আদি করি।
এখন ফুটিছে কত ফুল আহা মরি॥"

রচনাগুলিতে এবম্প্রকার দোষ থাকাতেও আমরা প্রশংসা করিতে বিমুখ হইলাম না, কারণ দোষসত্ত্বেও নিম্নোদ্ধৃতের ন্যায় কবিতা পাঠ করিয়া কোন্ সহৃদয় পাঠক পরিতৃপ্ত না হয়েন?

"মধুসম মধুমাসে মোহন বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি॥
শুনি গোপগোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥
তেমতি বংশীর নাদে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জনমন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমামুখে।
তান লয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুনঃ মেঘনাদমুখে রণভেরী শুনি।

সদর্পেতে বিরহিয়া জাগিল অমনি ॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালির যাহে জন্মে প্রীত॥
কাব্যের কানন-দিকে পুনঃ কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়!”

২। “তত্ত্ববিদ্যা। প্রথম খণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকর্তৃক প্রণীত।” তত্ত্ব-শাস্ত্রালোচনা-বিষয়ে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা বহুকালাবধি সুবিখ্যাত আছেন। তাঁহাদিগের ন্যায় শাঙ্খ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তর্ক শাস্ত্রের যে প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা প্রাচীন গ্রীক ভিন্ন কোন জাতীয়দিগের গ্রন্থে উপলব্ধ হয় না। পিথাগোরাস্, সক্রেতিস্, প্লেতো, জিনো প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকেরা তর্ক শাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু তাঁহাদিগের তুলনায় কপিল, গৌতম, জৈমিনি প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ঋষিরাও কোন মতে কনিষ্ঠ নহেন। প্রত্যুত প্রবাদ আছে যে প্রাচীন বিদেশীয় পরিব্রাজকেরা এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক আমাদিগের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাই স্ব স্ব দেশে প্রচার করাতে, গ্রীকেরা দর্শন শাস্ত্রের বীজ প্রাপ্ত হয়। এ কথার বিচার এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক সকলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করেন যে আমাদিগের ঋষিরা তত্ত্ববিদ্যায় কোন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের কনিষ্ঠ নহেন। এই গরিমা আমাদিগের পণ্ডিতেরা আবহমানকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং তিন শত বৎসরাবধি নবদ্বীপে ন্যায়ের বিশেষ চর্চ্চায় তাহা বাঙ্গালীদিগের এক অসদৃশ গরিমার স্থল হইয়াছে। সে গরিমা রক্ষা করা বঙ্গবাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের মানসিক ক্ষমতা যে অদ্যাপি পুষ্ট আছে তাহার প্রমাণার্থে আমরা শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারি। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান; প্রাচীন ঋষিদিগের বংশজ; এবং সেই ঋষিদিগের বর্ণাদির সহিত তাঁহাদিগের মানসিক ক্ষমতারও উত্তরাধিকারী; এবং সেই দায় তিনি যে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা তাঁহার অভিনব গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দর্শন শাস্ত্রের যথাবিহিত আলোচনার নিমিত্ত পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন; তদভাবে কদাপি অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। বাঙ্গালী ভাষায় সেই পরিভাষার নিতান্ত অসদ্ভাব; পরন্তু সংস্কৃতের আশ্রয়ে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুকে সে অভাব সহ্য করিতে হয় নাই; এবং বুদ্ধি-কৌশলে তিনি বাঙ্গালীতে যে রূপ দার্শনিক বাক্যের বিন্যাস করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্যার সমালোচন এই সন্দর্ভের উপযুক্ত পদার্থ নহে, অতএব আমরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতাবলীর বিচার করিতে প্রবৃত্ত নহি। পরন্তু তাঁহার গ্রন্থে ভবিষ্যৎ উৎকৃষ্টতার সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে ও গ্রন্থের বর্ত্তমান পারিপাট্য-বিষয়ে তাঁহার অবশ্য সমাদর করা কর্ত্তব্য হইয়াছে বলিতে হইবে। বঙ্গদেশে সম্প্রতি অনেক অভিনব গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে উত্তম গ্রন্থের বিশেষ অসদ্ভাব দেখা যায়। “তত্ত্ববিদ্যা” সেই আক্ষেপের অপনোদক; অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে সমুদয় পাঠকদিগকে ঐ গ্রন্থের আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থকার তরুণবয়স্ক, তাঁহার রচনা-প্রণালী অদ্যাপি নির্ম্মল হয় নাই। স্থানে স্থানে বৃথাবাক্য ও অযুক্ত উপমা দৃষ্ট হয়, বোধ হয় ভবিষ্যতে তাহা অনায়াসেই সংশোধিত হইবে। ঐ রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা এই স্থলে এতদ্দেশীয়দিগের তত্ত্ব-বিষয়ে হতাদরসূচক তাঁহার আক্ষেপ-বাদটী উদ্ধৃত করিলাম।

"আমাদের পুরাতন ভারতবর্ষের ইহা সামান্য মাহাত্ম্য নহে যে জ্ঞানোজ্জ্বল ইউরোপখণ্ডে তত্ত্ব-বিদ্যা-বিষয়ক যে সকল মূল-সিদ্ধান্ত ঘোরতর বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্কের পর সম্প্রতি কেবল পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য হইতেছে, তাহার প্রায় তাবৎই অত্রত্য দর্শন শাস্ত্রসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—কেবল আমরা নিজে অন্ধ বলিয়াই আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়া অবধি পরের মুখে রসাস্বাদন করা অভ্যাস-টি আমাদের বিলক্ষণ পাকিয়া উঠিয়াছে; এই জন্য আমাদের স্বদেশের দর্শন-শাস্ত্র-বিষয়ে অন্যে যাহা বলে তাহাই আমরা অন্ধভাবে শিরো-ধার্য্য করি;—আপনারা যে একটু চক্ষু উন্মীলন করিয়া স্বাধীন-রূপে বিচার করিব, এ রূপ সামর্থ্য অনেক কাল হইল আমাদের এ দেশহইতে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু একটুকু স্বাধীন-রূপে প্রণিধান করিলেই আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব সন্দেহ নাই, যে—তত্ত্ববিদ্যার বীজসকল যাহা আমাদের এইখানকার এই মৃত্তিকাতেই পুরাকালে প্রচুর-রূপে বপিত হইয়াছিল, তাহারই শাখা-প্রশাখা* ইউরোপ-দেশে বিস্তারিত হইয়া, সম্প্রতি কেবল তাহাদের অগ্র-ভাগে শস্য উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাংসারিক সুখের পুষ্প পল্লবে বহিঃশোভিত—কুতর্ক-সমূহের গ্রন্থি-ময় কণ্টক-ময় বক্র প্রণালীসকল বীজের সহিত যাহার কিছুই মিল হয় না, তাহাই সেই শাখা প্রশাখা; এবং শস্যের মধ্যহইতে যেমন বীজই পুনর্ব্বার বহির্গত হয়, সেই রূপ—আমাদের এই দেশে যে সকল তত্ত্ব-জ্ঞান অদ্যাপি গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহাই অধুনা ইউরোপ খণ্ডে সাধারণ-সমক্ষে অল্পে অল্পে অনাবৃত হইতেছে।"

* বীজের শাখা প্রশাখা কি?

৩। "ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ।" ধর্ম্মই জীবনের সার, এবং তাহার যাথার্থ্য যাহাতে নিশ্চিত হয়, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবশ্য আদরণীয় হইবে। এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে। পরন্তু এই সন্দর্ভে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ, অতএব আমরা উপস্থিত গ্রন্থের বিশেষ সমালোচন করিতে এ স্থলে সমর্থ নহি। ইহার রচনা প্রাঞ্জল হইয়াছে, এবং ইহার পদার্থ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গ্রন্থকার আমাদিগের স্বদেশীয় সদ্বিদ্বান, সদ্বিবেচক, পরম ধার্ম্মিক, দেশহিতৈষি জনগণ মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য। তাঁহার অভিনব গ্রন্থের জন্য আমরা তাঁহার অভিবাদন করিতেছি।

৪। "নীতিমালা, সংস্কৃত পাঠশালাছাত্র শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তি-প্রণীতা।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ২২৮ টী সংস্কৃত শ্লোক আছে। ইহার রচনা সুললিত হইয়াছে, এবং তদ্দৃষ্টে নূতন কবির রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে, ইহা অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট হয়। অভ্যাস-সাহায্যে ইনি এক জন সুকবি হইবেন ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

৫। "রামাভিষেক নাটক-অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস। শ্রীমনোমোহন বসুপ্রণীত।" এই পুস্তক খানি বিশেষ প্রশংসার পদার্থ নহে। ইহাতে সাহিত্য শাস্ত্রের বিরোধী অনেক বিষয় আছে, এবং রচনাও তাদৃশ প্রাঞ্জল বা ওজোগুণ বিশিষ্ট নহে। পরন্তু আমরা ইহার বিশেষ নিন্দা করিবারও কোন কারণ দেখি না। যদ্যপি ইহার কবিতাসকল উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি তাহা নিতান্ত হেয় নহে। ইহাতে নূতন ভাব কিছুই নাই, পরন্তু প্রাচীনভাবের বিন্যাসে ইহা যে একেবারে অপদার্থ তাহাও নহে। যদিচ আমরা "পাবো" "অন্ধকারো" "বাহ্যিক" প্রভৃতি বহুতর বসুজার প্রযুক্ত শব্দ অত্যন্ত অশুদ্ধ জ্ঞান করি, তথাপি নাট-

কের কোন কোন স্থান আমরা প্রশংসনীয় নহে বলিয়া স্বীকার করি না, এবং বোধ করি পাঠকবৃন্দ নিম্নোদ্ধৃত রামের শোক বাক্য পাঠে আমাদিগের সহিত এক বাক্য হইবেন।

"রাজা। (সকাতরে) হা রাম! তুমিই সাধু—তুমিই সুপুত্র—তুমিই সার্থক মানবজন্ম ধারণ করেছিলে! কোন্ সময় বীর্য্য প্রকাশ, আর কোন্ সময় ধৈর্য্যধারণ কোর্ত্তে হয়, তা তুমিই জেনেছ!—পুত্র হোয়ে ঔরসদাতার জন্য—ধর্ম্মের জন্য, কেমন কোরে অতুল ঐশ্বর্য্যেরও ভোগলালসা ত্যাগ কোর্ত্তে হয়, জগতে তুমিই তার প্রথম পথ দেখালে! তোমার পবিত্র চরিত্র মুনিঋষিরও শিক্ষার স্থল—দেবলোকেরও অনুকরণ যোগ্য! যাবৎকাল দিবাকর ভুবনত্রয়কে আলোক দানে বিরত না হইবেন, তাবৎ কালপর্য্যন্ত তোমার এই অনুপমকীর্ত্তি দীপ্তিমান্ থাক্‌বে! হা লক্ষণ! তুমি যথার্থই বোলেছ, আমার ন্যায় নৃশংস পাপিষ্ঠ নরশার্দ্দুল কি ভূমণ্ডলে আর আছে? আমি এমন সাধু পুত্রের নির্বাসনের কারণ হোয়েও স্বচ্ছন্দে রাজভবনে ও দেহভবনে বাস কোর্চ্ছি! বাহ্যিক শোকাড়ম্বর দেখিয়ে যেন কলঙ্ক ও মৃত্যুর হস্তে অব্যাহতির চেষ্টা পাচ্ছি! হা নিদারুণ প্রাণ! তুমি কণ্ঠাগত হোয়েও বহির্গমনে বিমুখ হোচ্ছ কেন? তুমি ভরতের রাজ্যাভিষেক কালে, কৈকেয়ীর হাস্যবদন দেখ্‌বে বোলে কি অপেক্ষা কোরে আছ? তা তো কখনই হবে না—কখনই হবে না! তুমি এখনি নির্গত হও—এখনি নির্গত হও!—ওহে ঘৃণা! ওহে লজ্জা! ওহে শোক! ওহে কলঙ্ক! তোমরা কোথায়? তোমাদের রাজা যে দশরথের প্রাণ, সে অতি বিপন্ন হোয়েছে! কারাগারে বদ্ধ রোয়েছে—অনিচ্ছায় বদ্ধ রোয়েছে! নির্গমনের পথ দেখ্‌তে পায় না! তোমরা এসে পথ দেখিয়ে দেও—হাত ধোরে নির্গত কোরে দেও! আর বিলম্ব কোরো না—আর সহ্য হয় না!—অয়ি প্রিয়ে কৌশল্যে! অয়ি প্রিয়ে সুমিত্রে! এই জন্মশোধ দেখা! আমার দোষ মার্জ্জনা কর! আমায় ধর! আমায় ধর! আর আমি চক্ষে দেখ্‌তে পাইনে—আর আমি কর্ণে শুন্তে পাইনে—আর আমি স্থির থাক্‌তে পারিনে! (কম্পিত) আমার হৃৎকম্প হোচ্ছে—শরীর অবশ হোয়ে আস্‌ছে—আমার আসন্নকাল উপস্থিত! হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! তোমরা কোথায়? আমার অন্তিমকালে এক বার এসে দেখা দিয়ে যাও।"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৩ খণ্ড

উইলিয়ম কেরির জীবন-বৃত্তান্ত।

ইংলণ্ডদেশে নরথামটন্ সায়ার্ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতি পৌরি কিংবা পালাসপেরি নাম্নী পল্লীতে উইলিয়ম কেরি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঐ স্থানের ধর্ম্মোপদেশক ও গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শৈশবকালেই কেরি অসামান্য বুদ্ধি-চাতুর্য্যের বিশেষ প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাটীগণিতের সামান্য অঙ্কসকলের উত্তর প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত না করিয়া অনায়াসে মনে মনে গণনা করিয়া বলিতে পারিতেন। কেরি আপন জন্ম-গ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষায় যৎসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতার দরিদ্রতা-প্রযুক্ত বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হেকলটন্ গ্রামের নিকল্স্ নামক পাদুকৃতের নিকট পাদুকা-নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। বৎসরদ্বয় তথায় অতিবাহিত করণানন্তর নিকল্সের প্রাণ বিয়োগ হইলে ওল্ড সাহেবের নিকট তিনি পাদুকৃৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎ পরে ওল্ড সাহেবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে কেরি তাঁহার সমুদয় মূলধন ও ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক তৎসহোদরার সহিত উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করত পাদুকা-বিক্রয়-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কেরি যদিও ঈদৃশ নিকৃষ্ট-ব্যবসায় অবলম্বনদ্বারা সতত অন্নচিন্তায় বিব্রত থাকিতেন তথাপি বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলে একচিত্ত হইয়া আগ্রহাতিশয়-সহকারে ইংরাজী ও লাটীন ভাষার অনুশীলনে সবিশেষ চেষ্টা পাইতেন। অল্পকাল মধ্যে দৃঢ়তর-অধ্যবসায়ের সাহায্যে তিনি উক্ত ভাষাদ্বয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অপর তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক পাঠে সতত ব্যাসক্ত থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে এতাদৃশ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, হেকলটনের গির্জায় কৃষকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তথা তাঁহার বিনয়তা, নম্র ব্যবহার, ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও ধর্ম্মালোচনার প্রতি সবিশেষ প্রযত্ন সন্দর্শনে সকলেই সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিয়ৎকাল পরে কেরি পাদুকা-ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রাম্য-ধর্ম্মশালায় পৌরোহিত্য

পাদরী কেরি সাহেব।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার আয়ের সমধিক বৃদ্ধি না হওয়াতে তিনি সংসার-যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে কোন সহৃদয় মিত্রের সাহায্যে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিষ্টর গ্রামের ধর্ম্ম-যাজকতা-কর্ম্মে নিয়োজিত হন; তথায় তিনি এক গ্রাম্য-বিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার বেতন এবং যাজকবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা কেরি সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী কাপ্তেন্ কুকের পৃথিবী-বেষ্টন-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে২ বহু দেবদেবীর উপাসকদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক ভ্রম ও তাহাদিগের চিরানুগত কুসংস্কারসকল অবগত হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারদ্বারা উক্ত দোষসকল তিরোহিত করিতে মানস করিলেন; এবং কতিপয় বিশেষ বন্ধুগণের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক সভা সংস্থাপনজন্য অনুরোধ করেন। তদবধি তিনি কি রূপে বহু দেব-দেবীর উপাসকদিগের দেশে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগের কুসংস্কারসকল দূরীকরণ করিবেন, কি রূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারদ্বারা পৌত্তলিকদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী করিবেন, এবং কি রূপে ঐ দুরূহ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া স্বীয়-মনোরথ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, এই সমস্ত প্রস্তাব মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতেন। কেরি এতদর্থে অজ্ঞান পৌত্তলিকদিগের হীনাবস্থা বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণন করিয়া এক পুস্তক প্রকটন করেন; এবং তদ্দ্বারা খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচার-বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নটিংহাম প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সাংবৎসরিক সভার অধিবেশনে, কেরি সাহেব ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করণার্থে এক সভা-সংস্থাপনজন্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভ্যগণ তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, "বাপ্‌তিষ্ট মিষনরি সোসাইটী" নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়। কিন্তু লণ্ডন ও স্কট্‌লণ্ড দেশীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ ক্ষুদ্র গ্রাম্য-সমাজের আগ্রহিতা সন্দর্শন করিয়া অসম্ভব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অবিধেয় বিবেচনায় তাহাদিগের প্রস্তাবের ও চেষ্টার আনুকূল্য না করিয়া, কেবল অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের এতাদৃশ ঘৃণা অবলোকনে, কেরি ও তৎসহযোগী মিষ্টর ফুলার কোন রূপে ভীত না হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়-সহকারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকরণে কৃত নিশ্চয় হইলেন। ইতিমধ্যে মিষ্টর তমাস নামক এক জন ধর্ম্ম-প্রচারক বঙ্গদেশহইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি বাপ্‌তিষ্ট মিষনরি সোসাইটী নাম্নী সভার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার-করণ বিষয়ক সঙ্কল্প অবগত হইয়া, কোন সহকারী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে পুনর্গমন করিতে সম্মত হইলেন। কেরি তমাসের প্রস্তাবে পরমাহ্লাদিত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে গমন করিতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পাথেয়ের অভাবে

তিনি সঙ্কল্পিত কর্ম্মহইতে বিরত না হইয়া, দানশীল মহোদয়গণের নিকট অর্থ সঙ্গ্রহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পরিশেষে পথের ব্যয়োপযোগী অর্থ সঙ্গ্রহ হইলে, কেরি সপরিবারে তমাসের সমভিব্যাহারে দিনামারদিগের অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ১১ নবেম্বরে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন।

অপরিচিতের ন্যায় এক মাস কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কেরি হুগলীর নিকটবর্ত্তী বান্দেল গ্রামে প্রস্থান করেন। তথায় স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া তমাসের সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে যাত্রা করত তথাকার পণ্ডিত মহোদয়গণের সহিত ধর্ম্মসঙক্রান্ত ও তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করিয়া কলিকাতায় পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর এতদ্দেশীয় এক ধনাঢ্য ও বদান্য ব্যক্তির সাহায্যে কেরি কলিকাতার অন্তঃপাতি মানিকতলাপল্লীতে সপরিবারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে পরিবার সমভিব্যাহারে বিদেশে থাকায় তাঁহার ক্লেশের ও দুঃখের এক শেষ হইতে লাগিল। তাঁহার সহচর তমাস্ ধর্ম্মযাজকতা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের অবলম্বনদ্বারা সমৃদ্ধিশালীর ন্যায় জীবন-পাত করিতেছিলেন; কিন্তু কেরির দুরবস্থাদর্শনে কোন রূপ সাহায্য বা দুঃখ মোচনের উপায় উদ্ভাবন করেন নাই।

এই রূপে হীনবেশে ও দীনভাবে কেরি কলিকাতায় স্বদেশীয় বাপ্‌তিষ্ট মিযনরি সোসাইটী নাম্নী সভার সাহায্যে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে কলিকাতায় সামান্য রূপে জীবনপাত করা ক্লেশকর বিবেচনায়, তিনি সুন্দরবনে গমনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। সুন্দরবন যে শার্দ্দুল-পরিপূর্ণ ভীষণ স্থান তাহা পাঠক-বর্গের অবিদিত নহে। ইহা পুরাকালে এক সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিল। যবন রাজ্যের চরমাবস্থা উপস্থিত হইলে আরাকান প্রদেশস্থ মগদ্বারা লুণ্ঠিত ও জনশূন্য হইয়া শার্দ্দূলাদি ভীষণাকার পশুদিগের আবাস-স্থান হইয়াছে। কেরি ঐ অরণ্যের ভীষণমূর্ত্তি, বন্যজীবের প্রাদুর্ভাব, এবং ভয়ানক জন্তুদিগের অহিতাচরণ সন্দর্শনে ভীত হইয়া কোন সাস্ত-দায়ক প্রদেশে প্রস্থান করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তমাসের অনুরোধে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ প্রদেশের অন্তঃপাতী মদনবাটী গ্রামস্থ অড়নী সাহেবের নীলকুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন। তথায় মাসিক দ্বিশত মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে সবিশেষ যত্নবান হইলেন। তিনি নিয়মিত সময়ে নীলকুঠীর কর্ম্মচারীদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক গ্রামের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; এবং উক্ত স্থানে এক বিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক দীনদরিদ্রের সন্তানদিগকে বাঙ্গলা, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম-সঙ্ক্রান্ত উপদেশ প্রদানে নিযুক্ত হন।

যে পথে কেরির প্রতিভা দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তিনি সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে সেই পথের পান্থ হইলেন। তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণাবধি বঙ্গভাষায় সম্যক্ জ্ঞান উপার্জ্জনে তৎপর থাকিয়া, অল্প দিন মধ্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঐ রূপ জ্ঞান হইলে “নিউটেষ্টমেণ্ট” নামক ধর্ম্মপুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বহুক্লেশ ও পরিশ্রমের সহিত সরলভাষায় অনুবাদ সমাপ্ত করেন। কিন্তু উহার মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে কোন সুবিধা না দেখিয়া সার্ চারল্‌স্ উইল্‌কিন্‌স্ নামক বি-

খ্যাত ভাষাজ্ঞ সাহেবের নির্ম্মিত বঙ্গাক্ষরের ছাঁচদ্বারা স্বয়ং অক্ষর প্রস্তুত করিয়া অড্নী সাহেবের প্রদত্ত এক কাষ্ঠ নির্ম্মিত মুদ্রা-যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপার তাঁহার পক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া মানিতে হইবেক।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনবাটীর কার্য্যের সুবিধা না হওয়াতে কেরি অধ্যক্ষ-কর্ম্মহইতে অপসারিত হইলেন; এবং তন্নিকটস্থ খিদিরপুর নামক এক ক্ষুদ্র নীলকুঠী ক্রয় করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ফৌন্টেন্ নামক এক জন কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কেরির সহচর রূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে বহুবিধ সাহায্য করিতে লাগিল। তৎপরে মিষ্টর ওয়ার্ড এবং মার্ষমান নামক অপর দুই জন সাহেব এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক দিনামারদিগের রাজ্যান্তর্গত শ্রীরামপুর নামক নগরে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহারা কেরির সমুদয় কীর্ত্তিকলাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে শ্রীরামপুরে আনিবার মানসে ওয়ার্ডকে খিদিরপুরে প্রেরণ করিলেন। কেরি মিষ্টর ওয়ার্ডের সম্মিলনে পরমাহ্লাদিত হইয়া দিনাজপুর, মালদহ এবং গৌড় প্রদেশসকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ১০ই জানুয়ারিতে শ্রীরামপুরে সপরিবারে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তৎকালে এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। তথায় তাঁহারা বহুমূল্যে এক বাটী ক্রয় করিয়া সকলে সমবেত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারার্থে বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছু-কাল-মধ্যে তাঁহারা এক নিয়মিত ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়া কেরিকে ধর্ম্মযাজক পদে নিযুক্ত করেন। কেরি আপন মুদ্রা-যন্ত্র তথায় আনয়ন করিয়া ওয়ার্ডের সাহায্যে বঙ্গভাষায় পুস্তক-সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। একোনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে "গসপেল মেসেঞ্জার" অর্থাৎ 'খ্রীষ্টধর্ম্ম-শুভ-সংবাদবাহক' নামে এক খানি পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রথমে উপরোক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই রূপে কেরি এবং তদীয় সহচরগণ বিবিধ উপায় অবলম্বনদ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্যক্ রূপে প্রচার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপাল নামক এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কেরির উপদেশে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরি "নিউটেষ্টমেণ্ট" নামক ধর্ম্মপুস্তকের স্বকৃত অনুবাদ শ্রীরামপুর যন্ত্রে মুদ্রিত করেন। তদনন্তর তিনি ঐ অব্দের এপ্রেল মাসে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল্ লার্ড ওয়েলেসলির সংস্থাপিত "ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ" নামক বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার শিক্ষক পদে মাসিক পঞ্চ শত মুদ্রা বেতনে নিয়োজিত হন। তৎকালে বঙ্গভাষায় কোন রূপ গদ্য-রচিত-পুস্তক না থাকায় ছাত্রদিগের শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যাঘাত দেখিয়া, কেরি প্রথমে রামবসু নামা এক ব্যক্তিদ্বারা রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত প্রস্তুত করাইয়া প্রচার করেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং এক খানা বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, ও "কথাবলী" নামক বঙ্গভাষায় সাধারণ কথোপকথন সঙ্কলন করিয়া প্রকটন করেন। কেরি উক্ত বিদ্যালয়ে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষার শিক্ষা-কার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হন। তিনি সমধিক পরিশ্রম ও প্রযত্নসহকারে এক সহস্র চতুর্বিংশতি পৃষ্ঠা পরিমিত এক সংস্কৃত ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া লার্ড ওয়েলেসলির সাহায্যে প্রচারিত করেন। ঐ ব্যাকরণ তাঁহার নৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ, এবং তদর্থে তিনি বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে

ফোর্ট উইলিয়েম কালেজ নামক বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পরীক্ষাতে কেরি সাহেব বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন। পরীক্ষা কার্য্য সমাপ্ত হইলে কেরি সাহেব ঋজু সংস্কৃত ভাষায় এক পত্রে লার্ড ওয়েলেস্‌লির প্রশংসাবাদ প্রকটন করিয়া উপস্থিত মহোদয়গণের সমক্ষে পাঠ করেন। উহাতে গবর্ণর জেনেরেলের সুশাসনপ্রণালী, সুবিচার ও ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ প্রযত্ন বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। সমস্ত মহোদয়গণ কেরির সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তিসন্দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং লার্ড ওয়েলেস্‌লি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া কেরিকে নিম্নলিখিত বাক্যে এক পত্র প্রদান করেন, "আমি কেরির অত্যুত্তম সংস্কৃত রচনায় পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইহার কোন অংশ আমি পরিত্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। রাজার কিংবা পার্লিয়মেণ্ট সভার প্রশংসার অপেক্ষা ঈদৃশ ব্যক্তির প্রশংসাপত্রে আমি আপনাকে অধিকতর সম্মানিত বোধ করি।" কেরি এতাদৃশ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া জ্ঞান করিলেন, এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে বিশেষ সচেষ্টিত হইলেন। হিন্দু যোষিৎ-বর্গের সহমরণ প্রথা সন্দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তিনি ঐ বিগর্হিত দোষাকর প্রথার নিবারণজন্য গবর্ণর জেনেরেলের সমীপে এক আবেদনপত্র প্রদান করেন। উক্ত পত্রে হিন্দু-শাস্ত্রের কতিপয় মূলবচন উদ্ধৃত করিয়া এবং প্রতি বৎসর যে শত২ কামিনীগণের অকারণে প্রাণ বিয়োগ হয় তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি উক্ত প্রথার দোষ সকল বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণন করেন। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষহইতে বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে ঐ প্রস্তাব কিছুকালের নিমিত্ত রহিত হয়।

ইংরাজী ১৮০৪ অব্দে কেরি সাহেব কলিকাতায় কৃষিবিদ্যাবিষয়ক একটী সমাজ সংস্থাপন করিয়া এতদ্দেশের কৃষিবিষয়ের বিশেষ উপকার করেন; তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।

ইংরাজী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরি সাহেব আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড ষ্টেটস্ নামক রাজ্যের অন্তর্গত "ব্রৌন" নামক বিশ্ববিদ্যালয়হইতে "ডক্তর অফ ডিবিনিটী" নামক উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, দৃঢ়তর অধ্যবসায়, বিবিধ ভাষায় ব্যুৎপত্তি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায়, ও ধর্ম্ম প্রচারের প্রতি বিশেষ প্রযত্নদ্বারা তিনি উক্ত উপাধি ধারণের উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিলেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী দ্বাদশ বৎসর ক্ষিপ্ত থাকিয়া উক্ত বর্ষের ৭ই ডিসেম্বরে লোকযাত্রা সংবরণ করেন। কয়েক মাস পরে কেরি যারলেট্ রোমর নাম্নী কামিনীর সহিত শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় পরিণয় সম্পন্ন করিয়া তাহার সহবাস-সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কেরি, মার্সমান্, ওয়ার্ড, ব্রৌন এবং অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচার-বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের প্রযত্নে অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের বিবিধ স্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। কেরির পুত্র ফিলিকস্ কেরি শ্রীরামপুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া পিতার ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার মানসে ব্রহ্ম-দেশান্তর্গত রেঙ্গুন নগরে যাত্রা করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরেল পদে নিযুক্ত হন। কেরি ঐ সময়ে সংস্কৃত রামায়ণ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াটিক সোসাইটী নাম্নী সভার সাহায্যে তিন খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। উহা শ্রীরামপুর-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকা-

শিত হয়। লর্ড মিণ্টো এ পুস্তক সন্দর্শন করিয়া কেরিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরি মার্সমানের সাহায্যে "সমাচার দর্পণ" নামক সপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রথমে শ্রীরামপুর যন্ত্রহইতে প্রকাশিত করেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কেরির দ্বিতীয়া জায়া মৃগীরোগে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তিনি কিছুকাল বিরহ-ভোগ করিয়া অবশেষে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত মিষ্টর হিউজসের বিধবা স্ত্রীর সহিত তৃতীয় বার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গলা অনুবাদক পদে নিযুক্ত হইয়া, ১৮২২ সালের বাজেয়াপ্তি আইন দৃঢ়তর পরিশ্রমে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ইংরাজীতে বঙ্গ-ভাষার অভিধান সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহা শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। ঐ গ্রন্থ কেরির অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কেরি উক্ত অব্দে লণ্ডন নগরস্থ "লিনিয়ান সোসাইটী" নামক সভার এক জন মান্য সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। তৎপরে ঐ স্থানের "জিওলজিকাল সোসাইটী" অর্থাৎ ভূ-তত্ত্ব সভার এবং "হরটীকলচুরাল সোসাইটী" অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌বিষয়ক সভার সভ্যপদে মনোনীত হন।

কেরি এই রূপে স্বদেশে ও বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের সম্বন্ধে, হিন্দু উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন সংশোধন-জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উৎকট পীড়ায় শীর্ণ কলেবর ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ৭৩ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইংরাজী ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ৯ ই তারিখে, তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন। তদীয় দেহ শ্রীরাম-পুরস্থ গির্জার প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ হইয়াছিল।

ডাক্তর কেরি যে এক অসামান্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অবশ্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি সহায়-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া কেবল স্বীয় বুদ্ধিবলে ও অসাধারণ পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহকারে আপনাকে অতি হীনাবস্থাহইতে অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও অল্প বয়সে সামান্য পাদুকা নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ ও দৃঢ়তর প্রযত্নদ্বারা তিনি শিল্প সাহিত্যাদি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা ও বহুবিধ ভাষায় সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, পণ্ডিত-বর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন; এবং ব্যাকরণ অভিধানাদি অনেকানেক গ্রন্থ রচনাদ্বারা স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কেরি স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ও শান্তমূর্ত্তি ছিলেন। পরহিতৈষিতা তাঁহার চরিত্রের এক প্রধান গুণ ছিল। তিনি সতত পরোপকারে রত থাকিতেন। অজ্ঞ অসভ্য জাতীয়দিগকে জ্ঞানদান ও সভ্যতা শিক্ষা এবং সকলকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার জন্য, তিনি ভারতবর্ষে প্রায় জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তদনুসারে "নিউটেষ্টমেণ্ট" নামক ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তক প্রায় ত্রিংশৎ ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং ভারতবর্ষীয়দিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সমধিক যত্ন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষার সমুন্নতি-সাধনদ্বারা তিনি বঙ্গীয়দিগের যে মহোপকার করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

অপর তিনি মূচীর ব্যবসায়ে জীবনারম্ভ করিয়া কেবল সদ্বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় স্বদেশীয় তিন চারিটী ভাষা ও এতদ্দেশের ত্রিশটী ভাষা শিক্ষা করিয়া এতদ্দেশীয় সকল ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, ইহা সামান্য প্রশংসার বাক্য নহে; এবং অধ্যবসায় যে কি আশ্চর্য্য গুণ, তাহার পরাকাষ্ঠা তাঁহার জীবনবৃত্তান্তই প্রদর্শন করিতেছে।

কোটারাজ্য।

য় সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ অতীত হইল উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপ সিংহ আপন কনিষ্ঠ সহোদর বুঁদী-রাজ্যাধি পতিকে কোটাপ্রদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর উমেদ সিংহের রাজত্ব কালপর্য্যন্ত তাঁহারই বংশধরগণ ঐ প্রদেশটীকে এক স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে সশান করিয়াছিল। পুনার দরবারের ন্যায় যদিও উক্ত মহারাজা উমেদ সিংহ কতক গুলি নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাহার ন্যায় রাজ্য শাসনের সমস্তই ভার মন্ত্রির প্রতি অর্পিত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক মহারাষ্ট্রীয়েরা অপরাপর রাজপুত্র-রাজ্যের সহিত কোটারাজ্যাধিপতিকে পরাভূত করিয়া উক্ত রাজ্য মালব প্রদেশের অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন কোটা রাজ্যকে হুলকার, সিন্ধিয়া, এবং পেসবার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল; এবং সেই অগমতা স্বীকারহেতু উপরোক্ত হুলকার, সিন্ধিয়া, এবং পেসবা বংশীয় ভূপতিগণকে প্রচুর কর প্রদান করিতে হইত। তন্নিবন্ধন উক্ত রাজ্য দিনদিন শ্রীহীন ও অতি মলিন হইতে লাগিল। কিন্তু সুদক্ষ নাবিকের হস্তে কর্ণ ন্যস্ত হইলে ভগ্ন তরিও হঠাৎ জলমগ্ন হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে প্রধ্বংসোন্মুখ কোটা-রাজ্যের মন্ত্রিত্বের ভার বৃহস্পতিতুল্য সুবুদ্ধিমান অতিবিচক্ষণ জালিম সিংহের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। জালিম সিংহ হর বংশীয় রাজপুত্র, এবং কোটার মহারাণা উমেদ সিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার তুল্য সত্যব্রত, ধীর, সাহসিক, ও বহুদর্শী সচিব বহুকাল রাজপুতনায় কেহ জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই। সূর্য্য বংশ যাদৃশ মহাতেজস্কর, জালিম সিংহও তাদৃশ তেজস্বী রাজমন্ত্রী ছিলেন, এবং দয়া সারল্য ও বিবেকতা তাঁহার স্বাভাবিক গুণ ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে তাঁহার তুল্য ন্যায়বান লোক তৎকালে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। জালিম সিংহের বাক্যই অন্যের শপথ বা লিখিত খতের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ছিল। তৎপ্রযুক্ত কথার উপমায় সকলে জালিম সিংহের সত্যপরতা এবং সরলতার উপমা প্রয়োগ করিত। বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভাবধি সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজপুতনায় অরাজকের সমস্ত লক্ষণ ঘটিয়াছিল। তত্রত্য সম্ভ্রান্ত রাজপুত্র-কুলসম্ভূত-নৃপতিবর্গ পরস্পর সর্ব্বদাই বিবাদে প্রবর্ত্ত হইতেন। সেই বিবাদানল উত্তরকালে সন্ধিদ্বারা শেষ হইত! পরন্তু রাজা জালিম সিংহের সাক্ষ্য ব্যতীত তাহা কদাপি সম্পন্ন হইত না।

মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিবর্গ ভূয়ো ভূয়ঃ রাজ্যাদি লুঠ করাতে জগৎ-বিখ্যাত রাজপুত্র কুলোদ্ভবগণ হতশ্রী হইয়াছিলেন,ও রাজপুতনা প্রদেশের উচ্ছেদ হইবারই উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাদৃশ অসৌভাগ্যের অবস্থায় জালিম সিংহ শরৎ-কালীয় হিমাংশুবৎ স্বকীয় প্রভাদ্বারা জন্মভূমি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কি মহারাষ্ট্রীয় কুল, কি ক্ষত্রিয়বর্গ, কি যবন-ভূপতি, সকলেই তৎকালে কোটা রাজ্যের প্রচুর সম্ভ্রমতা স্বীকার করিতেন। উক্ত রাজ্যের তাদৃশ আধিপত্য ও প্রভুত্ব জালিম সিংহদ্বারাই

সম্পাদিত হইয়াছিল। অধিকন্তু মুসলমানেরা এতদ্দেশের অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সকলই প্রায় শেষ করিয়াছিল; অবশিষ্ট যাহা ছিল বর্গীরা তাহাও নিঃশেষ করণে প্রবর্ত্ত হইলে রায়রাণা জালিম সিংহ ঐ সমস্ত তস্করবৃত্ত্যবলম্বী দুষ্ট লোকদিগকে দূরীভূত করণে বিশেষ শৌর্য্য, ও সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার সুখ্যাতির সীমা ছিল না। এই ব্যাপারের উপলক্ষে ইং ১৮১৭ অব্দে কোটা রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যে সন্ধি হয় তাহাতে এই নির্দ্দিষ্ট হয় যে বর্গীরা হতবল ও উচ্ছিন্ন হইয়া চৌর্য্য ব্যবসায়ে বিরত হইলে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কোটার মহারাণাকে চারিটী জনপদ প্রদান করিবেন। কিন্তু সর্ব্বাদৌ সকলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মহারাজের মন্ত্রী জালিম সিংহকে কথিত জনপদের একটী প্রদান করা আবশ্যক; কিন্তু জালিম সিংহ তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া ঐ জনপদটীও কোটার অধিকারের অন্তর্ভূত করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ষে ইংরাজদিগের সহিত আর এক সন্ধি সমাধা হয়, তাহাতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এবং কোটা রাজ্যের মহারাজা এই রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার কিশোর সিংহ এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি বর্ত্তমান থাকিবেন তিনিই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু রাওরাণা জালিম সিংহ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার মাধব সিংহ বংশপরম্পরা ঐ রাজ্যের শাসন নির্ব্বাহ করিবেন।

উক্ত সন্ধি সমাধা হইলে মহারাজা উমেদ সিংহের মৃত্যু হয়। তাহাতে কুমার কিশোর সিংহ রাজপদে আরূঢ় হইয়া কোটা রাজ্যের পরম হিতার্থী শ্রীবিধায়ক রাওরাণা জালিম সিংহের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কোটা নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মীয়বর্গ এবং নিকটস্থ সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিয়া তৎসমক্ষে জালিম সিংহকে পদচ্যুত করিবার দুরভিসন্ধিসকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি ৩ সহস্রাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়পুরহইতে কোটাভিমুখে গমন করেন। পূর্ব্বসন্ধির প্রতিজ্ঞানুসারে ইংরাজেরা অগত্যা জালিম সিংহের সাহায্যার্থে মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবাতে তিনি অল্প সৈন্য-সহায়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মাড়বার রাজ্যে নাথদ্বার নামক দেবালয়ে প্রস্থান করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন; তাহাতে তাঁহার নাম মাত্র রাজা রহিল; কিন্তু রাজ্যভার সমস্ত জালিম সিংহকে প্রদত্ত হইল। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদবধি তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি এক লক্ষ চৌষট্টি মুদ্রা মাত্র অবধারিত হইয়াছিল; এবং অতি অল্প মাত্র সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। কোটা রাজ্যের তাৎকালিক আয় বিষয়ে কর্ণেল কোলফিলড্ সাহেব লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজ্যের প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর আদায় হইত।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন দিবসে রাজা জালিম সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়, ও তাঁহার পুত্র মাধব সিংহ কোটা রাজ্যের মন্ত্রির পদ গ্রহণপূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনে প্রবর্ত্ত হন। কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় রাজকার্য্য-বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কিশোর সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুঃপুত্র মহারাণা রাম সিংহ কোটা রাজ্যের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মাধব সিংহ তৎপরে তাহার পুত্র মদন সিংহের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইতে লাগিল; অবশেষে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়।

তাহাতে মহারাজা রাম সিংহ কোটা-রাজ্যের কিয়দংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মদন সিংহের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা মদন সিংহ কোটা-রাজ্যের অংশ গ্রহণ করত মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বাধিকৃত রাজ্যের ঝলাবর নাম প্রদান করেন; তৎকালে তাঁহার বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোটার বর্ত্তমান মহারাজা রাম সিংহ অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও সদাশয়। বিগত সিপাহী-বিদ্রোহে তাঁহার সেনাগণ বিদ্রোহীদলে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চিম-দেশস্থ রাজ-প্রতিনিধিকে সপুত্রে হত্যা করিয়াছিল। তৎসময়ে মহারাজা উক্ত প্রতিনিধির উদ্ধারার্থে আনুকূল্য না করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার সম্ভ্রমার্থে যে ১৭ টী তোপে ধ্বনি হইত তাহা রহিত করিয়া ১৩ টী তোপ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে মহারাজের অধীনে ১৫,৮৮০ জন মাত্র সৈন্য আছে। কোটা রাজ্যের বার্ষিক আয় ২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা নিরূপিত আছে। উহার পরিধি ১২৫০ বর্গ ক্রোশ। লোকের বসতি ৪০৩,৮০০। রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্য সংস্থানের নিমিত্ত দুই লক্ষ টাকা ব্যতীত ১,৮৪,৭২০ অতিরিক্ত মুদ্রা গবর্ণমণ্টকে কর-স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। মহারাজা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঘণ্টাপক্ষী।

উপরে মুদ্রিত চিত্রদৃষ্টে পাঠকবৃন্দ সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে,উহা সুচারু বটে। ইহার আদর্শ পক্ষীটীর প্রকৃত নাম "দারা"; স্পানীয় লোকেরা উহাকে "কাম্পানেরো" এবং ইংরাজেরা "বেল বর্ড" শব্দে কহে। আমরা শেষোক্ত শব্দের অনুবাদে ইহার নাম "ঘণ্টাপক্ষী" রাখিলাম। বিহঙ্গম জাতির মধ্যে এই পক্ষী একটী চমৎকার জীব। উহার গঠন সুচারু কপোতের ন্যায় সুন্দর; উহার গাত্র পরিশুদ্ধ-নীহারবৎ উজ্জ্বল

শুক্লবর্ণ ও যৎপরোনাস্তি মনোহর; এবং উহার স্বর অতীব আশ্চর্য্যজনক। এই পক্ষী দীর্ঘে ১ পাদ পরিমিত। ইহার চঞ্চু স্থূল, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং ইহার পদদ্বয় খর্ব্ব, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহার গাত্রের বর্ণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে; পরন্তু ঐ বর্ণ কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পুং পক্ষীতেই লক্ষ্য হয়; শাবকের বর্ণ ধূসরবৎ, এবং স্ত্রী-পক্ষীরাও মলিন বর্ণ হইয়াথাকে। এই পক্ষীদিগের বিশেষ লক্ষণ ইহাদিগের শিরোভূষণ; তাহা মাংসে নির্ম্মিত ও ৪ বা ৫ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার বর্ণ ঘনমেঘবৎ কৃষ্ণ, এবং তদুপরি কতক গুলি ক্ষুদ্র শুক্ল পক্ষ নিবদ্ধ থাকে। স্বভাবতঃ এই শিরোভূষণ সঙ্কুচিত ও শ্লথ হইয়া মস্তকের এক পার্শ্বে নত হইয়া ঝুলিতে থাকে। তৎসময়ে পেরুর মস্তকের রক্ত বর্ণ শিরোভূষণ যেরূপ দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ বোধ হয়। পরন্তু ঘণ্টাপক্ষী রাগান্বিত, বিরক্ত বা উল্লসিত হইলে উহা দৃঢ় ও উন্নত হইয়া উঠে, এবং তখন উহা গণ্ডারের খড়্গোর সহিত উপমেয় হয়। কথিত আছে যে এই শিরোভূষণ শূন্যগর্ভ, এবং ঘণ্টাপক্ষীর তালুর মধ্যে এক ছিদ্রদ্বারা মুখের সহিত ঐ শূন্যতার সংযোগ আছে, এবং সেই সংযোগদ্বারা ইচ্ছানুসারে ঘণ্টাপক্ষী ইহার মধ্যে বায়ু সঞ্চালন করিয়া খড়্গাটীকে স্ফীত ও দৃঢ় করে, এবং তৎসাহায্যে আপন অসদৃশ স্বর প্রাপ্ত হয়। ঐ স্বর অবিকল গিরিজার ঘণ্টার সদৃশ, এবং তদ্রূপে সায়ং ও প্রাতঃকালে ঢং—ঢং—ঢং ইত্যাকারে নাদিত হয়। নিবিড় অরণ্যমধ্যে অত্যন্ত-উচ্চ-বৃক্ষ-শাখাহইতে ঐ শব্দ অতীব মনোহর বোধ হয়। ঐ সুমিষ্ট শব্দ শ্রবণার্থে বোধ হয় নারদ ঋষি আপন বীণা স্থগিত করেন, এবং ঊষা ও সূর্য্যদেব আপন গতি শ্লথ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ আমেরিকার গোয়ানা প্রদেশ এই পক্ষীর আবাসস্থান, এবং তথায় ইহা এতাদৃশ নির্জ্জনে বাস করে যে অদ্যাপি কেহ ইহার নীড় দেখে নাই: এবং ইহা কোন্ পদার্থ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাও সপ্রমাণ হয় নাই; পরন্তু ইহার চঞ্চুর গঠন এবং ইহার শ্রেণীস্থ অপর পক্ষীদিগের আহার্য্য দৃষ্টে অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে ইহা ফল ও কীট-পতঙ্গ ভক্ষণদ্বারা উদর পূর্ত্তি করে।

ভূপালরাজ্য।

পালরাজ্য মালবের অন্তর্গত, এবং বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির গবর্ণর জেনেরলের আজ্ঞাধীন। ইহার উত্তর দিকে গোয়ালিয়র ও সিন্ধিয়ার রাজ্য; উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হুলকর ও সিন্ধিয়ার রাজ্য, এবং উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধিয়ার রাজ্য ও অসিতারা। এই রাজ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৭৯ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ ৩৮ ক্রোশের ন্যূন নহে। এই রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর উপকূলহইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ভূমি সমুদায় ক্রমশঃ উন্নত। বিন্ধ্য গিরির উত্তর দিকেই ভূমিপরিমাণ অধিক, এবং ঐ সকল ভূমি উত্তর দিকেই প্রবণ। বিন্ধ্যাচল এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ধাবমান হইয়াছে। ভূপালরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ ক্রমনিম্ন বলিয়া এখানকার নদীসমুদায়ও উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। নর্ম্মদা নদী এখানকার সমুদায় নদী-অপেক্ষা বৃহৎ এবং বর্ষাকালে হোসেঙ্গাবাদহইতে হিণ্ডিয়া পর্য্যন্ত নৌকায় গমনাগমনের সমধিক সুবিধা হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন বেতোয়া, রেণ ও

পার্ব্বতী প্রভৃতি কতিপয় নদীও এই রাজ্যের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানে হ্রদের প্রসঙ্গও নাই; কেবল একটী প্রকাণ্ড কৃত্রিম দীর্ঘিকা আছে। এখানকার মৃত্তিকা বালুকাময়; স্থানে স্থানে গমনের সময় বালুকা-রাশিতে পাদনিমগ্ন হয়। এখানে আকরিক ধাতু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়লা অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এক প্রকার রক্তবর্ণ লৌহ প্রায় অনেক স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট-গুণশালী নহে। কর্কচ লবণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে সকল সময়েই জল অতি সুলভ। নিদারুণ গ্রীষ্ম সময়ে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপে সমুদায় স্থান শুষ্ক হইলেও এখানকার উপকূলবর্ত্তী ভূমি ৫—৬ হস্ত মাত্র খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপকূল ভিন্ন অন্য স্থানে ৫০ হস্তের অধিক খনন করিতে হয় না। যাহা হউক এই প্রদেশ সুলভসলিল বলিয়া সমধিক উর্ব্বর ও কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপযোগী। সুতরাং শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে মূল্য যে সুলভ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

অধিবাসীর মধ্যে আওরঙ্গজেবের সময় কতগুলি পাঠান বংশীয় ব্যক্তি এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। তৎপরে কিছুকাল অতীত হইল কতগুলি মুসলমান রোহিলখণ্ড এবং কতগুলি বাণিজ্য উপলক্ষে গুজরাটহইতে আসিয়া উহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখানকার অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রজপুত, শূদ্র ও অপরাপর হীন জাতির সংখ্যাই অধিক। সমুদায়ে এখানকার লোক-সংখ্যা ৬,৩২,৮৭২।

ভূপালরাজ্যের শাসনকার্য্য তত্রত্য নবাবদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের অধীন। অন্যান্য মুসলমান রাজ্যাপেক্ষা এই স্থান সমধিক প্রজাপরতন্ত্র। পূর্ব্বে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এখানহইতে ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা কর সঙ্গৃহীত হইত; কিন্তু পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিলুণ্ঠন করাতে একেবারে নয় লক্ষ টাকা কমিয়া যায়। তৎপরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ৯,০০,০০০ নয় লক্ষ টাকা হয়। পরিশেষে ১৮৪৮ অব্দহইতে ২২,৩০,০০০ টাকা সঙ্গৃহীত হইতেছে।

ভূপাল রাজ্যের মধ্যে চারটী প্রশস্ত রাজপথ আছে। প্রথমটী উত্তর-পূর্ব্বহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। উহা সাগর-প্রদেশ-হইতে ভূপাল-নগরের মধ্যদিয়া মহো পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয়টী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত; উহা ভিলসাহইতে হোসেঙ্গাবাদ গিয়া তৎপরে নাগপুরে বিশ্রাম করিয়াছে। তৃতীয়টী দক্ষিণ-পূর্ব্বহইতে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত; উহার সীমা হোসেঙ্গাবাদহইতে নীমচ পর্য্যন্ত। চতুর্থটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত; উহা ঝব্বলপুরহইতে হোসেঙ্গাবাদের মধ্যদিয়া মহো পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়াছে। ভূপাল ইহার প্রধান নগর। তদ্ভিন্ন ইস্লামনগর, আস্তা, সিহোর ও রাইসেন এখানকার প্রধান নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে এই ভূপাল রাজ্য মলবার ও গোণ্ডবান এই দুই ভাগে বিভক্ত থাকাতে ইহার উভয়স্থলে দুইটী প্রকাণ্ড বহির্দ্বার ছিল। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক মুহম্মদ খাঁর প্রতি মলবার রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। মুহম্মদ খাঁ তৎকালে এক জন সাহসী যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরিশেষে আওরঙ্গজেব মানবলীলা সংবরণ করিলে তিনি বারসিয়া, ভূপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় নগরের উপর স্বীয় অক্ষুণ্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বয়ং নবাব পদবীতে অধিরোহণ করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ভূপাল নামক নগর ও তাহার অনতিদূরে ফুটীগড় নামক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ দুর্গই

তাঁহার বাসস্থান হইয়াছিল। সে যাহা হউক কালের হস্তে কাহারও অব্যাহতি নাই। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সের সময় কাল তাঁহার কেশাকর্ষণ করিল। তখন পাঠান বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সুলতান মুহম্মদকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনোনীত করিলে, নিজামের সহায়তায় মৃত মুহম্মদের উপপত্নী-পুত্র ইয়ার মুহম্মদ সেই পদে অধিরূঢ় হইলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ইয়ার মুহম্মদ চারি পুত্র রাখিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। ঐ পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ফিজা মুহম্মদ ভূপাল-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, সুলতান মুহম্মদ ভ্রাতৃপুত্রের সিংহাসনারোহণ সহ্য করিতে না পারিয়া বলবৎসহায়তার সাহসে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে পরাস্ত হইয়া রাজ্য সম্বন্ধীয় সমুদয় স্বত্ব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল রাতগড় নগরে পুরুষানুক্রমে স্বত্ববান হইলেন।

এই সময়ে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পেশবা বাজিরাও দিল্লীহইতে প্রত্যাগমন সময়ে পাঠান বংশীয়েরা অন্যায়পূর্ব্বক যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল দিল্লীশ্বরকে তাহার প্রত্যর্পণ-প্রস্তাব করেন। তদনুসারে নবাব ফিজা মুহম্মদ মলবারের কয়েকটী নগর ও গোণ্ডবান বিভাগ ভিন্ন আর সমুদায় প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ফিজা মুহম্মদ ৩৮ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রাদি না থাকাতে তাঁহার ভ্রাতা হুসেন মুহম্মদ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই শমন-ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তাঁহার ভ্রাতা হায়ত মুহম্মদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ বুদ্ধিশক্তি ছিল না, সুতরাং রাজ্য মন্ত্রি-পরতন্ত্র হইয়াছিল।

সে যাহা হউক ১৮০০ শতাব্দীর শেষেই মহারাষ্ট্রীয় পিণ্ডারীদল ও রঘুজী ভোঁস্‌লাকর্ত্তৃক এই রাজ্য আক্রান্ত হইল। ঐ সময় ওজীর মুহম্মদ স্বীয় মন্ত্রিদিগের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়া ভূপাল-নগরহইতে পলায়ন করেন। পরে ঐ বিদ্রোহে মুহম্মদদের পিতার মৃত্যু হয়। তাহার কিছুকাল পরেই তিনি পুনরায় ভূপাল-নগরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্য-রক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ওজীর মুহম্মদই মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিবারণের একমাত্র নিদান। অধিক কি মহারাষ্ট্রীয়েরা যে সকল নগর অধিকার করিয়াছিল ইনি ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় পুনরুদ্ধার করিয়া প্রবল-প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হায়ত মুহম্মদের পুত্র ঘোষ মুহম্মদের হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য সিন্ধিয়া ও নাগপুরাধিপতির নিকট করপ্রদান অঙ্গীকার করিলেন। পরিশেষে কিছুকাল নবাব নাম মাত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্যের উপর তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা হয় নাই।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত এই রূপ যুদ্ধ-স্রোত প্রবাহিত হওয়াতে ওজীর মুহম্মদ ১৮০৯ শতাব্দীতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত পিণ্ডারী-সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়াধিপতি এবং রঘুজী ভোঁস্‌লা উভয়ে একত্র হইয়া ১৮১৩ অব্দের শেষেই পুনরায় ভূপালরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু ওজীর মুহম্মদকর্ত্তৃক ক্রমাগত নয়মাস তাহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত হওয়াতে তাঁহারা যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। পরবৎসর

সিন্ধিয়াধিপতি পুনরায় আক্রমণ করিলে ওজীর ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন ভূপালরাজ্যের সহিত সংযোগ হইলে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিরাকরণের বিশেষ সদুপায় হয় বিবেচনায় ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-দানে সম্মত হইলেন। ঐ সাহায্য-লাভেই যুদ্ধ-ঘটনা অল্প আয়াসে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু ওজীর মুহম্মদের জীবদ্দশায় ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব বদ্ধমূল হয় নাই। পরিশেষে ১৮১৬ অব্দে ওজীর মুহম্মদ শমন-সদনে গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর মুহম্মদ কুকর্ম্মে নিরত ছিলেন বলিয়া রাজ্য-রক্ষণে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মতানুসারে ওজীর মুহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র নজীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ঘোষ মুহম্মদের কন্যা কুদ্‌সিয়ার সহিত ইহাঁর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভূপালবংশীয়েরা পিণ্ডারীদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। সিন্ধিয়া ও নাগপুরের উপদ্রব নিবারণই উক্ত সহায়তা-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ওজীর মুহম্মদ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য্য হন, তদবধি আর পিণ্ডারীদল সমাদৃত হয় নাই। তন্নিবন্ধন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারীদিগের সহিত নজীর মুহম্মদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট উক্ত যুদ্ধে বিশেষ সহায়তা করাতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূপালের নবাবের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তখন মুহম্মদের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমুদায় বিষয়ের প্রতিভূ হইলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে ৩০০ শত অশ্ব ও ৪০০ শত পদাতিসৈন্য উপহার প্রদান করিলেন। সুচতুর ইংলিষ গবর্ণমেণ্টও আবার তাঁহার আসবাবের জন্য তাঁহাকে সেই সমুদায় অশ্ব ও পদাতি প্রদান করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাঁহাকে মলবারের অন্তর্গত পাঁচ প্রদেশ এবং ইসলাম্বরা নগর ও তত্রত্য দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। এই রূপ সন্ধি সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই একদা নজীর মুহম্মদের অষ্টমবর্ষ বয়স্ক এক শ্যালকের হস্তহইতে পিস্তলস্ফুটিত হইয়া সহসা তাঁহার কলেবরে গুলিনিবিদ্ধ হওয়াতে, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে সেকেন্দর বেগম নামক এক কন্যা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য সন্তান-সন্ততি ছিল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যে, যে ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে সেই ব্যক্তি ভূপাল রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবে। মুনিয়র মুহম্মদ ঐ কন্যার পরিণেতা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল; কিন্তু তিনি রাজ্যমধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া পাণিগ্রহণে অসম্মত হইলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা জহাঙ্গীরের প্রতি বিবাহভার প্রদান করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইলেন।

সেকেন্দর বেগমের মাতা কুদ্‌সিয়া স্বীয় জীবদ্দশায় রাজ্যভার অন্যের হস্তে সমর্পণ না করিবার মানসে স্বীয় তনয়ার বিবাহ-বিষয়ে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে নিজ মনোরথ পরিপূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা দেখিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিলে জহাঙ্গীরের সহিত তনয়ার পরিণয় পরম সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে শ্বশ্রূসত্ত্বে স্বীয় প্রতিষ্ঠালাভ নিতান্ত দুর্ঘট বোধ করিয়া জহাঙ্গীর তাঁহার প্রাণবিনাশের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দুরভিপ্রায় প্রকাশ হওয়াতে তাঁহাকে ভূপালনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক আস্থা নগরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। কিয়দ্দিবস পরে তিনি পুনরায় ভূপালনগর আক্রমণ করাতে শ্বশ্রূ

ও জামাতা উভয়েই ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টর প্রতি মধ্যস্থভার সমর্পণ করিলেন। গবর্ণর জেনেরল মধ্যস্থ হইয়া কুদ্সিয়ার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাৎসরিক ষষ্টি সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলে জহাঙ্গীর তাহাতেই সম্মত হইলেন। কুদ্সিয়াও তদবধি ইস্লামনগরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ১৮৩৭ সালে জহাঙ্গীর নবাব পদবীতে অধিরোহণ করিয়া নিরাপদে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেকেন্দর বেগমের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় হয় নাই। তন্নিবন্ধন কিছুকাল পরেই ঐ বেগম ইস্লামনগরে স্বীয় জননীর নিকট গমন করিলেন। পরে প্রায় ৭ বৎসর রাজ্য শাসনের পর ১৮৪৪ অব্দে ডিসেম্বর মাসে জহাঙ্গীর কলেবর পরিত্যাগ করেন। মৃত নবাব ইতিপূর্ব্বে যেরূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন তদনুসারে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইল না। সেকেন্দর বেগমের শাহ জহাঁ নাম্নী এক কন্যা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ভূপালরাজ্যের সিংহাসনাধিরোহণে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হইল। পরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যে, পূর্ব্বনিয়মানুসারে যে ব্যক্তি শাহজহাঁর পরিণেতা হইবে, সে ব্যক্তিই ভূপালরাজ্য শাসন করিবে। সম্প্রতি সেকেন্দর বেগম রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করুন।

এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার পর ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেকেন্দর বেগম ভূপালনগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমুদায় রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বনিয়মসকল প্রায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ১৮৫৫ সালে বক্সি বাকি মুহম্মদের সহিত স্বীয় তনয়া শাহজহাঁর পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। পরিণেতা ভূপাল-বংশীয় নহেন বলিয়া ভূপাল-বংশীয়েরা বক্সি মুহম্মদকে শাসন-কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে আপত্তি উত্থাপন করিল। তদনুরোধে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, বক্সি নামমাত্র নবাব থাকিবেন, শাহজহাঁই রাজ্যশাসন করিবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শাহজহাঁর এক বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম না হয়, সে পর্য্যন্ত সেকেন্দর বেগমদ্বারাই রাজকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।

সেকেন্দর বেগম এই প্রতিনিধি পদ প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অভিযোগ করিলেন যে, "আমিই এই রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারিণী; তবে আমি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকি তত দিন আমার কন্যা কিরূপে উত্তরাধিকরিণী হইবে?" তাঁহার এই আবেদনে গবর্ণমেণ্ট কোন নূতন নিয়ম অবধারিত করিলেন না। কিন্তু তাঁহার কন্যা শাহজহাঁ মাতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার স্বত্বপরিত্যাগ করিলেন। তদনুসারে ১৮৫৯ অব্দহইতে সেকেন্দর বেগম রাজ্ঞী পদে অভিষিক্ত হইয়া ভূপাল রাজ্য শাসন করিতেছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে সৈন্যদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূপালরাজ্যকে প্রতি বৎসর ১,০০,০০০ টাকা কর প্রদান করিতে হইত; জহাঙ্গীরের সময় ১৮৪০ অব্দে ১,৩৮,০০০ টাকা কর নিরূপিত হয়। পরিশেষে ১৮৪৯ অব্দে সেকেন্দর বেগমের সহিত যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে এই রূপ চিরস্থায়ী নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, সৈন্যদিগের ব্যয় যতই বৃদ্ধি বা হ্রাস হউক না কেন, ভূপাল রাজ্যকে বর্ষে বর্ষে ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করিতে হইবে না। কএক বৎসর এই নিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার পর ১৮৫৭ অব্দে সিপাহিবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ঐ নিয়ম একেবারে রহিত হয়। অনন্তর ১৮৫৯ অব্দে ভূপাল

রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীহইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে সেকেন্দর বেগম ঐ নিয়মে এবং সঙ্গৃহীত সৈন্য ও ব্রিটিষ সৈন্যদিগের ব্যয় নির্ব্বাহে সম্মত হন। এতদ্ভিন্ন মেজর হেন্‌লী মহোদয় ১৮১৮ অব্দে সিহোর নগরে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেলেন ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতি বৎসর ৫০০০, এবং রথ্যা নির্ম্মাণ ও সংস্করণার্থে প্রতি বৎসর ১২,০০০ টাকা প্রদান করিতেছেন।

সেকেন্দর বেগম ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের এক জন অনুরক্ত মিত্র। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন ধার প্রদেশের বিদ্রোহসময়ে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট বার্সিয়া নামক যে প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন বিদ্রোহ শান্তির পর তাহা উহাঁকে নিষ্কর রূপে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" এই পর্য্যায়ের এক জন প্রধান নায়িকা পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। বেগমও বিদ্রোহ সময়ে প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহাদিগকে অনেক ভূমিপুরস্কার দিয়াছেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়" ও "শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়" নামক দুই খানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকার রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়" খানি "সিমুলিয়া সকের যাত্রা কোম্পানীদ্বারা" প্রকাশিত ও অভিনয়কৃত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সম্প্রতি "জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়" প্রস্তুত করত শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। বোধ করি উক্ত মহোদয়ের বাটীতে ইহা অভিনয়িত হইবে। নাটক রচনা যে প্রণালীতে হইয়া থাকে, গীতাভিনয় লিখিবার পদ্ধতি সেরূপ নহে। ইহাতে অধিকাংশ কথোপকথন গীতদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আর গদ্যভাগাপেক্ষা গীতভাগ অধিক থাকাতে কেবল কবিতাশক্তিদ্বারা গীতাভিনয় সুসম্পন্ন হয় না; সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আবশ্যক করে। সকল রাগ ও রাগিণী সকল সময়ে সম্যক্ শ্রুতিসুখ প্রদান করে না; বিশেষ বিশেষ রাগ ও রাগিণীর গান বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কাল, করুণা ও আনন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রস নির্দ্দিষ্ট আছে। রস ও কাল বিবেচনা করিয়া গীতসকলেতে রাগাদি বিন্যাস করিতে না পারিলে গীতাভিনয় রচনায় কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। গ্রন্থকার উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে এই নিয়মটীর প্রতিপালন উত্তমরূপে করিতে পারেন নাই। ইহাঁর রচিত গ্রন্থদ্বয় করুণারসাত্মক, কিন্তু ইনি গীতসকলে ভৈরবী প্রভৃতি আনন্দসূচক রাগিণীসকল নিয়োগ করিয়াছেন. ইহাতে মহোদয়দিগরে তৃপ্তির হানি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের প্রমাণার্থ আমরা এস্থলে সঙ্গীতদামোদরের একটী প্রমাণ প্রযুক্ত করিলাম, তদ্যথা, "ধানসী মালসী চৈব ভৈরবী মাধবী তথা।। সুভগা পঞ্চমী নাটী বেলোয়ারী চ গুর্জ্জরী। কামদা চাপি কল্যাণী কোড়া কেদারিকা তুড়ী।। কৌমারী মায়ূরী চৈব দেশকারী চ সিন্ধুড়া। রামকেলী চ ভূপালী রাগিণ্যশ্চেতি বিংশতি।। আনন্দাংশা ইতি প্রোক্তা গীয়ন্তে গানকোবিদৈঃ।" ইনি গীত সকল যে২ রাগিণীতে বিন্যস্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে পাহিড়া (যাহাকে "পাহাড়ী" বলিয়া লিখিয়াছেন) রাগিণীটিই যোগ্যা হইয়াছে, কারণ পাহিড়া রাগিণী করুণাংশা অথচ সায়াহ্নে গানযোগ্যা; তৎপ্রমাণ যথা "গান্ধারী দীপিকা চৈব কল্যাণী পুরবী

তথা। কানড়া সারবী চৈব গৌরী কেদারপাহিড়া॥ মায়ূরী মানসী নাটী ভূপালী সিন্ধুড়া তথা। সায়াহ্নে তাশ্চ রাগিণ্যঃ প্রগায়ন্তি চতুর্দ্দশ॥" অপিচ "বেলাবলী চ গান্ধারী ললিতা পঠমঞ্জরী॥ বৈরাগী রাগিণী চাপি মোহরাটী চ পাহিড়া। করুণাংশা বিজানীয়াৎ সন্ত্যেতা রাগযোষিতঃ॥" সঙ্গীতদামোদর।

"শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়" অতি জঘন্য পুস্তক, সুতরাং তদালোচনায় আমরা নিরস্ত হইয়া "জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়" বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। এই গ্রন্থে মহাকবি ভবভূতি বিরচিত "উত্তর রামচরিত" নাম নাটকের আখ্যায়িকাভাগ সঙক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা তিন অঙ্কে সম্পন্ন; প্রথমাঙ্কে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্মুখ-মুখে সীতার অপবাদ-বার্ত্তা-শ্রবণান্তে সীতা-পরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প হওন পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয়াঙ্কে লক্ষ্মণের সীতাকে বনবাসে রাখিয়া প্রস্থান ও সীতার বাল্মীকাশ্রমে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে; এবং তৃতীয়াঙ্কে রামচন্দ্রের সহিত সীতা, লব, কুশ প্রভৃতির সাক্ষাৎ ও সীতার পৃথিবী-প্রবেশ পর্য্যন্ত বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। রচয়িতার রচনা-চাতুর্য্য এখনও জন্মে নাই। এতদ্‌গ্রন্থান্তর্গত গীতসকলের মধ্যে অনেক সদ্ভাব আছে, কিন্তু সেই সকল ভাব সুকবির ন্যায় প্রকাশ করিতে না পারায় তাহা ধূমবেষ্টিত আলোকের ন্যায় নিষ্প্রভাবস্থায় রহিয়াছে। গীতে ছন্দঃপতন হইলেও গানকালে বিশেষ অনিষ্টকর হয় না বটে, তথাপি গীতরচয়িতাদিগের পক্ষে ছন্দঃপতন একটি প্রধান দোষ বলিতে হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ছন্দঃপতন অনেক আছে, তাহার প্রমাণার্থ নিম্নে কএক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল।

"দাঁড়াতে না পারি আর, ওহে কান্ত রসময়।
যুগল আঁখিতে নিদ্রা দেবী নিয়েছেন আশ্রয়।"
"তুমি প্রিয়ে এ জনের, হেম হার হৃদয়ের,
অথ বা হৃদয়াকাশের, পূর্ণ-শশধর॥"
"লোক অপবাদে রাম কমললোচন।
তোমাধনে বনবাসে করেছেন বর্জ্জন॥"

এবম্প্রকার দোষ প্রস্তাবিত গ্রন্থে আরও অনেক আছে, তথাপি ইহার কোন কোন গীতটি পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে হয়। পরন্তু যে গুলি আসু সুন্দর বোধ হয় তাহাও নানা লক্ষণে দূষণীয় অনুভূত হয়, তদ্‌দৃষ্টান্ত যথা,

"সোণার প্রতিমা সীতা, ভুবনমোহিনী।
ধরায় শোভিছে কিবা, ধরণীনন্দিনী॥
জনকরাজদুহিতা, কনকলতিকা সীতা;
হৃদয়ের ধন মম, আনন্দদায়িনী॥
একে পয়োধর ভারে, দাঁড়াইতে নাহিপারে,
এ কোন বিচিত্র তবে, হবে হবেন ধরাশায়িনী॥"

এই গীতটির শব্দ গুলি আশু-গ্রাহ্য, সুশ্রাব্য এবং ভাব প্রকাশক বলিতে হয়, সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতেই গীতটিকে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। তথাপি এ গীতে অনেক দোষ আছে।" ইহার প্রথম দুই চরণ পাঠ করিলেই বোধ হয় যে পরে সীতার নিদ্রিতাবস্থার রূপ বর্ণন আছে, কিন্তু ফলতঃ তাহা নাই; তৃতীয় চরণে কনকলতিক সীতা বলায় পৌনরুক্তি দোষ হইয়াছে। দুই বা বহু কারণ না থাকিলে "একে" শব্দব্যবহৃত হয় না এজন্য পঞ্চম চরণের "একে" শব্দ অনর্থক ব্যবহৃত হইয়াছে; ষষ্ঠ চরণে কবি "তবে" শব্দ কেন দিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। উহা "একে" শব্দের দ্যোতক হইতে পারে না। অপর স্তনভারে দাঁড়াইতে অশক্তা এ ভাবটী অত্যন্ত অশ্লীল অথচ কোন মতে প্রশংসাবাদ নহে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৪ খণ্ড

আপ্‌টরিক্‌স্ বা কিবিকিবি পক্ষী।
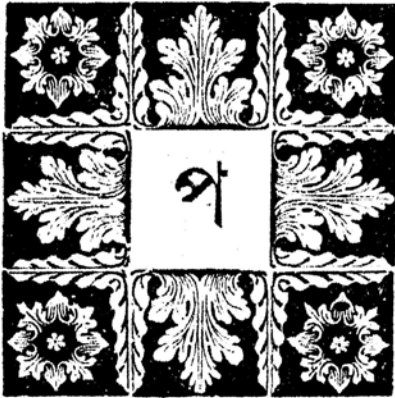
রম কারুণিক জগৎ স্রষ্টার আশ্চর্য্য কৌশলময় এই মহীমণ্ডলে প্রস্তাবিত পক্ষীটীকে বিশেষ আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা দেখিতে অবিকল পক্ষী বটে, অথচ ইহার পক্ষ নাই, সুতরাং ইহা পক্ষী-পদের বাচ্য নহে। পক্ষীদিগের একটী প্রধান লক্ষণ আকাশে উড্ডয়ন করণ, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে "বিহঙ্গম" শব্দে কহা যায়; পরন্তু এ পক্ষীটীর পক্ষ নাই, সুতরাং ইহা উড়িবার বিষয়ে মনুষ্য বা গোর ন্যায় নিতান্ত অক্ষম; ফলে ইহা পক্ষহীন পক্ষী ও বিহায়সে গমনে অক্ষম বিহঙ্গম। এই রূপ জীব সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় কি ইহা নিরূপিত করা মনুষ্যের অসাধ্য; পরন্তু ইহার জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে ইহার পক্ষ না থাকায় ইহার দেহ-যাত্রার কোন হানি হয় নাই। কীট ও ক্ষুদ্র শম্বুক মাত্র ইহার খাদ্য, এবং তদর্থে ইহাকে কদাপি আকাশে উড়িতে আবশ্যক হয় না। অপর শত্রুহইতে পলায়নার্থে ইহার দৌড়াইবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে, সুতরাং তাহার নিমিত্তও ইহার ডানার অভাব কোন মতে অভাব বোধ হয় না।

যখন এই পক্ষীর বিবরণ প্রথম বিলাতে প্রকাশিত হয় তখন লোকে ঐ বিবরণ-লেখককে ভণ্ড জ্ঞান করিয়াছিলেন। ফলে "পক্ষহীন পক্ষী" একথা এতাদৃশ অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে তদ্বিষয়ক সমস্ত বিবরণ অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য হইল। পরে এই পক্ষীর ত্বক্ ও শব বিলাতে আনীত হইলে সে ভ্রম দূরীকৃত হয়। এই ক্ষণে আপ্‌টরিক্‌স্ বা পক্ষহীন পক্ষী অনেক দৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহার বিবরণ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ইহার আবাসস্থান নিউ-জীলণ্ড দ্বীপ। তথায় নিভৃত বাদা ভূমিতে ইহা বাস করে, এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত্ত মধ্যে শুষ্ক তৃণ ও শৈবাল দিয়া আপন আবাস নির্ম্মাণ করে। ইহার দেহের পরিমাণ স্ত্রী-পেরুর সদৃশ, এবং ইহার পদদ্বয় ও চঞ্চু অত্যন্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। ইহার খাদ্যদ্রব্য কীট ও ক্ষুদ্র শম্বুক; তাহা প্রস্তাবিত জীবেরা রজনীযোগে আহরণ করে; এবং দিবসে নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকে। ফলে ইহারা নক্তঞ্চর, এবং নক্তঞ্চরের যে স্বভাব তাহা ইহাদিগেতে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়।
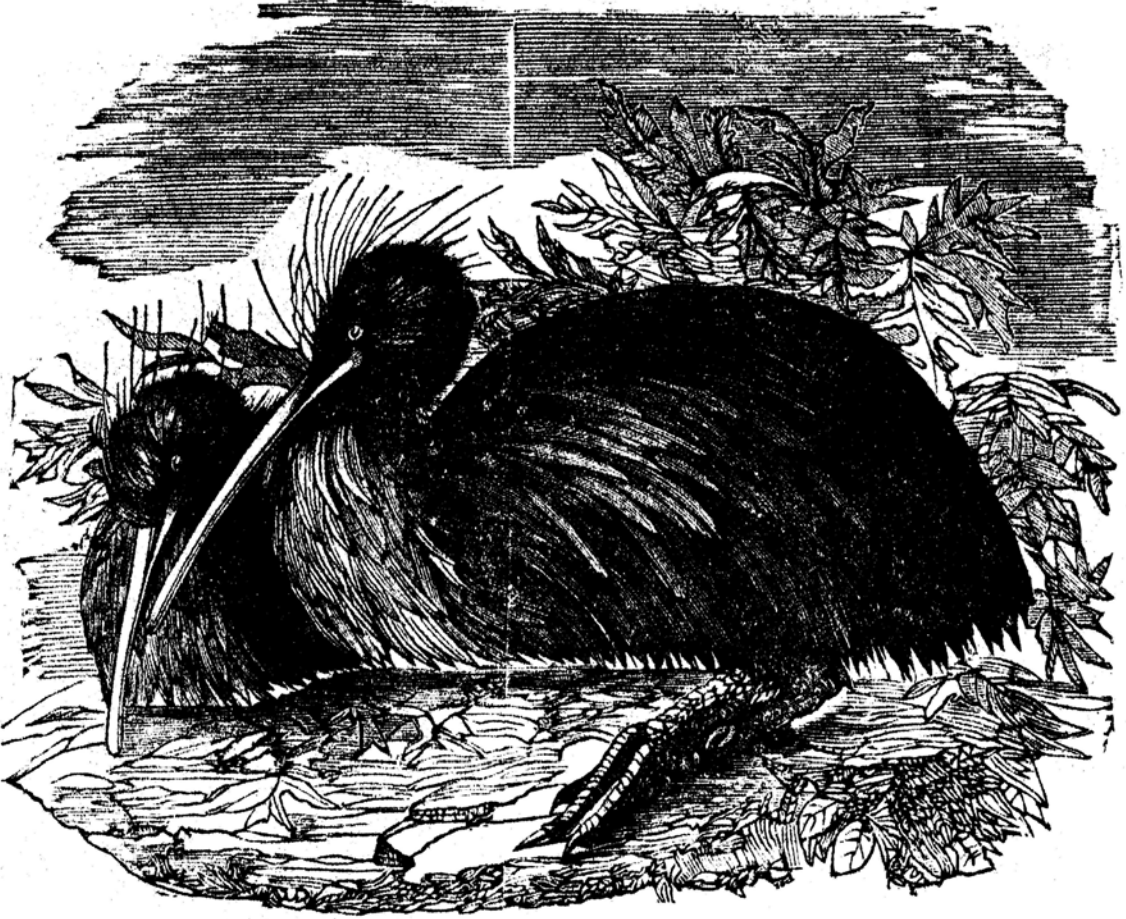
কিবিকিবির মাংস কৃষ্ণবর্ণ, নীরস ও আঁসল, এবং তন্নিমিত্ত খাদ্য বলিয়া গণ্য নহে। ইহার স্বরও সুশ্রাব্য নহে, এবং অবয়বও এতাদৃশ সুন্দর নহে যে তন্নিমিত্ত লোকে ইহাকে পুষিতে ইচ্ছা করে; সুতরাং এই সকল কারণে ইহাকে ধরিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। পরন্তু ইহার দেহ অতি সুকোমল পালখে আবৃত থাকে। সেই পালখ নিউজীলণ্ড-বাসীরা চিক্কণ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিশেষ উপাদেয় জ্ঞান করে, এবং তদর্থে তাহারা রজনীযোগে কুক্কুর-সহকারে এই পক্ষী শিকার করিয়া থাকে। পরন্তু ইহা এতাদৃশ দুর্গমস্থানে বাস করে, এবং পলায়ন করিতে ও বৃক্ষ কোটরাদিতে লুক্কায়িত হইতে এরূপ তৎপর, যে ধৃত করা দুঃসাধ্য। তথা ইহার সঙ্খ্যা এত অল্প যে, ইহার পালখের পরিচ্ছদ অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া থাকে; এবং রাজা বা প্রধান দলপতি ভিন্ন অন্যে উহা ধারণ করিতে পায় না।

স্বভাবতঃ এই পক্ষী নির্ব্বিরোধী; পরন্তু কুক্কুরদ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহা আত্ম-রক্ষার্থে বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে; এবং আপন সবল ওষ্ঠ ও নখদ্বারা শত্রুর বিশেষ অনিষ্ট করে।

এই পক্ষীর লক্ষণ বিবেচনা করিলে ইহাকে শুতরমুর্গের সহিত এক বর্গে নির্ণীত করা যায়। ঐ শুতরমুর্গের পক্ষ অত্যন্ত খর্ব্ব, এবং উড়িবার নিমিত্ত নিতান্ত অপদার্থ। ইমু পক্ষীতে ঐ

পক্ষ আরও খর্ব্ব হয়। কাষোয়ারী পক্ষীতে ঐ খর্ব্ব পক্ষের স্থানে দুইটী শলাকা লক্ষ্য হয়, এবং রীয়া পক্ষী ও বর্ত্তমান কিবিকিবি পক্ষীতে সেই শলাকাও খর্ব্ব হইয়া মনুষ্যদেহে যে প্রকার স্তনের চিহ্নমাত্র থাকে, প্রায় সেই প্রকার ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ হইয়া আইসে।

কলম করিবার ধারা।

বীজদ্বারা বৃক্ষের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করাই স্বভাবসিদ্ধ উপায়; পরন্তু বীজহইতে উৎপন্ন বৃক্ষে যে তৎপিতার সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকিবেক ইহা সম্ভব নহে; মনুষ্যে ইহা সর্ব্বদা ঘটে না; সুচারু সুন্দর পুরুষের পুত্র কৃষ্ণবর্ণ ও ঋষি তুল্য ধার্ম্মিকের পুত্র অসৎ হইতে দেখা যায়। সেই রূপ সুমিষ্ট অম্রের আঁটির চারায় অম্লফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অন্যান্য উপায়ে বৃক্ষের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করা প্রথা হইয়াছে। তন্মধ্যে "কলম" করিবার নিয়ম একটী প্রধান। ঐ কলম বিবিধ প্রকারে নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। কতক গুলি বৃক্ষের শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার স্থূলাংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিলে অঙ্কুরোদ্ভেদ হয়। কোন বৃক্ষের শাখায় সার বান্ধিলে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এবং কোন মহীরুহদল শুদ্ধ জলে ফেলিয়া রাখিলে তাহার শিকড় নির্গত হয়। পরন্তু বৃক্ষের স্বভাব ও ধর্ম্মানুসারে এই সকল প্রকরণের প্রভেদ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জবেত্তা লিনিয়স সাহেব লিখিয়াছেন যে কঠিন বৃক্ষসকলের কলম বালুকায় উত্তম রূপে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কোমল উদ্ভিদ্ সকল মৃদু-মৃত্তিকা-ব্যতীত জন্মে না। যে স্থানে কলম করিতে হইবে সেই স্থান কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক; এবং তদুপরি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত খোলা ও ইষ্টক খণ্ড রাখিয়া তাহার উপর প্রচুররূপে শ্বেতাভ বালুকা ক্ষেপণপূর্ব্বক তাহাতে কাণ্ড সকল প্রোথিত করিতে হইবে, তদুপরি কাচের আবরণ চাপা দিয়া জলসেচন করা কর্ত্তব্য। অপর সূর্য্যের উত্তাপ আবর্ত্তন জন্য দুই হস্ত উর্দ্ধে একটা চাল বান্ধিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাতে কলম গুলি রৌদ্র ও উত্তাপহইতে রক্ষা হইতে পারে, এবং অঙ্কুরোদ্ভেদের কোন রূপ বাধা হয় না। প্রতি সপ্তাহে নিরুষ্টকল্পে এক বার বা দুই বার মাত্র কলমের উপর বারি সেচন জন্য কাচাবরণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

অধুনা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী "রয়ল্ বোটানিকল্ গার্ডন" নামক মহারাণীর উদ্যানে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে একটা বালুকাপূর্ণ টবের মধ্যে কলম করিয়া ঐ টব বালুকায় প্রোথিত করা হয়, ও তাহার উপর একটা কাচের আবরণ অথবা নণ্ঠন চাপা দিয়া তাহাতে প্রতিসপ্তাহে দুই বার জল সেচন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় উত্তম রূপে কলম হইয়া থাকে। কাচের আবরণ অভাব হইলে ছেদিত ক্ষুদ্র শাখা সকল টবের মধ্যে প্রোথিত করিয়া শুদ্ধ তাহার উপরি ভাগে এক খণ্ড সামান্য কাচ চাপা দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এরূপ প্রক্রিয়ার জন্য টবের অধোভাগে কতকগুলি পাথরের লোষ্ট্র স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি টব বসাইতে হয়। অপর প্রতিদিন প্রত্যূষে আবরণ খানি উলটাইয়া না দিলে যে সকল ঘনীভূত নীহার বিন্দু মেদিনীর আভ্যন্তরিক তেজোদ্বারা সমুত্থিত হয়, তাহা অঙ্কুরের হানি জন্মাইতে পারে।

ডক্তর লিণ্ডলি সাহেব জলের মধ্যে কলমের এই রূপ প্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন যে একটা বৃহৎ জলাধার পরিষ্কার জলে পূর্ণ করিয়া অতি

সারবান কাণ্ডসকল তন্মধ্যে দিয়া পরিচ্ছন্ন স্থানে প্রলম্বিত করিয়া রাখিলে দুই পক্ষের মধ্যে ঐ শাখাহইতে তাহার শ্বেতবর্ণ অতি সূক্ষ্ম মূল নির্গত হয়, তৎপরে তাহা অতি সাবধানতার সহিত একটা টবে প্রোথিত করিয়া নিয়মিত রূপে বারি প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পরন্তু আধার পাত্র অধিক পরিসরযুক্ত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে জল দূষিত হয় না, এবং ঐ জল পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক; নচেৎ তাহা দূষিত হইয়া আশু কলমের হানি করে। এ প্রকার কলমসকল অতি সাবধানপূর্ব্বক সর্ব্বদা আচ্ছাদিত এবং রাত্রি কালে গৃহের মধ্যে রাখিতে হয়। জল ও বালুকায় এই রূপে কঠিন কাষ্ঠ বিশিষ্ট বৃক্ষের কলম উত্তম রূপ জন্মিতে পারে। তৎ প্রকরণ এস্থলে বাহুল্য রূপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই দুই প্রকার কলমের মধ্যে ক্ষুদ্র-পুষ্প-বৃক্ষের নিমিত্ত প্রথম প্রকার কলমই প্রসিদ্ধ; তাহার নাম "খোঁচ কলম।" বৃহদ্ বৃক্ষের নিমিত্ত উহার ব্যবহার নাই। তদর্থে অপর তিন প্রকার কলম প্রচার আছে; তাহার প্রথমের নাম "গুল কলম," দ্বিতীয়ের নাম "যোড় কলম," এবং তৃতীয়ের নাম "চুঙ্গি কলম।"

গুল কলম প্রস্তুত করিবার প্রথা কোন মতে কঠিন নহে। তদর্থে একটা পাত্রে কতকটা মৎস্য পচাইয়া রাখিতে হয়। ঐ গলিত মৎস্যের সার এক অংশ ও উত্তম পাতাপচা সার ৩ অংশ এবং দোয়াঁস মাটি ৩ অংশ একত্র মিসাইলেই মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়। পরে বর্ষার প্রারম্ভে নেবু কি নিচু বৃক্ষের সতেজঃ ১ বা ১।। হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ডালে চারি অঙ্গুল পরিমাণ স্থান ছুরিকাদ্বারা এ প্রকারে চাঁচা কর্ত্তব্য যাহাতে সমস্ত ছাল তুলিয়া ফেলা হইবে অথচ কাষ্ঠে কোন আঘাত লাগিবে না। এই নিস্ত্বক্ স্থানের চতুর্দ্দিগে পূর্ব্বোক্ত সার মৃত্তিকা লেপন করা আবশ্যক, এবং তদুপরি ঐ সার মৃত্তিকা এক মুষ্টি পরিমাণ স্থূল করিয়া দেওয়া বিধেয়। এই পিণ্ডের নাম "গুল" এবং তাহাহইতে এই প্রক্রিয়ার নাম "গুল কলম" হইয়াছে। এই গুলের উপরি নারিকেলের কাতা কি শণ বা পাট দিয়া এ প্রকারে বন্ধন করা কর্ত্তব্য যাহাতে বর্ষার জলে ঐ মৃত্তিকা না ধৌত হইয়া যায়। দুই মাস কাল এই অবস্থায় থাকিলে শাখার নিস্ত্বক্ স্থানহইতে প্রচুর শিকড় নির্গত হয়, এবং তাহা হইলে গুলের অধোভাগে শাখাটী কাটিয়া লইলেই কলম হইল। বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে গুল কলম সহজে হয় না। তৎসময়ে কলম করা আবশ্যক হইলে গুলের উপর একটা জলের ঝারা বসাইতে হয় তাহাহইতে জল সর্ব্বদা চ্যুত হইয়া বিন্দু বিন্দু পড়িলে বর্ষার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এবং কলমও অনায়াসে প্রস্তুত হয়। উক্ত প্রক্রিয়া নিচু নেঁবু প্রভৃতি বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত; কিন্তু কোন কোন আম্র বৃক্ষের পক্ষে ইহা উপকারী নহে। তদর্থে "যোড় কলম" প্রশস্ত; কারণ তাহাতে সর্ব্বদা অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে—প্রায় কখন নিষ্ফল হয় না। ঐ প্রক্রিয়ার নিমিত্ত প্রথম একটী আঁটির চারা বৃক্ষ আবশ্যক। ঐ একটা ক্ষুদ্র গামলায় পুতিয়া তাহার মূলহইতে অর্দ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধে তিন অঙ্গুল পরিমাণ স্থানের এক পার্শ্বে ছুরি দিয়া অর্দ্ধাংশ চাঁচিয়া ফেলিবে। পরে যে বৃক্ষের কলম করিতে হইবে তাহার অর্দ্ধ হস্ত বা তিন পদ পরিমিত একটী সতেজ অথচ এক বৎসরের প্রাচীন ডালের এক পার্শ্ব পূর্ব্ববৎ চাঁচিবে, এবং গামলার চারাটী নিকটে আনিয়া দুই কাটা স্থান একত্র মিলাইয়া সূক্ষ্ম রজ্জু দিয়া উভয়কে একত্র বান্ধিবে। বর্ষাকালে দুই মাস যাবৎ উভয় চাঁচা স্থান এই অবস্থায় বদ্ধ থাকিলে চারার

গাত্রে ডালের যোড় লাগিয়া উভয়ে এক হইয়া যায়। তখন যোড়ের স্থানের নিম্নে ডালটি কাটিলে কলম স্বতন্ত্র হয়, এবং পরে যোড়ের ঠিক উপরের চারার শাখা কাটিয়া দিলে চারার মূল ও কাণ্ডে এবং বৃহৎ বৃক্ষের ডালে একটী স্বতন্ত্র বৃক্ষ হয়, এবং তাহার ধর্ম্ম এই যে, যে বৃক্ষের ডাল লওয়া যায় তাহারই সদৃশ হয়। আম্রের কলম এই নিয়মে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার কলমের নাম "চুঙ্গী কলম।" উহা কেবল কুল ও অপর কএকটি সামান্য বৃক্ষের নিমিত্ত প্রশস্ত। ইহার প্রক্রিয়া অধিক নহে; পরন্তু ইহা সিদ্ধ করার নিমিত্ত বিশেষ চতুরতা ও কুশলতা আবশ্যক করে। এই কলমের নিমিত্তে একটি টোপা বা গোল কুলের আঁটির চারা লইয়া তাহার সকল শাখা পত্র কাটিতে হয়। পরে তাহার কাণ্ডের অগ্রভাগের এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানের ছাল চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। পরে কোন পাটনাই কুলের ডালহইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ছাল অঙ্গুরীয়ক বা চুঙ্গীর অবয়বে কাটিয়া বাহির করিয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত চারার অগ্রভাগে আরোপ করিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ও পাট দিয়া বান্ধিয়া দিলে এক মাস মধ্যে ঐ চুঙ্গী চারার গাত্রে বদ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহা হইলেই কলম প্রস্তুত হইল। পরে ঐ চুঙ্গীর গাত্রহইতে যে শাখা নির্গত হয় তাহাতে পাটনাই কুল জন্মিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিজ্ঞাত ছিল না। কএক বৎসর হইল সুধীবর রাজা রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে তাঁহার উদ্যানে উহা প্রথম পরীক্ষিত হয়; এবং তদবধি উহা কলিকাতায় প্রচলিত হইয়াছে।

ঐন্দ্রজালিক এবং দৈব বিদ্যা।

মণ্ডলের প্রায় সকল স্থানেই মনুষ্যের এই রূপ বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্রবলে বা দৈবশক্তিদ্বারা স্বভাব-বিরুদ্ধ অনৈসর্গিক ব্যাপারসকল সম্পন্ন করিতে সক্ষম হওয়া যায়। বিশেষতঃ পুরাকালে মনুষ্যের মনোমধ্যে এরূপ বিশ্বাস দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়া ছিল। ভারতবর্ষ, পারস, চীন, মিসর, গ্রীস, রোম এবং অন্যান্য প্রাচীন দেশসকল তাহার উদাহরণ স্থল। ঐ সকল দেশে নানাবিষয়িণী ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। দৈবজ্ঞেরা গণনা-পূর্ব্বক ভূত-ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিবার ক্ষমতা প্রকাশ করিত; ঐন্দ্রজালিকেরা মায়াজাল বিস্তারদ্বারা নানাবিধ বিস্ময়জনক ব্যাপার দর্শাইয়া দ্রষ্টৃবর্গকে আলেখ্যলিখিতের ন্যায় স্পন্দহীন করিতে চেষ্টা করিত; এবং মন্ত্র-সিদ্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রবলে ভূত, প্রেত, পিশাচ ও অন্যান্য দিব্য-যোনিদিগকে বশীভূত করিয়া স্বকীয় কার্য্য-সাধন জন্য নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারি বলিয়া প্রতারণা করিত। এই রূপে সাধারণ মনুষ্যগণের সাধ্যাতীত ব্যাপারসকল সম্পন্ন করিবার জন্য উক্ত দেশ সমূহে নানাবিধ গুপ্ত বিদ্যারও আলোচনা হইয়াছিল। আর কেবল যে ঐ সকল দেশে ঐন্দ্রজালিকের প্রকাশ ছিল এমত নহে; মানবগণের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাবধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সকল দেশেই কোন না কোন প্রকার দৈব বা ভৌতিক বিদ্যায় লোকের বিশ্বাস ছিল, এবং অনেক দেশে অদ্যাবধি প্রবলরূপে বিশ্বাস আছে।

এতদ্দেশে ধারা নগরাধিপতি সুবিখ্যাত ভোজ রাজা ঐন্দ্রজালিকী-বিদ্যার প্রণেতা বলিয়া পরি-

গণিত হন। ঐ প্রবাদ সত্য নহে, পরন্তু তাঁহার সময়াবধি উক্ত বিদ্যার নাম "ভোজবিদ্যা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কথিত আছে তিনি মন্ত্রবলে মৃৎপিণ্ড-নির্ম্মিত পুত্তলিকাদিগকে প্রাণ-দান-পূর্ব্বক সৈন্যের ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে সংগ্রামে যাত্রা করিতেন, এবং তাহাদের সাহায্যে জয়-লাভও করিয়াছিলেন। যোগী এবং উদাসীন-দিগের অসাধারণ-দৈবশক্তি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। বিখ্যাত পণ্ডিতগণদ্বারা প্রণীত হঠ যোগ নামক কএক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও তাহা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত তথাপি তাহাতে নানাবিধ শারীরিক প্রক্রিয়ার নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যেরা দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে।

দৈবজ্ঞেরা, করদর্শকেরা, এবং ডাইন, ভূত, প্রেত দৈত্য আদি বিষয়ক মন্ত্র-বেত্তারা যে কত প্রকারে নিজ২ বিদ্যা অনুশীলন করিয়া থাকে তাহা পাঠক মহাশয়েরা অনেকে অবগত আছেন। অসভ্য দেশে এই প্রকার মন্ত্রবেত্তাদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; পরন্তু বিদ্যার প্রভাবে সভ্যমণ্ডলী মধ্যে ইদানীং উল্লিখিত মন্ত্রসকল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

পারস ও আরব দেশে যে পূর্ব্বকালে উক্ত বিদ্যাসকল অতীব প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়েও সংশয়মাত্র নাই। আরব্য এবং পারস্য উপন্যাস পাঠে উহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে। যদিচ উক্ত উপন্যাস সকল অলীক গল্পে পরিপূর্ণ তথাপি উহাতে যে তাৎকালিক ব্যক্তিগণের রীতি নীতি এবং ভৌতিক বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার উপর বিশ্বাস উপলক্ষে বর্ণন আছে তাহা অবশ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীস ও রোম দেশের সুসভ্য ব্যক্তিরা বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত হইয়াও দৈববিদ্যার অদ্ভুত ক্রিয়াসকল অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। পিথাগোরাস্ এবং সক্রেতিস্ পণ্ডিতদ্বয়, যাঁহাদিগের অসাধারণ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যপ্রভাবে গ্রীস দেশ সমুজ্জ্বলিত হইয়াছিল, যাঁহাদিগের অসামান্য বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানরাশি ও যশঃস্তম্ভ পৃথিবীমণ্ডলে এখন পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারাও ঐ অলীক বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিতে কোন মতে সঙ্কুচিত হন নাই। কথিত আছে পিথাগোরাস্ মায়াময় ভৌতিক বিদ্যার প্রভাবে বিবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে২ এক ধীবরকে মৎস্য-পরিপূর্ণ কূটযন্ত্র আনিতে দেখিয়া ধৃতমৎস্যের সংখ্যা নিরূপণ করিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি তাঁহার পোষিত ভল্লুকের কর্ণে কুহক-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে আমিষ ভক্ষণহইতে বিরত করিয়াছিলেন। তিনি আর মন্ত্রবলে উড্ডীন উৎক্রোশ পক্ষিকে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে স্থাপন করত পোষিত পক্ষির ন্যায় গাত্র-স্পর্শ করিতেন। কোন এক সময়ে এরিবিস্ নামক এক ব্যক্তি পিথাগোরাস্কে দৈবানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসা করিলে, পিথাগোরাস্ তাঁহার প্রশংসায় পরমাহ্লাদিত হইয়া তদ্বাক্য সপ্রমাণ করণজন্য স্বীয় জঙ্ঘা প্রদর্শন করেন, তাহা সুবর্ণময় দৃষ্ট হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সক্রেতিসের বিষয়ে কথিত আছে যে, তিনি সতত এক দৈত্য বা ভূতদ্বারা রক্ষিত ও সতর্কিত হইতেন। তদীয় শিষ্য প্লেটো বলেন যে ঐ দৈত্য সক্রেতিস্কে কোন কর্ম্ম করিতে উত্তেজিত না করিয়া কেবল তাঁহার বা তদীয় বান্ধবগণের ভাবি বিপদ্ দূরীকরণ জন্য তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিত। ঐ আদেশ মৃদুমধুর স্বরে বায়ুসঞ্চালনের সহিত সক্রেতিসের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; উহা সন্নিকটস্থ অন্য কেহ শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না, কেবল সক্রেতিস্ মনে মনে জ্ঞাত হইতেন। অধিকন্তু তিনি হাঁচি বা ক্ষুৎপাত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। এই প্রথাটী যে বঙ্গদেশে এখন পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে তাহা পাঠকবর্গের গোচর করা বাহুল্য-মাত্র। সক্রেতিস্ যে দৈত্যের উপদেশ অবলম্বন-দ্বারা ভাবি বিপদহইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত কএকটি দৃষ্টান্তে বর্ণিত আছে। একদা তিনি কতিপয় বন্ধুসমভি-ব্যাহারে বিবিধ-কথা-প্রসঙ্গে কোন রাজমার্গদিয়া গমন করিতে২ অকস্মাৎ পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং দৈত্যদ্বারা আদিষ্ট হইয়া উক্ত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক মার্গে গমন করিলেন। তিনি আশু বিপদ ঘটনের সম্ভাবনা

দর্শন করিয়া সমভিব্যাহারী বন্ধুগণকে ঐ রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করিতে অনুরোধও করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেকেই তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল; কএক জন সেই অনুরোধ হেলন করিয়া সেই পথে চলিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইল না। তাহারা বৃহদাকার বন্যবরাহদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছিল। অপর কোন সময়ে সক্রেতিস্ এক সভায় উপস্থিত ছিলেন; ঐ সভাস্থ এক ব্যক্তি কোন মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিতে মনস্থ করিয়া সভা-পরিত্যাগপূর্ব্বক গমনোন্মুখী হইলে, সক্রেতিস এক বেতালদ্বারা ঐ ব্যক্তির মানস অবগত হইয়া তাঁহাকে গমন করিতে নিষেধ করিলেন। সক্রেতিসদ্বারা নিবারিত হইলেও সে অবশেষে তথাহইতে প্রস্থান-পূর্ব্বক সঙ্কল্পিত হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে। তৎপরে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সে দুঃখিত চিত্তে কহিল; "আমি সক্রেতিসের বাক্য অবহেলন না করিলে কখন এরূপ ভয়ানক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতাম না।"

ইউরোপ খণ্ডের পূর্ব্বতন অসভ্য দেশসকল বিজ্ঞান বিদ্যাসহকারে অধুনা সুসভ্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আধুনিক সর্ব্বাগ্র বলিয়া পরিগণিত। দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে এমৎ সুসভ্য দেশে ডাইন ও ভৌতিক বিদ্যা প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স দেশে জুয়ান অফ্ আর্ক নাম্নী কামিনীর অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সন্দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। তদ্বিশেষ এই;— পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স সাম্রাজ্যের সহিত ইংলণ্ডীয় রাজ্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরাজেরা অর্লিয়ঁ নামক দুর্গ আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে জুয়ান অফ্ আর্ক ফরাসি রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া স্বীয় শুভ প্রত্যাদেশ ব্যক্ত করিলেন; এবং কহিলেন যে তিনি দৈবাদেশে ইংরাজদিগকে দূরীকরণপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য তদীয় নিকটে প্রেরিত হইয়াছেন। রাজপুত্র তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তৎসমভিব্যাহারে কিঞ্চিৎ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জুয়ান অফ্ আর্ক ঐ সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরাজদিগের ব্যূহ ভেদ করিয়া অর্লিয়ঁ দুর্গে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি ফরাসী সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া এবং স্বীয় কৌশলে অক্লেশে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিলেন। ঐ বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকনে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহার কীর্ত্তি দৈববলে নিষ্পন্ন হইয়াছে এই প্রবাদ সকলেই বিশ্বাস করিল। তিনি ফ্রান্স দেশীয় সপ্তম চারলসকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রায় সমুদায় প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তহইতে মুক্ত করিয়া দেন। ইংরাজেরা ঐ রমণীর অলৌকিক বুদ্ধিচাতুর্য্য ও দৈবশক্তি মায়াদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং তাহার বিনাশ ব্যতীত ইংরাজদিগের জয় অসম্ভব বিবেচনায় তাহার সংহার করিতে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা জুয়ানকে ধরিল, এবং সে ডাইন এই অপবাদ দিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে কালক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করিল; পরে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এক বৎসর বিলম্বে তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল।

ইংলণ্ডদেশে দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে ডাইন ঐন্দ্রজালিকী এবং ভৌতিক বিদ্যার সত্যতাবিষয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিখ্যাত প্রথম জেমসের রাজ্যশাসন কালে পার্লিয়মেণ্ট মহাসভাহইতে এতদর্থে এক আইন প্রচলিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল যে "যে ব্যক্তি কোন বেতালদ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কোন রূপ মন্দ অশুভ সম্পাদন করিবে,

যে ব্যক্তি মায়া ও ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যকে মোহিত করিবে, এবং তদ্দ্বারা বিবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, এবং যে ব্যক্তি মন্ত্রবলে অন্যকে জাদু করিবে তাহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডবিধান করা হইবে।" এবং এই নিয়মানুসারে প্রতিবৎসর শত২ ব্যক্তিকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। অধিকন্তু ঐ সময় বিশ্বাস ছিল যে ডাইনের শিরঃ ছেদ করিলে বা ফাঁসি দিলে সে মন্ত্রবলে পুনঃ সজীব হইতে পারিত; এই বোধে তৎকালের প্রাড্‌বিবাকেরা ডাইনকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে আদেশ করিতেন; এই প্রযুক্ত ডাইন-অপবাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত। বিশেষতঃ কুরূপা বৃদ্ধা শীর্ণা দুঃখিনী নিঃসহায়া স্ত্রীকে দেখিলেই তাহাকে লোকে ডাইনী বলিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিত। এই প্রকারে অনেক স্ত্রী বিলাতে ভস্মীভূতা হইয়াছে। অপর বিলাতে বিশ্বাস ছিল যে হস্ত ও পদদ্বয় রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া ডাইনদিগকে জলে ফেলিয়া দিলে তাহারা মন্ত্রবলে জলের উপর ভাসে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে যাহাকে ডাইন বা ডাইনী বলিয়া সন্দেহ করিত তাহাকে উক্তরূপে বদ্ধ করিয়া জলাশয়ে নিঃক্ষেপ করিত। তাহাতে ঐ অভাগা জলে নিমগ্ন হইয়াই প্রাণত্যাগ করিত, দৈব না নিমগ্ন হইলে লোকে তাহাকে ভাসিয়াছে দেখিয়া ডাইন বিশ্বাসে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিত। ফলে যে দুর্ভগার এক বার ডাইন অপবাদ হইত, তাহাকে হয় জলে ডুবিয়া বা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত। জ্ঞানালোকের প্রভাবে এই দূষণীয় প্রকরণ বিলাতহইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

চা।

ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায় সকল সুসভ্য লোকেরা স্ব২ উপভোগার্থ নানাবিধ পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ সকল পানীয়মধ্যে চীনদেশীয় চা প্রধান উপভোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। চা অতি প্রাচীন কালাবধি ঐ সুপ্রসিদ্ধ ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। চীনের টোয়ং বংশীয় রাজাদিগের ইতিবৃত্তে কথিত আছে, যে তৎকালে উক্ত রাজগণকর্ত্তৃক চার উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অপিচ আরব দেশস্থ এক বণিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধাষ্টম শতাব্দীতে চীন দেশে 'সা' নামক এক তরুর পত্র সিদ্ধকৃত এক প্রকার পানীয় দ্রব্য বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। ইহাতেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উক্ত 'সা' তরু প্রসিদ্ধ 'চা' তরু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; যে হেতুক আরব্য বর্ণমালার দৈন্য-প্রযুক্ত চ অক্ষরের পরিবর্ত্তে স ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আশিয়া খণ্ডের প্রায় সমস্ত দেশীয়েরা প্রস্তাবিত বৃক্ষ ও তাহার পত্রকে "চা" নামপ্রদান করিয়া থাকেন; কেবল চীনদেশান্তর্গত ফকিম্ প্রদেশস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উহা 'টী' নামে পরিজ্ঞাত হয়। রুসিয়ার অধিবাসী এবং পর্তুগিস ব্যতিরেকে প্রায় ইউরোপায় সকল জাতিদিগের মধ্যে ঐ টী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে উক্ত পত্র এবং তাহার সহিত উহার "টী" নাম ফকিম-প্রদেশ-হইতেই প্রথমে ইউরোপে নীত হইয়াছিল।

চাতরু পর্ব্বত এবং সমতল উভয় স্থলে উৎপন্ন

হইয়া থাকে; কিন্তু পর্ব্বত-প্রদেশে উৎকৃষ্ট চা জন্মে। পরন্তু নদীর তটবর্ত্তী ক্ষেত্র চা উদ্যানের উত্তম স্থান। হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বহইতে চীন দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকল স্থানে চাতরু অনায়াসে জন্মিতে পারে। বিষমোত্তপ্ত গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং চিরনীহারাবৃত হিম-প্রদেশে উহা উৎপন্ন হইতে পারে না; কেবল সম-মণ্ডল মধ্যে যে সকল দেশে বায়ব্য উষ্ণতার বার্ষিক গড় ১০০ এক শত তাপাংশের অধিক নহে, এবং যথায় বর্ষাকালে যথেষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া থাকে, তথায় চাতরু উত্তম রূপে জন্মে। অধুনা উদ্ভিদ্বেত্তা পণ্ডিতদিগদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে চাতরু চীনদেশে ২৩° উত্তর অক্ষাংশহইতে ৩৩° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত সুচারু রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের আসাম ও কাচার প্রদেশে ২৩° অবধি ২৮° এবং ২৩° অবধি ২৫° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত স্থান চারক্ষের জন্ম ভূমি। চাতরু তিন বা চারি হস্ত উচ্চ হইয়া থাকে, এবং তাহা যত খর্ব্ব ও ঝোপের ন্যায় হয় ততই অধিক চাপত্র উৎপাদনের উপযুক্ত হয়। ইহার পুষ্প কাষ্ঠগোলাপ সদৃশ, এবং কুলপত্রের ন্যায় ইহার পাতা জন্মিয়া থাকে।

চৈনিকদিগের মধ্যে কি ধনী, কি নির্ধনী, কি ভদ্রলোক, কি নিকৃষ্ট ব্যক্তি, সকলেই চা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইউরোপীয় সুখাভিলাষীরা মদ্যপানকে যে রূপ সুখাবহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, চৈনিকেরা তদ্রূপ চা-প্রস্তুত পানীয় দ্রব্যকে সুস্বাদু ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানীয় বলিয়া পরিগণিত করে। ঐ পানীয় প্রস্তুত করা চৈনীয় স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। শত শত কবিবৃন্দ উক্ত বিশুদ্ধ পানীয়ের গুণ বিস্তীর্ণ রূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। চীন-দেশবাসীরা চা পান করিতে এতাদৃশ আসক্ত যে ভ্রমণকারীরা চা পানের পাত্র স্ব স্ব বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া থাকে। অপর তথায় প্রায় সকল পথ পার্শ্বে উক্ত পানীয় বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কৃষিজীবী চৈনিকেরা চা-উৎপাদন বিষয়ে সমধিক নিপুণ। তাহাদিগের উক্ত বিষয়ক প্রণালী অতিশয় সুকঠিন নহে। তাহারা ফাল্গুন মাসে চার বীজ বপন করে, এবং কিয়দ্দিনান্তরে ইহা অঙ্কুরিত হইলে চারাসকল অপর ক্ষেত্রে বিরলভাবে রোপণ করে। তদনন্তর বিশেষ প্রযত্নে বারিসেচন এবং সর্ব্বদা ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়; তদভাবে চারক্ষসকল উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয় না; যে হেতুক অনিষ্টকারী কীটসকল সতত চাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে, এবং তাহাদিগের বিনাশ করা চা চাষীদিগের এক প্রধান কার্য্য। সেই কার্য্য অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হয়। এই রূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তিন বৎসর মধ্যে চারক্ষ দ্বিহস্ত ঊর্দ্ধে পরিণত হইলে, চৈনিকেরা পরিষ্কার বেশে চৈত্র মাসে উহার পত্র সঙ্গ্রহ করিতে প্রথমে আরম্ভ করে। প্রথম সঞ্চিত কোমল পত্রসকলদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং উহা রাজোপভোগের নিমিত্তই প্রস্তুত করা হয়। তৎপরে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আহরণোপযুক্ত সমস্ত পত্র সঙ্গৃহীত হয়। এই রূপে এক রক্ষ ৬-৭ বৎসর পর্য্যন্ত পত্র প্রদান করে; পরে নিস্তেজ হইয়া শুষ্ক ও পত্রহীন হইলে চৈনিকেরা তাহা ছেদন করিয়া ফেলে।

চৈনিকেরা প্রথমতঃ চারক্ষহইতে পত্র সঙ্গ্রহ করিয়া উদ্যাননিকটস্থ একটী বাটীতে আনয়ন করে। তথায় সুনিপুণ শিল্পীসকল ভিন্ন ২ পঙক্তিতে বিভক্ত হইয়া চা পত্র শুষ্ক করণে প্রবৃত্ত হয়। ঐ প্রক্রিয়া কোন মতে যৎসামান্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না; যে হেতু চার উৎকর্ষতা, প্রস্তুত করিবার প্রণালীর উপরেই অধিকাংশ নির্ভর করে।

সঙ্গৃহীত চাপত্রসকল প্রথমতঃ তাম্র কিংবা লৌহ কটাহে বিন্যস্ত হইয়া ঈষৎ উত্তপ্ত করা হয়। কিয়ৎকাল পরে তাহা এক বিস্তীর্ণ স্থানে প্রসারিত করিয়া রাখা হয়। তদবস্থায় পত্র গুলি কিঞ্চিৎ শীতল হইলে, কয়েক জন লঘুহস্ত শিল্পী চঞ্চলতার সহিত তিন চারি বার হস্তে পাকাইয়া চাপত্রের সঙ্কুচিত অবস্থা নিষ্পন্ন করে। তাহা হইলে চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল চাপত্র সমুচিত কোমল নহে, তাহা প্রথমে উষ্ণজলের বাষ্পে উত্তপ্ত করা হয়, তৎপরে উপরে উক্ত প্রকরণে শুষ্ক হইলে সামান্য চা প্রস্তুত হয়।

চা দুই প্রকার হইয়া থাকে, এক কৃষ্ণ, দ্বিতীয় হরিদ্বর্ণ। অনেকেই জিজ্ঞাসু হইতে পারেন যে উক্ত দ্বিবিধবর্ণের পত্র একবৃক্ষজাত কি ভিন্ন২ বৃক্ষহইতে উৎপন্ন হয়। এস্থলে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য, যে যদিও সুবিখ্যাত উদ্ভিজ্জ বিদ্যা-বিশারদ মহাশয়দিগের অনুসন্ধানে ব্যক্ত হইয়াছে যে দুই বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষে বিভিন্ন প্রকার চা উৎপন্ন হইতে পারে; তথাপি প্রস্তুত করণের প্রণালীভেদে এক প্রকার বৃক্ষের পত্রহইতেই উভয় বর্ণ চা হইয়া থাকে। পত্রের কোমলতা ও কাঠিন্য-প্রভেদে বর্ণের প্রভেদ হইয়া থাকে। কৃষ্ণ বর্ণ চার অপেক্ষা হরিদ্বর্ণ চা উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান্, যে হেতুক হরিদ্বর্ণ চা অতীব সুস্বাদু ও সুগন্ধ। ইহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতিশয় দুরূহ বলিয়া কিংবা ভূমি-বিশেষে চা-উৎপাদন বিশেষেই হউক এতদ্দেশে হরিদ্বর্ণের চা অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অধুনা ইংরাজদিগের উৎসাহে ও প্রযত্নে ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ স্থানে চা উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে আসাম, কাচার, দার্জিলিং, কুমাউন এবং অন্যান্য প্রদেশে বহুল চা-ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। তথায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা প্রায় কোন অংশে চীন দেশীয় চা অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। আসাম্ প্রদেশে তিন বিঘা পরিমাণ ভূমিতে প্রায় ৭ মোন চা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এতদ্দেশে চা প্রস্তুত করিবার প্রণালী চীন দেশের প্রণালীর অনুকরণ মাত্র, তথাপি ইংরাজদিগের বুদ্ধিবলে এবং শিল্পনৈপুণ্যের প্রভাবে এতদ্দেশে চীনদেশের অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পর্ব্বতনিকটস্থ সমতল-ক্ষেত্র চা-উদ্যানের উত্তম স্থান; যে হেতুক তথায় ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীসকল প্রবাহিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বিশেষ রূপে সংবর্দ্ধন এবং মেঘমালা নিকটস্থ পর্ব্বতে আহত হইয়া সতত সুবৃষ্টি বর্ষণদ্বারা ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। অধিকন্তু ঐ ক্ষেত্রসকল অত্যুচ্চ হিমগিরির অন্তরালে থাকায় বায়ুকোণাগত শিলাবৃষ্টি ও ঝটিকা আসিয়া তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রায় দ্বি শত বর্ষ পূর্ব্বে চা ইউরোপীদিগের পরিজ্ঞাত ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতিপয় ওলন্দাজ বণিগ্‌দ্বারা ভারতবর্ষহইতে উহা প্রথমে বিলাতে নীত হইয়াছিল, এবং ঐ সময়ে ইংলণ্ডে প্রথম ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্টইন্‌ডিয়া কোম্পানি এক ছটাক পরিমাণ চা ইংলণ্ডীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চার্‌ল্‌সকে উপঢৌকন প্রদান করেন। উহা তৎসময়ে এক বহুমূল্য দ্রব্য বলিয়া সাধারণের বিদিত ছিল; বস্তুতঃ এক সের পরিমাণ চা ৪২ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত।